উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৩,৫৭০.৩৫ (+১৮৭.৬৪)

নিফটি : ২৫,৬৯৪.৩৫ (+২৮.৭৫)

উদ্ধবের হার, পদ্মের দখলে বৃহন্মুম্বই ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১০°	২৬°	১০°	২৭°	১১°	২৭°	১১°

পরিযায়ীর মৃত্যুতে উত্তপ্ত বেলডাঙ্গা ১০

ট্রাম্পের হাতে মাচাদো'র নোবেল

মন জয়ের মরিয়া চেষ্টা? ১১

৩ মাঘ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 17 January 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 239

সাদা চোখে সাদা কথায়

অনটনে চা শ্রমিক, শুনুন শুধু পাঁচালি

গৌতম সরকার

রাখুন তো মশাই এসআইআর-সাতসকালে টেলিফোনে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন গয়েরকাটার এক প্রবীণ শিক্ষক। কেন কী হল- প্রশ্নটা শেষ করতেও পারলাম না, গলার স্বর চড়িয়ে তিনি বলতে থাকলেন, 'এসআইআর-এর খবর ছাড়া আর তো কিছু লিখছেন না। অনেক গণ্ডগোল আছে বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনারা খবরওয়ালারা চা বাগানের দিকেও নজর দিন। শিল্পটা যে শেষ হয়ে গেল। ভিনরাজ্য আর এদিক-ওদিক কাজ না থাকলে শ্রমিক পরিবারগুলি না খেয়ে মরে যেত যে।'

শুধু ডুয়ার্সে এই মুহূর্তে বন্ধ ১৪টি চা বাগান। কোথাও লক আউট। কোথাও বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে মালিকপক্ষ। সত্যিই তো, এসব নিয়ে ভাবনা কোথায়! সম্প্রতি একদল ভুখা শ্রমিক দিনের পর দিন মজুরি না পেয়ে আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যার সামনে ধর্নায় বসেছিলেন। পাশে কোটি কোটি টাকা খরচে ডুয়ার্স উৎসব চলছিল। আলোয় ভেসে যাওয়া সেই উৎসবে নাচে-গানে তুলে ধরা হচ্ছিল সুখী জীবনের ছবি।

অভুক্ত শ্রমিকরা তখন হাড়কাঁপানো শীতে খোলা আকাশের নীচে বসে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে নিজেদের দুরবস্থা জানাচ্ছিলেন। যাঁদের সাত সপ্তাহ মজুরি বাকি তখন। সাত সপ্তাহ মানে প্রায় দু'মাস। এমনিতেই সামান্য মজুরি, তাও যদি সাত সপ্তাহ বকেয়া থাকে,

এরপর দশের পাতায়

মহাকাল শরণ

মহাকাল মহাতীর্থের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা, স্বপ্নার উপস্থিতিতে জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : তোষণের রাজনীতির অভিযোগ তাঁর সঙ্গে সেঁটে রয়েছে অনেকদিন। সেই তকমা থেকে মুক্ত হতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সেই তকমা আরও জোর করে চাপিয়ে দিতে মরিয়া তাঁর গায়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাই ভারসাম্যের পথ নিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসে সব ধর্মের প্রতিনিধিদের উপস্থিত করার মধ্যে সেই পরিকল্পনা স্পষ্ট। ভাষণে সর্বধর্মসমন্বয়েরই বার্তা দিলেন মমতা। তাঁর কথায়, 'একটা ধর্ম থাকলে সবকিছু চলে না। একটা রং থাকলেও সবকিছু চলে না। সব ধর্মকে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। ধর্ম মানে ধারণ করা, ধর্ম মানে মানবিকতা।'

ধর্মচর্চার চেয়েও তাঁর মুখে ছিল মহাকাল মন্দিরকে ঘিরে পর্যটন সম্ভাবনা ও স্থানীয় অর্থনীতিতে জোয়ার আসার কথা। তিনি বলেন, 'আজকের দিনটি বাংলার মুকুটে নতুন সংযোজন। আগামীদিনে দিঘার জগন্নাথধাম, নিউটাউনের দুর্গা অঙ্গনের মতো আন্তর্জাতিক পর্যটনস্থল হবে এই মহাকাল মন্দির।'

মমতা জানান, এই অঞ্চলকে গ্লোবাল ট্যুরিজম হাব হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে তাঁর সরকারের। যেখানে আন্তর্জাতিক মানের কনভেনশন সেন্টারও হচ্ছে। ধর্মীয় পর্যটন এবং সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠবে মন্দির ও সংলগ্ন চত্বর। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'শিলিগুড়িকে শুধু ট্রানজিট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার না করে ধর্ম, তীর্থ, পর্যটন, ব্যবসা সবকিছু হিসাবে ব্যবহার করা হবে। এখানে অনেক দোকান তৈরি হবে, অনেক কর্মসংস্থান হবে, অনেক হোটেল হবে। ফলে এখানকার অর্থনীতি উন্নত হবে।'

শিলিগুড়ির অদূরে মাটিগাড়ায় মন্দিরটির শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার সর্বধর্মসমন্বয় ও উন্নয়নের নিশানাই প্রধান ছিল বটে। তবে অর্জুন সম্মানপ্রাপক অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনকে মঞ্চে তুলে সম্মান জানানোয় অনেকে রাজনীতির ঝলক দেখছেন। স্বপ্নাকে নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন আছে। তাঁকে বিজেপি আসন্ন ভোটের প্রার্থী করবে, এমন প্রচারও আছে।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে স্বপ্নার মন্দিরের শিলান্যাসে উপস্থিত হওয়া ও সংবর্ধনা গ্রহণ করা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভাষণ শেষ করে যখন শিলান্যাসের জন্য এগিয়ে যান, তখন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব কিছু বলেন মমতাকে। *এরপর দশের পাতায়*

মহাকাল মন্দির

মোট জমি - ১৭.৪১ একর
মন্দিরের নাম – মহাকাল মহাতীর্থ
ব্রোঞ্জের মূর্তির উচ্চতা - ১০৮ ফুট
মূর্তির ভিত - ১০৮ ফুট
অভিষেক লিঙ্গ - ১২টি
ভারতবর্ষের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিমূর্তি
প্রতিদিন এক লক্ষ ভক্তসমাগমের ব্যবস্থা
মন্দিরের দুটি প্রদক্ষিণ পথ
একসঙ্গে ১০ হাজার মানুষ থাকবেন সেখানে
দুটি সভামণ্ডপে ৬০০০ ভক্ত বসতে পারবেন

দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারতের যাত্রা শুরু শনিবার। উদ্বোধনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। এমন হাই ভোল্টেজ ইভেন্ট ও ভিভিআইপি'র আগমন ঘিরে এখন নিরাপত্তা নিয়ে হুলুস্থুল।

স্কুল ছুটি, কড়াকড়ির চক্রব্যূহে দুর্ভোগ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : আর পাঁচটা দিনের চাইতে এদিন স্কুলের প্রার্থনা লাইনের ছবিটা ছিল একেবারেই আলাদা। প্রার্থনা লাইনে প্রধান শিক্ষক ঘোষণা করলেন, 'কাল থেকে দু'দিন স্কুল ছুটি...। স্কুলে পুলিশ থাকবে।' এই ঘোষণা শুনেই পুরাতন মালদার কালাচাঁদ হাইস্কুলের হাজারো পড়ুয়া উল্লাসে ফেটে পড়ে। কী মজা! স্কুল ছুটি।

শুধু কালাচাঁদ হাইস্কুলই নয়, মালদা শহরের রামকিঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়, রেলওয়ে হাইস্কুল, পুরাতন মালদা পুর এলাকার জিকে হাইস্কুল, *এরপর দশের পাতায়*

'হামলা'র ভয়

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : খোদ প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রী আসছেন বলে কথা। দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারতের যাত্রা নিয়ে এখন মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা চরমে। সূত্রের খবর, এরই মধ্যে আবার রেলের কাছে সতর্কবার্তা এসেছে, বন্দে ভারতে পাথর ছুড়ে 'হামলা' হতে পারে। আর তাতেই নড়েচড়ে বসেছেন রেলকর্তারা। স্লিপার বন্দে ভারতের নিরাপত্তায় ইতিমধ্যে মালদায় এসে পৌঁছেছে অতিরিক্ত প্রায় পাঁচ কোম্পানি আরপিএফ। মালদা থেকে কামাখ্যা অভিমুখে ট্রেনের যাত্রাপথে কুমেদপুর পর্যন্ত রেললাইনের দু'ধারে আরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হচ্ছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো নিজে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'যদি কেউ চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ে, তবে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

যদিও শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে মুখ খোলেননি রেলকর্তারা। তবে রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রশাসন ও আরপিএফকে সতর্ক করা হয়েছে। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, একটি ই-মেল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মালদার কিছু সমাজবিরোধী মালদা, জমিরঘাটা, খালতিপুর, চামাগ্রাম, নিউ ফরাক্কা, বল্লালপুর, ধুলিয়ান, বাসুদেবপুর এবং তিলডাঙ্গা স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনে পাথর ছোড়ার চেষ্টা করতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কালো পতাকা প্রদর্শনেরও পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্টেশন এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক অফিসার ও কর্মী মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হাওড়া থেকে এনজেপিগামী বন্দে ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই যাত্রার কিছুদিন যেতে না যেতেই নতুন ট্রেনের উদ্দেশে ইট ছুড়ে বগির ক্ষতি করা হয়। যা নিয়ে সেই সময় দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনা নিয়ে একে অপরকে

এরপর দশের পাতায়

নিরাপত্তায় মুড়ে উদ্বোধন আজ

সৌরভ দেব ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : শনিবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার পুরোদমে মহড়া চলল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানাতে বৈরাতি নৃত্য থেকে শুরু করে পুলিশ ব্যান্ড, সবই মহড়া অনুষ্ঠানে ছিল। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আসা বিচারপতিদের উপস্থিতিতে এদিন মহড়া অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোন পুলিশকর্মী কোথায় কর্তব্যরত থাকবেন সেই বিষয়ে এদিন পুলিশের তরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে, উদ্বোধনপর্বের মুহূর্তেও জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ নিয়ে কোন্দল অব্যাহত। সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে

কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ

সার্কিট বেঞ্চ চত্বরে অনুষ্ঠানের মহড়া। শুক্রবার।

রাজ্য সরকার ৫০১ কোটি টাকা খরচ করেছে বলে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল লিগ্যাল সেলের সভাপতি গৌতম দাস দাবি জানান। পরে আরেক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জেলা মুখপাত্র ধীরাজমোহন ঘোষ বলেন, 'স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের পুরো এক্তিয়ার রাজ্যের। স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে কেন্দ্র সরকার টাকা দেয়নি ঠিকই, কিন্তু সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে যাবতীয় অনুমোদন কেন্দ্র সরকার দিয়েছে।' স্থায়ী পরিকাঠামো নিয়ে এই টানাপোড়েনে ধীরাজের বক্তব্য তৃণমূলকেই এগিয়ে রাখল বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায়ের অবশ্য দাবি, 'স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে কেন্দ্র অর্থ না দিলেও কেন্দ্র বিচার বিভাগীয় পরিকাঠামো উন্নতিতে অর্থ দিয়েছে।'

দীর্ঘ অপেক্ষার পর উত্তরবঙ্গ ইতিহাসের সাক্ষী হতে চলেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও খামতি না থাকে সেজন্য হাইকোর্ট এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই নজরদারি চালিয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের চারটি গেটেই এদিন থেকে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সাধারণের প্রবেশ কয়েকদিন আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

জন্মদিনে গ্রামের পাশে

ময়নাগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : যে কোনও সমস্যায় থমকে থাকেনি তাঁর সাহায্যের হাত। বুধুরাম বনবস্তির 'মুশকিল আসান' মনোজ ব্যক্তিগত উদযাপন নয়, প্রতিবারের মতো এবারও নিজের জন্মদিনকে সমাজের কাজে উৎসর্গ করলেন। ময়নাগুড়ির বেসরকারি বিএড কলেজের কর্ণধার ও শিক্ষক মনোজ সাহা শুক্রবার সেখানে পৌঁছে নিজের জন্মদিনেই স্বনির্ভরতার নতুন পথ দেখালেন। এলাকার প্রায় ২৮টি পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে শুক্রবার গ্রামে সূচনা হল একটি শুয়োরের খোঁয়াড় তৈরির কাজ।

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলের এসএলআর লিজিংের জন্যে ই-নিলাম। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অঙ্গন ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এলটি নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিকেটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিকেটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৬	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৭	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৮	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৯	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১০	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১১	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১২	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিকেটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৩	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/১৪	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/১৫	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৬	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৭	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৮	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৯	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিকেটি-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২০	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.৪০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন। টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

সোহাগে আদরে রাত ৮.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ লাঠি, দুপুর ১২.৪৫ পাগলু, বিকেল ৪.০০ রংবাজ, সন্ধে ৭.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, দুপুর ১২.৩০ বড়বউ, বিকেল ৩.৩০ আক্রোশ, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ কমলার বনবাস, ১০.৩০ বর কনে, সন্ধে ৭.০০ আসল নকল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাঘিনী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিক্রম সিংহ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ঠিকানা রাজপথ
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ৯.১৩ মক্ষী, ১১.১৯ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ১.৫৩ কিক, বিকেল ৫.০১ বেবি জন, সন্ধে ৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.৩২ এনিমি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৫০ গুমরাহ, দুপুর ১.১০ বম বম বোলে, বিকেল ৪.০০ স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার-২, সন্ধে ৬.৫০ ফির হেরা ফেরি, রাত ১০.০০ গুপ্ত
জি বলিউড : বেলা ১১.১৪ আর্জু, দুপুর ২.২১ পরদেশি, বিকেল ৫.০৬ কোয়লা, সন্ধে ৭.৫৫ কল্কি ২৮৯৮ এডি, রাত ১০.৩৯ মুকদ্দমা
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.০০ গোলমাল এগেইন, দুপুর ১.৪০ ছাবা, বিকেল ৪.৫৯ টোটাল ধমাল, সন্ধে ৭.৫০ কুলি-দ্য পাওয়ার হাউস, রাত ১০.৩০ দে ধনা ধন।

বন্ধন সন্ধ্যা ৭.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

পিকনিক স্পেশাল পর্ব

আম মাংসের চপ এবং কোরিয়েন্ডার চিকেন স্টার ফ্রাই তৈরি শেখাবেন শম্পা পাল।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

লোকা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ সোনি ম্যাক্স

পণ্য পরিবহণে কড়াকড়ি রাজ্য সরকারের

লাগাম ভুটানের গাড়িতে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা শাসককে ভুটানের নম্বরের গাড়ির অবৈধ চলাচলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিল রাজ্যের পরিবহণ ডাইরেক্টরেট। এই মর্মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারের তরফে জেলা শাসকের দপ্তরে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগ, রাজ্যের মধ্যে বেআইনিভাবে স্থানীয় পণ্য পরিবহণ করছে ভুটানের নম্বরের গাড়ি। এছাড়া অতিরিক্ত পণ্য নিয়ে যাওয়া-আসা করছেন চালকরা। এ ধরনের বেশকিছু অভিযোগ ওঠে সম্প্রতি। ফলে গত মঙ্গলবার ফেডারেশন অফ ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটি চিঠি পাঠানো হয় পরিবহণমন্ত্রীকে। সেই চিঠিতে তারা জানায়, ভারতীয় আইন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে শুধু পণ্য খালাস করতে পারে বিদেশি গাড়ি। কিন্তু অন্য কোথাও এই কাজ করতে পারা যায় না। অথচ কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় এমন বেআইনি কাজ নিয়মিত চলছে। এতে স্থানীয় পণ্য পরিবহণ ব্যবসায় প্রভাব পড়ছে। এমনকি, প্রশাসনের একাংশ এর সঙ্গে যুক্ত বলেও অভিযোগ করা হয় সেই চিঠিতে। আরও অভিযোগ করা হয়, ওই গাড়িগুলো উত্তরবঙ্গের জেলা থেকে পাথর তুলছে। এরপর ভারতের কিছু গাড়ি ভুটান থেকে পাথর নিয়ে এসে এইসব জেলায় ফেলছে। এই গাড়িগুলোর কোনওরকম বৈধ নথিপত্র নেই। ফলে শুধুমাত্র গাড়ির ব্যবসায়ী নয়। ড্রাইভার, হেল্পার সকলেই কর্মহীন হয়ে পড়ছেন।

এ বিষয়ে ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষ বলেন, 'আমরা বহুদিন ধরে এই ধরনের বেশকিছু অভিযোগ করে আসছি। কিন্তু প্রশাসন এতদিন উদাসীন ছিল। এবার যখন আমাদের চিঠিতে তাঁরা সাড়া দিয়েছেন, আশা করছি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফলে যাঁরা শুধু পণ্য পরিবহণ ও গাড়ির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাঁদের সংসার বেঁচে যাবে।' কোচবিহারের আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক নবীনচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'আমরা নিয়মিত নজরদারি চালাই। বিশেষ করে ওভারলোডিং-এর বিষয়টিতে নজর রাখি। তবে এখন থেকে অনেক বেশি সজাগ হতে হবে।' কোচবিহারের জেলা শাসক রাজু মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, ট্রান্সপোর্ট ডাইরেক্টরেট থেকে চিঠি পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- অবৈধ চলাচলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ রাজ্যের পরিবহণ ডাইরেক্টরেটের
- ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন চিঠি পাঠায় পরিবহণমন্ত্রীকে
- অভিযোগ, আইন ভেঙে স্থলবন্দরের বাইরেও মাল খালাস করছে ভুটানের নম্বরের গাড়ি

মালদা টাউন-কামাখ্যা ও কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার স্পেশালের উদ্বোধনী যাত্রা

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ও কামাখ্যা-র মধ্যে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা যথা ২৭৫৭৬/২৭৫৭৫ কামাখ্যা-হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করা হবে। উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন যথা ০২০৭৫ মালদা টাউন-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল এবং ০২০৭৬ কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল ১৭.০১.২০২৬ তারিখ যথাক্রমে মালদা টাউন ও কামাখ্যা থেকে যাত্রা শুরু করবে, যা পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, এই উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেনগুলির সময়সূচী নিম্নলিখিতমতো সংশোধন করা হয়েছে :

০২০৭৫ মালদা টাউন-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল

স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
মালদা টাউন	↓ -	১২.৪৫	১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)
আলুয়াবাড়ী রোড	১৪.৪৫	১৪.৫০	
নিউ জলপাইগুড়ি	১৫.৩৫	১৫.৪৫	
জলপাইগুড়ি রোড	১৬.২০	১৬.২৫	
নিউ কোচবিহার	১৭.৩৫	১৭.৪০	
নিউ আলিপুরদুয়ার	১৭.৫৫	১৮.০০	
নিউ বঙ্গাইগাঁও	১৯.৩০	১৯.৩৫	
রঙ্গিয়া	২১.০০	২১.০৫	
কামাখ্যা	২২.৪৫	-	

০২০৭৬ কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল

স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
কামাখ্যা	↓ -	১২.৪৫	১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)
রঙ্গিয়া	১৩.২০	১৩.২৫	
নিউ বঙ্গাইগাঁও	১৪.৪০	১৪.৪৫	
নিউ আলিপুরদুয়ার	১৬.০৫	১৬.১০	
নিউ কোচবিহার	১৬.২৫	১৬.৩০	
জলপাইগুড়ি রোড	১৭.৪২	১৭.৪৭	
নিউ জলপাইগুড়ি	১৮.২৫	১৮.৩০	
আলুয়াবাড়ী রোড	১৯.১০	১৯.১৫	
মালদা টাউন	২২.১৫	২২.২৫	
নিউ ফরাক্কা জংশন	২৩.০০	২৩.০৫	
আজিমগঞ্জ	২৩.৫২	২৩.৫৪	
কাটোয়া জংশন	০০.৩৬	০০.৪১	১৮.০১.২০২৬ (রবিবার)
নবদ্বীপধাম	০১.০৫	০১.০৭	
ব্যান্ডেল জংশন	০১.৫০	০১.৫২	
হাওড়া	০৩.২৫	-	

গঠন : ১৬ কোচ বন্দে ভারত স্লিপার রেক।
ট্রেনগুলির নিয়মিত পরিষেবা সম্পর্কে পরে বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এআই কর্মশালা

কর্মশালায় একমনে পড়ুয়ারা। শুক্রবার রায়গঞ্জে। -সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার রায়গঞ্জের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলে রিলায়েন্স জিও এবং গুগল জেমিনির যৌথ উদ্যোগে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রায় দুশো পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। সঙ্গে ছিলেন স্কুলের শিক্ষকরা। আগামীদিনে শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে সেই বিষয়ে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রোজেক্টর স্ক্রিনে পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড উপস্থাপন করে জিও-র প্রতিনিধিদল। এই কর্মশালার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে নিজেরাও উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'আগামীদিনে গোটা পৃথিবী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরশীল হতে চলেছে। সেই জন্য বিদ্যালয় স্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের এর পাঠ দেওয়া জরুরি। সেই বিষয়ে বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল আজ। আগামীতে এআই-কে সঙ্গে নিয়ে যাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়, সেই বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই সচেষ্ট।'

উদ্ধার কিশোরী

শামুকতলা, ১৬ জানুয়ারি : প্রেমের টানে ঘরছাড়া এক কিশোরীকে উদ্ধারের পর চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের নির্দেশে একটি হোমে রাখার ব্যবস্থা করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে শামুকতলা থানা এলাকার একটি গ্রামে। দিন তিনেক আগে বাড়ি ছেড়েছিল ১৬ বছরের ওই কিশোরী। আশ্রয় নিয়েছিল পাশের গ্রামে প্রেমিকের বাড়িতে। ওই প্রেমিকও আবার নাবালক। দিন তিনেক পর ওই কিশোরী আচমকাই বাড়ি ফেরে। বাড়ির লোক তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বকাবকি করলে সে আবার ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

তখন স্থানীয়রা তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পেশ করে। কমিটির নির্দেশে তাকে একটি হোমে রাখা হয়েছে। কাউন্সেলিং চলছে। কিশোরীর পরিবার জানিয়েছে, সে বিয়ের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৯৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বরপেটা রোড স্টেশনে বিদ্যমান জলের সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য পুরোনো ওভারহেড ট্যাংকের পরিবর্তে নিউ আরসিসি ওভারহেড ট্যাংকের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: ১,৩৯,৯৫,২৯৪.৬০ টাকা; বায়নার অর্থ: ২,২০,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনের অধীন পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর ঃ পিএনইউ-১৩-২৫। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লটের জন্য):** ২০-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-টিওআই-৩৫-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	বরপেটা রোড স্টেশনের ২নং প্ল্যাটফর্মে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।
এএ/২	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএমএম-টিওআই-৭-২২-২ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	নিউ মিসামারি স্টেশনের "পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট" চুক্তির জন্য ০৩ বছরের মেয়াদের লাইসেন্স প্রদান।
এএ/৩	পিএনইউ-আরএনওয়াই-আরপিএএন-টিওআই-৫-২২-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	রাঙ্গাপাড়া উত্তর স্টেশনের "পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট" চুক্তির জন্য লাইসেন্স প্রদান।
এএ/৪	পিএনইউ-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-টিওআই-৬-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	গোয়ালপাড়া টাউন স্টেশনের "পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট" চুক্তির জন্য লাইসেন্স প্রদান।
এবি/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএইচএলএন-ডব্লিউআরএল-৩১-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	নাহারলাগুন স্টেশনে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, যেমন বহুমুখী স্টল এবং টুরিস্ট কিয়স্ক সহ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়েটিং রুমগুলির আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য এসি ওয়েটিং হল ব্যবস্থাপনা চুক্তি।
এবি/২	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-ডব্লিউআরএল-৩৩-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	লাইসেন্সধারীর খরচে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় ক্লোক রুম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৫ বছরের চুক্তি।
এবি/৩	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-ডব্লিউআরএল-১৪-২২-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	বরপেটা রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ অবস্থিত এসি ওয়েটিং রুমের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য ০৫ বছরের চুক্তি।

লট শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় ঃ ২০-০১-২০২৬ তারিখে ১৩:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M :- 8116082503.

•

শিলিগুড়ি নিজ এলাকায় কাজ করবার জন্য প্রচুর গার্ড চাই, বেতন 10000-12000 টাকা। (M) 8170837161, 9734396638. (C/119769)

•

সারদা বিদ্যামন্দির (উ. মা.), পুঁটিমারী বিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষক চাই। শিক্ষক- ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিত। যোগ্যতা-ন্যূনতম স্নাতকোত্তর, B.Ed আবশ্যক। কার্যালয়-যোগ্যতা বি.কম পাশ, কম্পিউটার জানা আবশ্যক। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। উপযুক্ত সাম্মানিক, পি.এফ ও ই.এস.আই.সি সুযোগ সুবিধা আছে। সম্পাদক, সারদা বিদ্যামন্দির পরিচালক সমিতি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারী, পোঃ বলরাম, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১৩৫। (C/119769)

আইসিএফ/এলএইচবি বগি ফ্রেম ও বোলস্টারের শট ব্লাস্টিং এবং পেইন্টিং

টেন্ডার নং: আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৯৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম:** ০৬ মাসের জন্য সি অ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপে বিআরএস সেকশনে স্থাপিত শট ব্লাস্টিং মেশিনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সাথে আইসিএফ/এলএইচবি বগি ফ্রেম ও বোলস্টারের শট ব্লাস্টিং এবং পেইন্টিংয়ের কাজ (শট, পেইন্টিং ইত্যাদি ব্যবহার্য সামগ্রী বাদে)। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৪৯,৯৫,০০০/- টাকা; **বায়নার মূল্য:** ৯৯,৯০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/সিঅ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ/ নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এফআইবিএ ইত্যাদির জন্য পাইপিং এবং ক্ল্যাম্পিং ডায়াগ্রাম লেআউটের মানসম্মতকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিবিআরডব্লিউএস-এনআইটি-৪৪-২০২৫-২৬; তারিখ: ০৮-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম :** ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের সমস্ত এলএইচবি কোচে এফআইবিএ, এয়ার স্প্রিং এবং এয়ার সাসপেনশন নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামের জন্য পাইপিং এবং ক্ল্যাম্পিং ডায়াগ্রাম লেআউটের মানকীকরণ এবং এফআইবিএ ডিভাইসের আগে বিপি লাইনে একটি অতিরিক্ত ডার্ট কালেক্টর স্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৬১,৮৭,৬৯৪.৮০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,২৩,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ৩১-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায় এবং খোলা ১২:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি ৩১-০১-২০২৬ তারিখ ১২:০০ টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং. ঃ টিএসকে/ইএনজিজি/০৩ অফ ২০২৬, তারিখ ঃ ০৬-০১-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; আইটেম নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে - অর্কিপাথার-ডোভাম্পট্রির মধ্যে যথাক্রমে ৪০৪-৫/৬ কিমি এবং ৪০০/৯-৪০১/০ কিমি অবস্থানে অননুমোদিত স্থানে ০১টি আরইউবি নির্মাণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৫৫,৩৮,০৮৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৬,৭৭,৭০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলার** সময় ১৬:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-০১-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হারানো/প্রাপ্তি

I, Sajal Roy, son of Santosh Chandra Roy, residing at pangasaheb bari, bahadur, PO - Pangasahebbari, Dist - Jalpaiguri, West Bengal - 735121 lost my original deed being no I-2775 of the year 2009. If anyone found this deed, kindly contact this number 8670659733. (C/120023)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20150969301 আমার নাম এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 05-01-26 J.M. (1st Class) 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Hafijul Hoque এবং Hafijul Haque, পিতা Jamiruddin Miya এবং Jamiruddin Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার এবং পিতার পুরো এবং শুভ নাম Hafijul Hoque S/o Jamiruddin Miya সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পো: ডি. কে. ডি. বস, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/118997)

•

আমি Vadi Mandal, W/o Late Gajen Mandal, গ্রাম-সেয়াই, পোঃ খানপুর, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে যার Sl No. 510, Part No-123, Voter No:- WB/06/037/366043, 37 নং কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের আমার নাম Kesh Mandal থাকায় গত 13/01/26 তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর -এ বালুরঘাট নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Kesh Mandal থেকে Vadi Mandal করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120039)

•

আমি Sushama Dasgupta, W/o Late Harish Chandra Dasgupta, গ্রাম - আমজামতলা, পো - মকদুমপুর, থানা - ইংরেজবাজার, জেলা - মালদা, পিন - 732103, প: ব: আমার Rural Household Summary, 2011 সালের তালিকায় আমার নাম, স্বামীর নাম ও আমার শ্বশুর মশাইয়ের নাম ভুল থাকায় গত 15/01/26 তারিখে মালদা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Susmadas Gupta থেকে Sushama Dasgupta এক ও অভিন্ন ও স্বামী Harish Chandra Gupta থেকে Harish Chandra Dasgupta এক ও অভিন্ন ও শ্বশুরমশাই Dukhiram Gupta থেকে Dukhiram Dasgupta করা হইল, যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120040)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৮৩৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৮৩৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

TENDER NOTICE

NIT No:105 fund: SDRF is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 22/01/2026. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারের কাজে আজ বেহিসেবি খরচ হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। বৃষ : রাস্তায় খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। উচ্চশিক্ষায় অর্থ সংক্রান্ত বাধা কাটবে। মিথুন : ঘরের কথা বন্ধুকে বলে বিপদে পড়তে হতে পারে। অফিসের কোনও কর্তার দ্বারা অপমানিত হতে পারেন। কর্কট : আজ খুব বুঝেশুনে কথা বলুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাদ দিলেই ভালো। সিংহ : কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কন্যা : অত্যধিক বিলাসিতার কারণে প্রচুর অর্থব্যয়। কাউকে ভালো উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : ব্যবসায় বুঝেশুনে লগ্নি করাই ভালো। কর্মক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীরা আজ বেশি সক্রিয় হবে। বৃশ্চিক : সম্পত্তির ভাগ নিয়ে আইনি লড়াইয়ে জয়ী হবেন। আজ ভালো উপহার পেতে পারেন। ধনু : দাম্পত্যের সমস্যা মিটবে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার খুব সাবধানে করুন। মকর : আধ্যাত্মিক আলোচনায় শান্তি পাবেন। বাড়ি সংস্কারে প্রচুর অর্থব্যয়। কুম্ভ : টাকাপয়সা নিয়ে পারিবারিক ঝামেলা মিটে যেতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা চলবে। মীন : আজ সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটবে। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ পৌষ, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ৩ মাঘ, সংবৎ ১৪ মাঘ বদি, ২৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৯। শনিবার, চতুর্দশী রাত্রি ১২।১৫। মূলানক্ষণ দিবা ৮।৫৫। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ১০।২৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।২৮ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ১২।১৫ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৮।৫৫ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতিবার ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১২।১৫ মধ্যে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।৪৬ মধ্যে ও ১।৮ গতে ২।২৮ মধ্যে ও ৩।৪৯ গতে ৫।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৯ মধ্যে ও ৪।৪৬ গতে ৬।২৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১০।১২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩৯ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১০।২৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৫৮ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৮ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১৬ গতে ১।৫৮ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৪।৩৩ মধ্যে।

অপলকে।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শুনানি আবহে চড়ছে পারদ

ভোটারদের 'উসকানি' বুলবুলের

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৬ জানুয়ারি : রাজ্যজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি পর্ব চলছে। আর এনিয়ে দিকে দিকে উত্তেজনা অব্যাহত। শুক্রবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রেল রোকো অভিযান করতে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ উঠল প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের বিরুদ্ধে। এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনেই বুলবুল দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে 'জানোয়ার' বলে আক্রমণ করেন। এছাড়া হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা এলাকাতে প্রায় এক লক্ষ লোকের নামে নোটিশ আসা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কমিশনকে আক্রমণ শানাতে ছাড়েননি রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেনও। এদিকে, শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী হাইস্কুলে শুনানির জন্য আসা সাধারণ মানুষ প্রায় এক ঘণ্টার জন্য শুনানি বন্ধ করে দেন।

চলতি সপ্তাহ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার দুটি ব্লকে বিভিন্ন সমস্যায় গণ্ডগোল লেগেই থাকছে। তার মধ্যে বুলবুলের মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্ক তৈরি করল বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকে ভিড়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলাও খবর পেয়ে আইসি মনোজিৎ সরকারের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। খবর পেয়ে বুলবুলও সেখানে পৌঁছোন। ভোটারদের কাছে গিয়ে এসআইআর-এর প্রতিবাদে রেল অবরোধ করে আন্দোলনে নামার নিদান দেন। এনিয়ে বিজেপির অভিযোগ, সরকারের সম্পত্তির ক্ষতি করার জন্য তৃণমূল ইচ্ছাকৃত উসকানি দিচ্ছে। বুলবুলের কথায়, 'গ্রামের মানুষজনকে অযথা হয়রানি করছে কমিশন। বাবার নাম রয়েছে অথচ ছেলে নাকি অবৈধ ভোটার। জ্ঞানেশ কুমার যা করছেন তা জানোয়ারেরও অধম। তাই আমরা কেন্দ্র এবং তার কমিশনের চক্রান্ত রুখতে পশ্চিমবঙ্গে রেল রোকো আন্দোলনে নামব বলেছি। আমি কোনও উসকানি দিইনি, আবেদন জানিয়েছি।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপি উত্তর মালদা জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল পালটা জানান, যে দলের সুপ্রিমো উসকানি দিয়ে বেড়ান, তাঁদের চ্যালাচামুণ্ডাদের কাছ থেকে এ ধরনের মন্তব্য ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না। অন্যদিকে তজমুলের দাবি, বিজেপির সঙ্গে চক্রান্ত করে এলাকায় প্রায় ৮৫ হাজার বৈধ ভোটারের নাম কাটার ষড়যন্ত্র করেছে। এদিকে, প্রতিদিন শুনানির জেরে হরিশ্চন্দ্রপুরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতে বাড়ছে যানজট।

শুনানিকেন্দ্রে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন বুলবুল খান। শুক্রবার।

অন্যদিকে, বংশীহারী হাইস্কুলে উপস্থিত আবেদনকারীদের অভিযোগ ছিল, তাঁরা যা নথি জমা দিয়েছেন সেগুলির কপিতে প্রাপ্তিস্বীকার করে কমিশনের সিল ও আধিকারিকদের সই থাকতে হবে। এই দাবিতে শুনানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে আধিকারিকদের স্পষ্ট বক্তব্য, এমন কোনও নির্দেশিকা নেই। পরে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও বংশীহারী থানার আইসি বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। মালদার চাঁচলে আবার শুক্রবার বিকেলে এক বিএলও-কে মারধরের অভিযোগ ওঠে। তাঁর প্রতিবাদে ইআরও-র কাছে নিরাপত্তা চেয়ে গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র পেশ করলেন বিএলও-রা। বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৬ নম্বর ডহুচি এমএসকে বুথের বিএলও নাথানিয়াল মুর্মু জানান, নোটিশ বিলির সময় মোস্তাফিজুর রহমান নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁকে হুমকি দেয় এবং মারধর করে। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ইআরও শান্তনু কর্মকারের কাছে লিখিত আবেদন করা হয়েছে।

পাশাপাশি এসআইআর শুনানির নামে মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে পথে নেমেছে কংগ্রেস ও সিপিএম।

শুক্রবার হরিরামপুর ব্লকের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এলাকার বিডিও অত্রী চক্রবর্তীকে। মালদার রতুয়া-১'র বিডিও সুব্রত বাউলকে স্মারকলিপি দিয়েছে সিপিএম। পাশাপাশি বিক্ষোভ সভাও হয়েছে।

অন্যদিকে, একই ইস্যুতে বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরীকে স্মারকলিপি দিয়েছে সিপিএমের করণদিঘি এরিয়া কমিটি। রসাখোয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এসআইআর-এ মৃত বলে চিহ্নিত গোপাল নাথ এদিন উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের সেই কর্মসূচিতে।

মহিলার মৃত্যুতে ফের বিতর্কে এসআইআর

পুরাতন মালদা, ১৬ জানুয়ারি : পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামঞ্চ গ্রামে এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় এসআইআর-এর নাম জড়িয়েছে। মৃত সেই মহিলার নাম বানোতি মণ্ডল (৫০)। পরিবারের দাবি, এসআইআর-এর জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র না থাকায় আতঙ্কে কীটনাশক খেয়ে 'আত্মঘাতী' হয়েছেন তিনি।

বানোতির স্বামী সোমেশ রাজবংশী বলেন, 'স্ত্রী নিজের ঠাকুরদার নাম দিয়ে ফর্ম ফিলআপ করেছিল। কিন্তু বিএলও বলেছিলেন, জমির কোনও নথিপত্রের প্রয়োজন পড়তে পারে। তা নিয়ে স্ত্রী

কামঞ্চ গ্রাম

চিন্তিত ছিল। তবে এখনও ওকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়নি। চারদিকে যে হারে খবর ছড়াচ্ছিল তা থেকেই স্ত্রী আতঙ্কে ভুগছিল। সেই আতঙ্ক থেকেই গত মঙ্গলবার বিষপান করে।'

পারিবারিক সূত্রে খবর, বানোতির জন্মের আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। আর যখন তাঁর তিন বছর বয়স ছিল, তখন মায়ের মৃত্যু হয়। তাই তাঁর নথিপত্র ঠিক ছিল না। সম্প্রতি নথিপত্রের সন্ধানে তিনি এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছিলেন। লাভ হয়নি। নথিপত্র না পাওয়া নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যও হয়। ঘটনার দিন স্বামী সোমেশ বাড়ি ছিলেন না। বাড়িতে একাই ছিলেন বানোতি। তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয়রা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। এটি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা। তবে এব্যাপারে কোনও লিখিত অভিযোগ এখনও পুলিশের কাছে আসেনি।

বংশীহারী বিডিও অফিসে অভিষেক শুক্লা। (ডানদিকে)

'ছাড়' পেলেন না ইআরও

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৬ জানুয়ারি : এসআইআর প্রক্রিয়ায় এবার শুনানির ডাক পেলেন খোদ ৪২ নম্বর হরিরামপুর বিধানসভার ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার তথা গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা। নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুদায়িত্বে থাকা একজন শীর্ষ আধিকারিক হয়েও অভিষেককে এভাবে শুনানিতে ডাকায় প্রশাসনিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানির অংশ হিসেবে শুক্রবার দুপুরে নিজের দপ্তর থেকে অভিষেক বংশীহারী বিডিও অফিসে ছুটে যান। অন্যান্য আবেদনকারীদের মতো তিনিও নিজের প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেন। তারপর ফের নিজের দপ্তরে ফিরে আসেন। এদিকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় তিনি নিজেই ইআরও।

অভিষেক শুক্লা ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঙ্গারামপুর মহকুমার শাসক পদে যোগদান করেন। তিনি আদতে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ এলাকার বাসিন্দা। চাকরিসূত্রে তিনি বুনিয়াদপুর চার নম্বর ওয়ার্ডের সরকারি বাংলোতে বসবাস করছেন। দীর্ঘদিন এই মহকুমায় থাকতে হবে ভেবে মহকুমা শাসক নিজের ভোটার কার্ড উত্তরপ্রদেশ থেকে স্থানান্তরিত করে বুনিয়াদপুরে আনেন। বর্তমানে তিনি বংশীহারী ব্লকের ১৮৩ নম্বর পার্টের বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের ভোটার হিসেবে নথিভুক্ত। এসআইআর প্রক্রিয়ায় সেই স্থানান্তর সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। নিয়ম মেনেই তিনি পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েছেন।

এনিয়ে মহকুমা শাসক ফোনে বলেন, 'আমি বর্তমানে বুনিয়াদপুর এলাকারই ভোটার। তবে আগে উত্তরপ্রদেশে নিজের পুরোনো এলাকার ভোটার তালিকায় আমার নাম ছিল। পরে তা স্থানান্তর করা হয়। তার জেরেই আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। শুনানিকেন্দ্রে গিয়ে আমি আমার যাবতীয় নথি নিয়মমাফিক দিয়ে এসেছি।' এদিকে, একজন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার নিজে এসআইআর-এর শুনানিতে অংশগ্রহণ করে নথি জমা দেওয়ায় নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বাড়বে বলে প্রশাসনিক মহলের মত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জট কাটার আশা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি : অবশেষে বন্ধ ফাইলের ফিতের ফাঁস খুলেছে। দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্ট্যাটিউট বা নিজস্ব নিয়মবিধির অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্যপাল। আর এতেই বাকিগুলোর মতো দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও কর্মী নিয়োগ থেকে শুরু করে যাবতীয় জট কেটে যাবে বলে আশা শিক্ষানুরাগী মহলের। স্ট্যাটিউট অনুমোদন পেতে গত ডিসেম্বর মাসে জোট বাধে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। ফাইল নাকি আটকে ছিল রাজ্যপালের কাছে। তাই স্ট্যাটিউটের অনুমোদন পেতে মরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা একযোগে এবারে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। এর পরেই ১৫ জানুয়ারি রাজ্যপাল ওই স্ট্যাটিউটগুলির অনুমোদন দেন। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে চিঠি পেলেই প্রক্রিয়া বাস্তবে রূপ নেবে।

২০১৮ সালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা হয়। তার তিন বছর পর উপাচার্য নিয়োগ করা হয় ও পঠনপাঠন শুরু হয়। কিন্তু অভিযোগ, অনুমোদনের সাত বছর পরে এখনও তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়নি। রাজ্যের প্রায় নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়েরও একই সমস্যা। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্ট্যাটিউটই এতদিন অনুমোদিত হয়নি। এই অবস্থায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন থমকে যায়। স্ট্যাটিউট হল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইনকানুন। যেটা তৈরি না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকানুন তৈরি হয় না। এটা গঠনের পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এগজিকিউটিভ কাউন্সেলিং বডি তৈরি হয়। স্নাতকোত্তর বিভিন্ন বিষয় দেখার জন্য বোর্ড অফ স্টাডিজ তৈরি হয়। বোর্ড অফ স্টাডিজকে নিয়ন্ত্রণ করে ফ্যাকাল্টি কাউন্সেলিং (অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল)।

অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্ট্যাটিউট না থাকায় এইসব তো হয়ইনি, সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কর্মী নিয়োগের জন্য পদই তৈরি করা যায়নি। পৃথক পৃথকভাবে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে বারবার চিঠি দিয়েও এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। তাই গত ডিসেম্বরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা এক জায়গায় হতেই, স্ট্যাটিউট অনুমোদনের দাবি নিয়ে একযোগে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল তথা আচার্য ডঃ সিভি আনন্দ বোস আনুষ্ঠানিকভাবে স্ট্যাটিউটের অনুমোদন দিয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও

- স্ট্যাটিউট হল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুন, যেটা না হলে নিজস্ব নিয়মকানুন তৈরি হয় না
- এটা গঠনের পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এগজিকিউটিভ কাউন্সেলিং বডি তৈরি হয়
- এতদিন স্ট্যাটিউট না থাকায় এইসবের সঙ্গে কর্মী নিয়োগ করাও সম্ভব হয়নি

যারা স্ট্যাটিউট অনুমোদন পেয়েছে, তারা হল- কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মহাত্মা গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়গ্রামের সিধো-কানহো রামচন্দ্র মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রণব ঘোষ বলেন, 'নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্ট্যাটিউট অপরিহার্য। এর মাধ্যমেই প্রশাসনিক পরিকাঠামো, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফিন্যান্স কমিটি, এগজিকিউটিভ কাউন্সিল, পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলি নির্ধারিত হয়।'

হয়রানি

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : এসআইআর-এ শুনানির জন্য প্রয়োজনীয় নথি নিতে পঞ্চায়েতে এসে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে উপভোক্তাকে। শুক্রবার এই অভিযোগকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মহীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। হাজিপাড়ার বাসিন্দা মুক্তার আলম বলেন, '২০১১ সালের জনগণনার সার্টিফিকেটের জন্য ৩৪০ টাকা চৌকিদারি ট্যাক্স দিয়েছি। এরপরেও আমাকে নথি দেওয়া হয়নি। বারবার ঘোরানো হচ্ছে। এনিয়ে বিজেপির প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সাধুচরণ সরকার বলেন, 'এলাকার প্রায় চার হাজারের বেশি মানুষকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহের জন্য মানুষ পঞ্চায়েতে এসে ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছেন না। সবাইকে চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। ওয়ারিশান কিংবা ইনকাম সার্টিফিকেটের জন্যও অতিরিক্ত ৫০০ কিংবা ১০০০ টাকা দিতে হচ্ছে।' তবে পঞ্চায়েত প্রধান দীপক বর্মনের দাবি, বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত বলে সিপিএম ও তৃণমূল মিথ্যা অভিযোগ করছে। প্রতিদিন যাবতীয় নথি দেওয়া হচ্ছে। চৌকিদারি ট্যাক্স সংগ্রহের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

বিক্ষোভ

কুমারগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের জেরে সংকটে পড়েছেন কুমারগঞ্জ ব্লকের ধাদলপাড়া এলাকার এক বৃদ্ধ বিশান হেমব্রম। অভিযোগ, প্রায় এক লক্ষ টাকা মেটাতে তিনি নিজের কিছু জমি বিক্রি এবং লিজ দিতে বাধ্য হন। ঘটনার প্রতিবাদে আজ শুক্রবার বিজেপি প্রভাবিত আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে কুমারগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে। দুপুরে বহু আদিবাসী বিজেপি কর্মী-সমর্থক দলীয় পতাকা নিয়ে জমায়েত হন। বিজেপির আদিবাসী নেতা সুশীল মার্ডির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : হ্যাচারির জলে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে এমন অভিযোগ তুলে শুক্রবার কৃষকরা উত্তর দিনাজপুর জেলা মৎস্য ও কৃষি দপ্তরে স্মারকলিপি দিলেন। রায়গঞ্জ ব্লকের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তাহেরপুর নোয়াপাড়া এলাকায় প্রায় ৩০০ বিঘা জমির ফসল হ্যাচারির জলে নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ। হ্যাচারির জল চাষের জমিতে ছড়িয়ে পড়ে বলে দাবি কৃষকদের। এদিনের স্মারকলিপি কর্মসূচিতে ছিলেন নগেন বর্মন, সুভাষ বর্মন, কিরণ বর্মন সহ এলাকার বহু কৃষক। সুভাষের অভিযোগ, 'প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।' মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা অভ্র চক্রবর্তী এবং যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ত্রিরত্ন রাই বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও স্থানীয় বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভবানন্দ বর্মন অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে চাননি।

আহতের মৃত্যু

কুমারগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর আহতের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কুমারগঞ্জ ব্লকের পিরোজপুর এলাকার বছর চৌত্রিশের সঞ্জয় মাহাতো নামে ওই ব্যক্তি গত ৯ জানুয়ারি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। শুক্রবার ময়নাতদন্ত শেষে তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বাজেট অধিবেশন ঘিরে উত্তেজনা

আজাদ

মানিকচক, ১৬ জানুয়ারি : বাকবিতণ্ডার জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ অধিবেশন। সভাকক্ষের ভেতরেই তর্কে জড়াল শাসক এবং বিরোধী শিবির। এমনকি, ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পাশ করার ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন পঞ্চায়েত সমিতির ১৪ জন বিরোধী সদস্য। তাঁদের অভিযোগ, গত আড়াই বছর ধরে উন্নয়নে লাগাতার বঞ্চনা চলেছে। বাকবিতণ্ডা এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পরিস্থিতি হয়। শেষমেশ বিডিও অনুপ চক্রবর্তীর আশ্বাসে ২৮ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৭০০ টাকার বাজেট পাশ হয়। স্বাক্ষর করেন বিরোধীরা।

মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির ৩২টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসন আছে তৃণমূলের দখলে। বিজেপি ১১টি, কংগ্রেস দুটি ও সিপিএমের দখলে একটি আসন আছে। বিরোধী ১৪ সদস্যের অভিযোগ, গত আড়াই বছর তাঁদের এলাকায় সব রকম উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ। অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানে কাজে বরাদ্দ ধরা হলেও তাঁদের এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় না। কাজ হয় শুধু শাসকদলের সদস্যদের এলাকায়। এমনকি, পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিলের হিসেব বিরোধীদের দেখানো হয় না। তাছাড়া মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ১১টি ফেরিঘাট রয়েছে। গত দু'বছর কোনওরকম টেন্ডার ছাড়া, পারাপারের স্বত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সমিতির আওতাধীন দোকানঘরগুলির ভাড়ার টাকা কোন খাতে খরচ হয়, তাও জানা নেই বিরোধীদের। তাছাড়া

মানিকচক

আরও অভিযোগ, সমিতির তহবিল থেকে প্রতিমাসে মোটা অঙ্কের টাকা সভাপতি পিংকি মণ্ডলের গাড়ির ভাড়া বাবদ খরচ হয়। ভবিষ্যতে বিরোধীদের জানিয়ে সমিতির কাজ পরিচালনা হবে এবং সব এলাকায় উন্নয়ন হবে আশ্বাস পেয়ে বিলে সই করেন বিরোধীরা।

সমিতির বিজেপি সদস্য পল্লবী মণ্ডল বলেন, 'আমরা আড়াই বছর ধরে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। অন্ধকারে রেখে পঞ্চায়েত সমিতির কাজ করছেন সভাপতি। তাই আমরা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলাম।।

তবে বাকবিতণ্ডার বিষয় মানতে নারাজ মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি। তাঁর দাবি, 'সবার সম্মতিতে বাজেট পাশ হয়েছে।'

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

করণদিঘি, ১৬ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বৃহস্পতিবার করণদিঘির বিডিও অফিসে এসআইআর-এর জন্য মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। তৃণমূলের জেলা কমিটির সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের নির্দেশে ওই কর্মসূচি বাতিল করা হয়। এরপর তৃণমূলের জেলা কমিটির সহ সভাপতি শেখ সামসুল হক সমাজমাধ্যমে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সামসুল লেখেন, 'করণদিঘি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতার ষড়যন্ত্রের কারণে, দলের নির্দেশ মেনে মিছিল স্থগিত রাখলাম।'

এই বিষয়ে জানতে চেয়ে বিধায়ক গৌতম পালকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তৃণমূলের করণদিঘি ব্লক কমিটির সভাপতি সুভাষ সিনহাও এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। মিছিল বাতিল প্রসঙ্গে কানাইয়া বলেন, 'এসআইআর নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে বলেই বিক্ষোভ কর্মসূচি বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। দলে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। সকলেই দলের সৈনিক।'

আগুন

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি : আত্রেয়ী নদীবাঁধ সংলগ্ন একটি জমিতে আগুন লেগে যাওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছাড়াল। ওই জমিতে থাকা বেশ কিছু গাছ পুড়ে গিয়েছে। যদিও দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট শহরের চকভৃগু এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত নামে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

জমির মালিকপক্ষের হয়ে অলিভিয়া দাস বলেন, 'কে এই আগুন লাগিয়েছে তা আমরা বলতে পারছি না। তবে গতকাল কিছু বালি ব্যবসায়ীর সঙ্গে এই জমিতে বালি রাখা নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল আমাদের। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে তদন্তের আর্জি জানিয়েছি।'

অস্ত্র সহ ধৃত ১

মোথাবাড়ি, ১৬ জানুয়ারি : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোরে মেহেরাপুর স্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম বেসাদ মোমিন (৪০)। বাড়ি মোথাবাড়ির বাবলা কমলপুরে। ধৃতকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন মালদা জেলা আদালতের বিচারক।

ভূতের মেলায় হটকেক মুড়ি-আলুর দম

রাহুল দেব

ইন্দ্রান, ১৬ জানুয়ারি : 'হাজার ভূতের রাজার দয়া মোদেরই উপর'- শুধু গুপী-বাঘা কেন, এই ভূতেদের দয়া থেকে বঞ্চিত হননি ইন্দ্রানবাসী থেকে শুরু করে প্রতিবেশী রাজ্যের মানুষও। জনশ্রুতি আছে, ষাট বছর আগে নাকি ইন্দ্রানের এই মেলায় ভূতের দেখা মিলেছিল তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে। সেই থেকে এই মেলা ভূতের মেলা নামেই পরিচিত।

যদিও এই মেলায় ভূতের রাজা দেখা দিয়ে 'মন্ডামিঠাই সারি সারি'র লোভ না দেখালেও মুড়ি আর আলুর দমই যে এখানকার মূল আকর্ষণ একথা 'প্রাক্তন মানুষ' থেকে বর্তমান সকলেই জানেন। মেলা উপভোগ করার পাশাপাশি এই মুড়ি-আলুর দমের টানে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, এমনকি পার্শ্ববর্তী বিহার থেকেও প্রতিদিন রাত একটা পর্যন্ত চলতে থাকা এই মেলায় হাজারো মানুষের ঢল নামছে।

মেলার বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেল বিক্রেতারা বসেছেন হাঁড়িভর্তি সুস্বাদু আলুর দম নিয়ে। পাশে রয়েছে বস্তাবোঝাই মুড়ি। ক্রেতারা গিয়ে চাইতেই মুড়ি, আলুর দম (সঙ্গে শুকনো ঘুগনি ও আচার সহযোগে) ভালো করে মাখিয়ে বিক্রি করছেন বিক্রেতারা। দশ টাকা ও কুড়ি টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এই লোভনীয় স্বাদের মেলবন্ধন।

মেলায় উপস্থিত রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'অনেক বছর ধরে এই ভূতের মেলার নাম শুনেছি। এবছর প্রথম এলাম। মন ভরে মুড়ি-আলুর দম খেয়ে এককথায় অভিভূত হয়ে গিয়েছি।'

একই তৃপ্তি নিয়ে শিক্ষক বিপ্লব দাস বলেন, 'পরিবার নিয়ে মেলা ঘুরে অনেক কেনাকাটার পাশাপাশি সবশেষে মুড়ি, আলুর দম না খেয়ে বাড়ি ফিরলে মেলা ঘোরাটাই বৃথা হত।'

কোনও ক্রেতা আবার বাড়িতে না খেয়ে এসে রীতিমতো পরিবার নিয়ে ফাঁকা জায়গায় বসে মুড়ি ও আলুর দমকেই বেছে নিয়েছেন জলখাবার হিসেবে।

বাপি সাহা নামের এক মুড়ি-আলুর দম বিক্রেতার কথায়, 'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর বিক্রি হয়। আলুর দম শেষ হলেও মুড়ি রয়ে যায়। আবার বাড়ি থেকে আলুর দম পাঠানো হয়। তখন ফের বিক্রি শুরু।'

দেড়শো বছর ধরে ইটাহার ব্লকের সুরুন-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ইন্দ্রানে অনুষ্ঠিত হয় এই মেলা। ১ মাঘ থেকে তিনদিন ধরে চলা এই মেলায় থাকে রকমারি দোকানের পসরা। মূলত গঙ্গাকে উদ্দেশ্য করেই এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণের পাশ দিয়ে বয়ে চলা সুঁই নদীতে স্নানপর্ব চলে। স্নান সেরেই পার্শ্ববর্তী মন্দিরে পুজো দেন ভক্তরা। মেলা প্রাঙ্গণের একপাশে রয়েছে শ্মশান। এক প্রান্তে চলে শ্মশানকালীর পুজোও।

মেলার ঠিক মাঝখানে মাশান দেবতাকে (মহাদেবের একটি রূপ) লাল কাপড়ে মুড়িয়ে বসে রয়েছেন হুলিয়া শর্মা। তিনি বলেন, 'ভক্তরা মহাদেবকে পুজো দিচ্ছেন। তারপর যে যেমন পারছেন মহাদেবের সামনে দক্ষিণা দিয়ে চলে যাচ্ছেন।'

> পরিবার নিয়ে মেলা ঘুরে অনেক কেনাকাটার পাশাপাশি সবশেষে মুড়ি, আলুর দম না খেয়ে বাড়ি ফিরলে মেলা ঘোরাটাই বৃথা হত।
>
> **বিপ্লব দাস**
> *শিক্ষক*

ইন্দ্রানের মেলার বিখ্যাত মুড়ি, আলুর দম খেতে বসেছেন মহিলারা।

West Bengal Forest Development Corporation Limited
Kalimpong Forest Corporation Division
Ringkingpong Road, Kalimpong-734301

Corrigendum for Date Extension

Work Description : Supply, Loading, Unloading, Installation fitting and fixing of 25 KVA 3 Phase Silent Generator set and Cable connection, Earthing, Accessories etc. for use in Mongpong Nature Resort under Divisional Manager, Kalimpong Forest Corporation Division.

NIT No.	Tender ID No.	Particulars	Original Date & Time	Revised Date & Time
E-03/KPGD/25-26	2025_FDCL_981407_1	Bid Submission End Date	16.01.2026 at 01.00 PM	27.01.2026 at 01.00 PM
		Technical Bid opening Date	19.01.2026 at 01.00 PM	29.01.2026 at 01.00 PM

Details of NIT's can be seen at www.wbtenders.gov.in and www.wbfcd.com

Sd/- Divisional Manager
Kalimpong Forest Corporation Division

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা ডিভিশনের গোড্ডা (জিওডিএ) এবং কহলগাঁও (সিএলজি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। ● অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-০৩-২০২৬। ● অকশন শুরু ঃ ৩০.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। যথাক্রমে ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশন ঃ (১) পিএনইউ-এমএলডিটি-জিওডিএ-টিওআই-৩৩-২৬-১; গোড্ডা। (২) পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি-টিওআই-৩৬-২৬-১; কহলগাঁও। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-297/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Great Eastern™
We serve you best

Great Eastern
PRESENTS
Cost to Cost
OFFER

CASH BACK Upto 30000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI
1 EMI OFF*
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE*

BAJAJ FINSERV
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank

Whirlpool LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC

ONIDA — 1.5 Ton - Inverter ₹ 24990*
Godrej — 1.5 Ton - Inverter ₹ 26490*
VOLTAS — 1.5 Ton - Inverter ₹ 27990*
Haier — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28490*
Panasonic — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28990*
Carrier — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30990*
MITSUBISHI ELECTRIC — 1.5 Ton - Inverter ₹ 29990*

ONIDA — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 28990*
Godrej — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 30490*
VOLTAS — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 33990*
Haier — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 34990*
Panasonic — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990*
Carrier — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 34990*
MITSUBISHI ELECTRIC — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 33990*

LLOYD — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28990*
BLUE STAR — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30990*
LG — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30990*
HITACHI — 1.5 Ton - Inverter ₹ 32490*
SAMSUNG — 1.5 Ton - Inverter ₹ 30490*
IFB — 1.5 Ton - Inverter ₹ 28990*
Whirlpool — 1.5 Ton - Inverter ₹ 27990*

LLOYD — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990*
BLUE STAR — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 36990*
LG — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 38490*
HITACHI — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 36490*
SAMSUNG — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 37990*
IFB — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35490*
Whirlpool — 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 30990*

*All Prices are after Cashback & Exchange

SAMSUNG — Galaxy S25 Ultra
A17 5G (6/128) Cost Price 17999*
S 25Ultra(12/256) Cost Price 122490* 10000/- Cashback on UPI

Apple 17 (128) Cost Price 82900* 4000/- Cashback
Apple 17 Pro (256) Cost Price 134900* 4000/- Cashback

vivo
V60 (8/256) Cost Price 38999* 3000/- Cashback on UPI
X 300 (12/256) Cost Price 75999* 10% Cashback

MI 15C (6/128) Cost Price 12499*
Note 15 (8/128) Cost Price 22999* 3000/- Cashback

realme
15Y 5G (8/128) Cost Price 19499* 1000/- Cashback
16Pro 5G (8/256) Cost Price 33999* 3000/- Cashback

oppo
A6 Pro (8/128) Cost Price 21999* 2000/- Cashback
Reno15 (8/256) Cost Price 45999* 10% Cashback

Haier BLUE STAR VOLTAS Godrej
DEEP FREEZER
Starting From ₹ 15990

LG IFB Haier Godrej Panasonic
MICROWAVE
Starting From ₹ 5990

KENSTAR BAJAJ USHA PHILIPS Sunflame HAVELLS
MIXER GRINDER
Starting From ₹ 1490

Great Eastern™
We serve you best

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

QLED 100
144Hz with AI Center Max
Dolby Vision IQ & Dolby Atmos
₹ 2,44,990

75 QLED
₹ 55,990

65 QLED
₹ 40,990

55 4K GOOGLE TV
₹ 25,990

43 QLED
₹ 22,490

43 GOOGLE TV
₹ 15,990

32 QLED
₹ 11,990

32 GOOGLE TV
₹ 9,990

32 SMART
₹ 7,990

24
₹ 5,990

Whirlpool 184 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 13990*

188 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 14490*

IFB 187 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 14990*

Haier 185 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 15490*

Godrej 184 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 15490*

LG 185 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 15690*

BOSCH 207 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 18990*

Godrej 238 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 21490*

IFB 243 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 21990*

LG 242 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 22990*

Haier 240 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 23490*

Whirlpool 235 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 23990*

LG 308 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 28990*

BOSCH 269 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 29990*

Haier 300 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 30490*

Godrej 330 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 33990*

LG 408 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 37990*

Godrej 472 L

FREE PHILIPS MIXER GRINDER
COST PRICE ₹ 47490*

Haier 596 L

FREE MICROWAVE
COST PRICE ₹ 64190*

Godrej 600 L

FREE MICROWAVE
COST PRICE ₹ 71190*

LG 650 L

FREE MICROWAVE
COST PRICE ₹ 75190*

Haier 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 15290*

Godrej 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 15990*

Godrej 7.5 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 17990*

BOSCH 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 18490*

LG 8 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 18690*

LG 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 21490*

IFB 6.5 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 21990*

IFB 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 25490*

8.5 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 25990*

BOSCH 10 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 30990*

Haier 6 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 24490*

LG 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 26990*

Godrej 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 26990*

Whirlpool 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 26990*

7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 28990*

IFB 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 32490*

LG 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 32990*

BOSCH 7 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 34590*

IFB 9 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 36490*

LG 13 KG

FREE IRON
COST PRICE ₹ 56490*

KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS hindware

WATER HEATER
Starting Price
₹ 2190*

PHILIPS

INDUCTION
₹ 2090*

HAVELLS

MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD
₹ 2090*

BAJAJ

MIXER GRINDER (3 JAR) + IRON
₹ 2290*

PHILIPS

MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD
₹ 2390*

KENSTAR

MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER
₹ 2790*

HAVELLS

AIR FRYER
₹ 2990*

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257

BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100

RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028

MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029

BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660

JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859

S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025

COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240

DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - **8240823718**

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI

ds.

*Condition Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock lasts. *Price includes cash back and exchange offer. *Offer applicable on selected Models and Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

নমোনামা...

উদ্বোধনের আগে সেজে উঠেছে মালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। শুক্রবার।

বন্দে ভারত দেখতে ওপচানো ভিড়

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : বারবার বাঁশি বাজিয়েও সামলানো যাচ্ছে না উৎসাহী জনতাকে। স্লিপার বন্দে ভারতের রেক দেখতে শুক্রবার সন্ধ্যায় মালদা টাউন স্টেশনে যেন অষ্টমীর ঠাকুর দেখার মতো ভিড়। আর সেই সেলফি তোলা আর ভ্লগ বানানোর হিড়িক সামলাতে নাজেহাল আরপিএফ।

রেক তো এসে গিয়েছিল বৃহস্পতিবার রাতেই। তারপর শুক্রবার কারশেডে নিয়ে গিয়ে ধুয়েমুছে সাফ করে বিকেলের দিকে তা নিয়ে আসা হয় মালদা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। সন্ধ্যায় প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখা গেল সেখানেই দফায় দফায় ভিড় জমাচ্ছে উৎসাহী জনতা। আরপিএফ কর্মী থেকে কর্তারা লাগাতার বাঁশি বাজিয়ে জনতাকে দূরে সরানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু মানুষের উৎসাহের কাছে তা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। ভিড় দেখে মাঝেমধ্যে রেগেও যাচ্ছেন উপস্থিত রেলকর্তারা। কারণ উদ্বোধনের আগে ট্রেনটি সাজানোর কাজ চলছে জোরকদমে। লোকোপাইলটদের একটি দল ট্রেনের ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বুঝে নিচ্ছেন। এদিকে সাধারণ মানুষ ছবি ও সেলফি তুলতে ব্যস্ত।

এদিন যাঁরা কোনও না কোনও ট্রেন থেকে মালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমেছেন, তাঁরাও ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখে এসেছেন স্লিপার বন্দে ভারত। আর মালদা শহরের বাসিন্দারা তো ছবি তুলতেই স্টেশনে গিয়েছেন।

ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে গিয়েছিলেন প্রদীপ রায়। আরপিএফ সরিয়ে দেয় তাঁকে। কিন্তু তিনিও নাছোড়বান্দা। এই ট্রেনের সঙ্গে তাঁর সেলফি চাই। তাই ফাঁক বুঝে ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটি সেলফি তুলে নিলেন। তাঁর কথায়, 'দেশের মধ্যে প্রথম এই ট্রেন। সেলফি তো তুলতেই হবে।'

শিলিগুড়ির বাসিন্দা শুভম নন্দীর শ্বশুরবাড়ি মালদা শহরে। এদিন স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মালদা টাউন স্টেশনে এসেছেন শুধু বন্দে ভারত ট্রেনটি দেখার জন্যই। সপরিবারে ট্রেনটির সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটি সেলফি তোলেন। শুভম বলেন, 'ট্রেনটি দেখতেই স্টেশনে এসেছি। সুযোগ

নাজেহাল আরপিএফ

হাতছাড়া করতে চাইছি না।' সেলফি তুলে খুশি শুভমের স্ত্রী অর্পিতাও।

শুধু রেলযাত্রী বা সাধারণ মানুষ নন, কাজের ফাঁকে রেলের কর্মী আধিকারিক এমনকি আরপিএফ-জিআরপি কর্মী, আধিকারিকরাও হয় সেলফি তুলেছেন বা ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে সহকর্মীকে অনুরোধ করেছেন ছবি তুলে দিতে। কেউ যেন এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না।

এদিন সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। মন্ত্রী স্টেশন থেকে বের হতেই নিরাপত্তা ও কাজের সুবিধার জন্য রেলের পক্ষ থেকে স্টেশনের সদর গেটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। রেলের যুক্তি, দফায় দফায় মানুষ ট্রেনটির সামনে গিয়ে ভিড় করায় কাজের ব্যাঘাত ঘটছে।

মালদা টাউন স্টেশনে সেলফি তোলার হিড়িক।

মালদায় রেলমন্ত্রী

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : রাত পোহালেই মালদায় পা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। একাধিক নতুন ট্রেন ও রেলপ্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। নতুন ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে দেশের প্রথম স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসও। শনিবার মালদা টাউন স্টেশনে তিনি সেই ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন একাধিক অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের। প্রধানমন্ত্রী জেলায় আসার আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় মালদায় পৌঁছোলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় তাঁর আসার কথা ছিল। আধ ঘণ্টা পর ৭টা ৫ মিনিটে তাঁর স্পেশাল ট্রেন মালদা স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছোয়। স্বাগত জানাতে সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সিইও সতীশ কুমার, ডিআরএম মণীশকুমার গুপ্ত, সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, গোপালচন্দ্র সাহা সহ আরও অনেকে।

এদিন স্টেশনে নেমেই ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে রাখা বন্দে ভারত স্লিপারের রেক পরিদর্শন করেন রেলমন্ত্রী। পরিদর্শন করেন আগামীকালের অনুষ্ঠান মঞ্চও। ওই মঞ্চ থেকেই নয়া এই ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে রেলের বিকাশের জন্য ১৩ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ১০১টি রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণ করা হবে। দেশের প্রথম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এই মালদা থেকেই চালু হয়েছিল। এবার স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারতও মালদা থেকেই চালু হতে চলেছে। পাশাপাশি রেলমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'যদি কেউ চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ে, তবে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

যাত্রা শুরুর অপেক্ষা

স্লিপারের টিকিটের জন্য মুখিয়ে মালদাবাসী

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : কেউ বলছেন মালদা টাউন স্টেশনে ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে। আবার কারও মতে, মালদার স্টেশনের ওপর দিয়ে এই ট্রেন যাবে, মালদাবাসীও এই ট্রেনে যাত্রা করতে পারবেন- এর চেয়ে বড় পাওনা আর কী হতে পারে। নতুন বছরে এই উপহারে খুশি মালদাবাসী। শহর হোক বা গ্রাম মালদা জেলাজুড়ে এখন চর্চা বন্দে ভারত স্লিপার। ট্রেনটি হাওড়া-কামাখ্যা রুটে চললেও ট্রেনটির উদ্বোধন হবে মালদা টাউন স্টেশনে। প্রধানমন্ত্রী নিজে এই স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকে পতাকা দেখিয়ে সবুজ সংকেত দেবেন ট্রেনটিকে।

এখন থেকেই অনেকে এই অত্যাধুনিক ট্রেনে যাত্রা করার পরিকল্পনা করছেন। মালদা শহরের বাসিন্দা সুজিত সরকার বলেন, 'গত বছর পরিবার নিয়ে অসমে ঘুরতে গিয়েছিলাম। সেই সময় এই ট্রেনটি থাকলে অবশ্যই এই ট্রেনে যেতাম। তবে আগামীতে এই ট্রেনে অবশ্য উঠব। সুযোগ পেলে পরিবার নিয়ে এই ট্রেনে সফর করব।'

রেলের পক্ষ থেকে এখনও এই ট্রেনের বুকিং শুরু করা হয়নি। তবে ট্রেনটি চালু হলে মালদার ব্যবসায়িক মানচিত্র অনেকটা পরিবর্তন হবে বলে আশাবাদী জেলার ব্যবসায়ী মহলের একাংশ।

বিভিন্ন কাজের জন্য মালদার ব্যবসায়ীদের প্রায় নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত করতে হয়। হাওড়া বা কামাখ্যা যেদিক থেকেই

ট্রেন দেখতে উৎসুক সকলে।

হোক, মালদার ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে। যে সময়সূচি মেনে ট্রেনটি চলাচল করবে তাতে একদিনে কলকাতা বা অসম থেকে মালদায় ফেরা সম্ভব। ট্রেনটির সময়সূচি খুব সুবিধাজনক বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

বন্দে ভারত স্লিপার চালু হলে সকালবেলা এই ট্রেনে কলকাতায় গিয়ে কাজ শেষ করে রাতে ফের বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে মালদায় ফিরে আসতে পারবেন তাঁরা। অপরদিকে, রাতে মালদায় এই ট্রেনে উঠে সকালবেলা অসমে গিয়ে কাজ সেরে চাইলেই রাতে এই ট্রেনে চেপে মালদায় ফিরে আসা সম্ভব হবে। ব্যবসায়ীদের সময় বাঁচবে বলে মনে করছেন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক। এই ট্রেনে টিকিট কাটার ইচ্ছে রয়েছে তাঁরও।

মালদার বিশিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ী উজ্জ্বল সরকারের কথায়, 'মালদা এমন একটা ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে। আমাদের জন্য এই ট্রেন খুব সুবিধাজনক। একদিনে আমরা কলকাতায় গিয়ে কাজ সেরে রাতে বাড়ি ফিরতে পারব। অসম থেকেও একদিনে ফেরা যাবে। আমাদের যেমন সময় বাঁচবে তেমনি কাজের সুবিধা হবে।'

দেশের মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারে চাপার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন জেলার সাধারণ মানুষ। কলেজ পড়ুয়া অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, 'আমারও বন্দে ভারত স্লিপারে ওঠার ইচ্ছে রয়েছে। মাঝেমধ্যে আমাকে কলকাতা যেতে হয়। পরবর্তীতে কলকাতা যাওয়ার প্ল্যান হলে এই ট্রেনে টিকিট কাটার ইচ্ছে রয়েছে।'

আমারও বন্দে ভারত স্লিপারে ওঠার ইচ্ছে রয়েছে। মাঝেমধ্যে আমাকে কলকাতা যেতে হয়। পরবর্তীতে কলকাতা যাওয়ার প্ল্যান হলে এই ট্রেনে টিকিট কাটার ইচ্ছে রয়েছে।

অরিন্দম ভট্টাচার্য
কলেজ পড়ুয়া

মালদা এমন একটা ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে। আমাদের জন্য এই ট্রেন খুব সুবিধাজনক। একদিনে আমরা কলকাতায় গিয়ে কাজ সেরে রাতে বাড়ি ফিরতে পারব। অসম থেকেও একদিনে ফেরা যাবে।

উজ্জ্বল সরকার, ব্যবসায়ী

গোরু পাচারে ধৃত তরুণ

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : গোরু পাচারের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মিন্টু আলম। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার সিংতোর গ্রামে। শুক্রবার তাঁকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ থানার পানিশালা টোল গেট সংলগ্ন এলাকায় একটি গোরুবোঝাই লরি আটক করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ডালখোলার মল্লিকপুর হাট থেকে ওই গোরুগুলি কুশমণ্ডির একটি গ্রামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোরুগুলি বাংলাদেশে পাচারের ছক ছিল।

বাবাকে মার, গ্রেপ্তার ছেলে

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : বৃদ্ধ বাবাকে মারধর করে বাড়িছাড়া করার অভিযোগ উঠেছে ছেলের বিরুদ্ধে। কল্যাণ চৌহান নামে ওই বৃদ্ধ রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম অভয় চৌহান। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের দক্ষিণ সোহারাই এলাকায়। শুক্রবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। কল্যাণ বলেন, 'আমার ছেলে বসতবাড়ি লিখে দেওয়ার জন্য জোর করছে। না দেওয়ায় মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।' গোটা বিষয়টির তদন্ত করছে পুলিশ।

বাজেয়াপ্ত ব্যাংকের সামগ্রী

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : গ্রাহকদের অজান্তে ধাপে ধাপে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক (এসবিআই) গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মালিককে গ্রেপ্তার করেছিল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতের অফিস থেকে বাজেয়াপ্ত করা হল কম্পিউটার, প্রিন্টার, সিল, সিপিইউ সহ একাধিক সামগ্রী। এদিন ধৃত সমীরণ পালকে বিকেলে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ফের চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।'

ডুবে মৃত্যু

তপন, ১৬ জানুয়ারি : তপন থানার জমিনিচিন্তা গ্রামে শুক্রবার বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে গিয়ে দেড় বছর বয়সি এক শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম নন্দিতা ঘোষ। পরিবার জানিয়েছে, খেলতে খেলতে শিশুটি পুকুরে পড়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পদক্ষেপ

তপন, ১৬ জানুয়ারি : আজমাতপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্শিমুল এলাকার একটি ডোবা অবৈধভাবে মাটি দিয়ে ভরাট করার অভিযোগ ওঠে। শুক্রবার ওই ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বিপ্লবকুমার মণ্ডলের হস্তক্ষেপে মাটি সরিয়ে জলাশয়টিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়।

বনভোজন

হবিবপুর, ১৬ জানুয়ারি : কেন্দুয়া বাস্তুহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে শুক্রবার শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও বনভোজনের আয়োজন করেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বনভোজনে রওনা দেওয়ার আগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রাণতোষ সাহা, বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মনোজিৎ ভকত প্রমুখ।

বিক্ষোভ মিছিল

কুশমণ্ডি, ১৬ জানুয়ারি : একশো দিনের কাজ চালু, এসআইআর নিয়ে হয়রানি বন্ধ সহ একাধিক দাবিতে শুক্রবার কুশমণ্ডি চৌরাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে সংযুক্ত কিষান মোর্চার কুশমণ্ডি ব্লক কমিটি। পথসভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতা আবদুল কাফি।

অনুষ্ঠান

বামনগোলা, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজে একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ সহ সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। গান, নাচ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন পড়ুয়ারা।

একাধিক ব্লকে ভাগ করা হয়েছে গোটা সভাস্থল।

৫২টি স্ক্রিন, ২৫০ শৌচাগার

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : হ্যাংগিং টেন্টজুড়ে ৫২টি জায়েন্ট স্ক্রিন। প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্টভাবে দেখতে এবং তাঁর ভাষণ শুনতে সভাস্থলের তিনটি তাঁবুতে লাগানো হয়েছে এই জায়েন্ট স্ক্রিনগুলি। মূল টেন্টের বাইরে ভ্রাম্যমাণ ২৫০টি শৌচাগার। শনিবার মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার আগে শুক্রবার সকালে নারায়ণপুর বাইপাসে গিয়ে চোখে পড়ল নমোর সভাকে ঘিরে প্রস্তুতির ছবি। কড়া নিরাপত্তামূলক বেষ্টনীতে ঘিরে ফেলা হয়েছে সভাস্থল সংলগ্ন এলাকা। এসপিজি থেকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী এবং রাজ্য সরকারের পুলিশে এলাকা ছয়লাপ। শেষলগ্নের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বিজেপি নেতা-নেত্রীরাও। দলীয় পতাকা এবং নরেন্দ্র মোদির বড় বড় কাটআউটে সাজিয়ে তোলা হচ্ছিল বাইপাস এলাকা।

বাসে করে দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে পৌঁছালেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। বাইপাস সড়ক থেকে হেঁটে তাঁরা উন্মুক্ত ময়দানের দিকে চলেছেন। এক সিভিক ভলান্টিয়ার জানান, একেকটি থানা থেকে কমপক্ষে ৫০০ থেকে ৬০০ জন সিভিককে আনা হয়েছে। অন্তত দশ হাজার সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন থাকবে। তবে মূল মঞ্চের কাছে নয়, তাঁরা নজর রাখবেন সভাস্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরের রেডিয়াসে।

সিভিকদের সঙ্গে সভাস্থলের মূল মঞ্চের কাছে গিয়ে দেখা গেল একাধিক ব্লকে ভাগ করা হয়েছে গোটা সভাস্থল। এ থেকে জেড পর্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করা। দলীয় নেতা-কর্মী থেকে সাধারণ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। বসানো হয়েছে বিভিন্ন রঙের চেয়ার। রাজ্য পুলিশের বম্ব স্কোয়াড মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে গোটা জায়গাটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। আট বাই দশ ফুটের জায়েন্ট স্ক্রিন রয়েছে হ্যাংগিং টেন্টের দু'ধারে। কর্মী-সমর্থক, সাধারণ মানুষের জন্য ভ্রাম্যমাণ ২৫০টি শৌচাগার বানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে পানীয় জলের সুব্যবস্থাও করা হয়েছে। পানীয় জলের জার নিয়ে প্রতিটি টেন্টে প্রবেশ করতে দেখা গেল ঠিকাদারি সংস্থাকে। তাঁরা জানান, ১০ হাজার পানীয় জলের জার রাখা হচ্ছে। তৃষ্ণার্তরা যাতে সহজেই পানীয় জল পান, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শহরের রাস্তায় বহু নিষেধাজ্ঞা

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধনে শনিবার মালদা টাউন স্টেশনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার আগেই পৌঁছোবেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। ফলে তাঁদের নিরাপত্তায় শুক্রবার থেকে টাউন স্টেশনের ১ এবং ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সহ লক্ষ্মণ সেন স্টেডিয়ামে এখন মাছি গলার উপায় নেই। গোটা এলাকার দখল নিয়েছে স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি)। হাই অ্যালার্ট জারি রয়েছে মালদা শহরজুড়ে। মালদা টাউন স্টেশন থেকে পুরাতন মালদার জনসভাস্থলে পৌঁছোনোর জন্য দুটি রাস্তাতেই যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অনুষ্ঠানের দিনে যানজট এড়াতে শহরের একাধিক রাস্তায় সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত অটো, টোটো, ভুটভুটি সহ অন্য

মালদায় মোদির সভাস্থলে নিরাপত্তায় কড়াকড়ি।

যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পুখুরিয়া থেকে রথবাড়ি (স্টেশন রোড ও সুকান্ত মোড় হয়ে), রথবাড়ি থেকে নারায়ণপুর (মঙ্গলবাড়ি হয়ে), বাধাপুকুর থেকে বিএসএফ ক্যাম্প (নারায়ণপুর, ঝাঁঝরা হয়ে) ও বাধাপুকুর থেকে রথবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা। জেলা পুলিশের তরফে এ নিয়ে সমস্ত ইউনিয়নকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের অসুবিধের কথা মাথায় রেখে সকাল থেকে কিছু যানবাহন চলতে দেওয়া হলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাগুলি খালি করার কাজ চলতে থাকবে। প্রয়োজনে বেশ কিছু জায়গায় ড্রপ গেট তৈরি করা হচ্ছে। জেলা পুলিশের তরফে মানুষকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, শনিবার রাস্তাগুলি দিয়ে যাদের যাতায়াতের প্রয়োজন রয়েছে, তারা যেন হাতে সময় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোন। আইএনটিটিইউসি-র ইংরেজবাজার শহর সভাপতি অম্বরীশ চৌধুরী বলেন, 'জেলা ট্রাফিক পুলিশের তরফে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু রুটে সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত যানবাহন চলবে না। মালদা টাউন স্টেশন থেকে বাধাপুকুর এবং স্টেশন থেকে নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্প পর্যন্ত দুটি রাস্তাতেই এই নিয়ম জারি।'

আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত

সামসী, ১৬ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মালদা সফরের প্রাক্কালে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে, সামসী স্টেশন রোড এলাকা থেকে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম পুস্তম রায় (২৬)।

বাড়ি মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ২টি পাইপগান এবং ৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। সামসী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই রামচন্দ্র সাহা বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাত দুটো নাগাদ এএসআই বরুণ দেবনাথের নেতৃত্বে একটি পুলিশ ভ্যান এগ্রিল হাইস্কুল এলাকায় টহল দিচ্ছিল। তখন ওই তরুণকে আটক করা হয়।'

'মোদি-মেলায়' চপ, ঘুগনি বিক্রির তোড়জোড়

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : 'এ সুযোগ পাবে না আর। বল ভাই, কী দাম দেবে- পুতুল নেবে গো, পুতুল?' এই এক কলি গানই যেন যতিচিহ্নের বন্ধনীতে বেঁধে দেয় গ্রামবাংলার পথঘাটে হাঁক দিয়ে ফেরা ফেরিওয়ালাদের দিনলিপি। শনিবার মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রেলমন্ত্রকের কর্মসূচির পর অংশ নেবেন বিজেপির জনসভায়। তাই শহরজুড়ে এখন সাজোসাজো রব। শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। ফলে 'মোদি-মেলা'র আগে হাঁফ ছাড়ার ফুরসত নেই জনসভা চত্বরে ফেরি করতে আসা ছোট, ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাদের।

নিন্দুকেরা বলে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বিফল হলে নেতারা ফেরি করে জীবিকানির্বাহের পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে ঝান্ডার রংয়ে বিশেষ বদলায় না ছবি। কখনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পকোড়া বিক্রির নিদান দেন। আবার কখনও ঘুগনি বেচে মোটা লাভের আশা দেখান স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তবে বাস্তবে যাঁরা চা, ঠান্ডা পানীয় কিংবা চপ-ঘুগনি বিক্রি করেন সেই পার্বতী মণ্ডল, শেফালি ঘোষ, সুফল মণ্ডল, বিকাশ সাহারা লক্ষ্মীলাভের আশায় দোকান দেওয়ার তোড়জোড় করছেন প্রধানমন্ত্রীর সভামঞ্চের আশপাশে।

নারায়ণপুর বাইপাস থেকে এক কিলোমিটার ভেতরে ময়দান এলাকায় ৩টি হ্যাংগিং টেন্টের

নারায়ণপুর বাইপাসে দোকান নিয়ে বসবে ফেরিওয়ালারা।

বন্দোবস্ত হয়েছে। শনিবার দুপুরে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় আছড়ে পড়বে এই মাঠে। তার আগে এখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা বিজেপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে। তখনই এসপিজি এবং পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনী থেকে ১ কিলোমিটার দূরে চলছে আগাছা সাফাইয়ের কাজ। কেউ জায়গা খুঁজছেন উঁচু টিলায়। আবার কেউ বসছেন বাইপাস থেকে সভামঞ্চে যাওয়ার রাস্তায়।

পার্বতীর বাড়ি সভাস্থলের পাশে, ঝাঁঝরা গ্রামে। নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ মেনে রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত এক বাড়ির বারান্দায় পসরা বসাচ্ছেন তিনি। স্বামী বলরাম মণ্ডল বলেন, 'শীত এখন সামান্য কমেছে। দিনে গরম লাগছে। প্রধানমন্ত্রীকে কাছ থেকে দেখতে লক্ষাধিক মানুষ এই পথ দিয়ে যাবেন। তাই আমরা এখানে ঠান্ডা পানীয় এবং ঝালমুড়ি বেচব। ১০ হাজার পানীয় জলের বোতল তুলেছি। আশা করছি, ভালো লাভ হবে।' কাছেই বিকাশ আর গণেশ হালদার একটা করে বাঁশের খুঁটি পুঁতছিলেন। বিকাশ বললেন, 'আমরা দুজনেই পানীয় জল আর চপ-ঘুগনি বেচব। আগেও এলাকায় রাজনৈতিক সভা হয়েছে। আমরা পসরা সাজিয়ে ভালো লাভ করেছিলাম। এখন ভোট আসছে। সব দলই সভা করবে।' সুফল তখনও জায়গা পাননি। দু'জায়গায় পসরা বসাতে গিয়েছিলেন। পুলিশ সরিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন মেলায় আমি আর আমার স্ত্রী পাঁপড় বিক্রি করি। কাল প্রধানমন্ত্রী আসছেন। তাই পাঁপড় ভাজা বিক্রি করার জন্য জায়গা খুঁজছি। এক টিন তেল কিনে ফেলেছি। পাঁপড়ও বাজার থেকে এনে ফেলেছি। এমন রোজগারের সুযোগ তো আর বারবার আসবে না?'

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের উন্নয়নে গতি আনতে

৩,২৫০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের রেল এবং সড়ক প্রকল্প

যাত্রার শুভারম্ভ

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন

মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন থেকে
হাওড়া - গুয়াহাটি (কামাখ্যা)

কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন থেকে
গুয়াহাটি (কামাখ্যা) - হাওড়া

••••••••

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

নিউ জলপাইগুড়ি - নাগেরকয়েল

নিউ জলপাইগুড়ি - তিরুচ্চিরাপ্পল্লী

আলিপুরদুয়ার - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু

আলিপুরদুয়ার - মুম্বই (পানভেল)

••••••••

মেল এক্সপ্রেস

বালুরঘাট - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু

রাধিকাপুর - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

৪ লেন-এর রাস্তা

এনএইচ-২৭-এর ধূপগুড়ি - ফালাকাটা অংশ

নতুন রেল লাইন

বালুরঘাট এবং হিলির মধ্যে

লোকো শেডের উন্নয়ন

শিলিগুড়িতে

নেক্সট জেনারেশন ফ্রেট রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা

নিউ জলপাইগুড়িতে

বন্দে ভারত ট্রেনের জন্য

জলপাইগুড়িতে রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার উন্নয়ন

জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

রেল লাইনের বৈদ্যুতিকরণ

নিউ কোচবিহার ও বামনহাট-এর মধ্যে

নিউ কোচবিহার ও বক্সিরহাট-এর মধ্যে

প্রকল্পগুলির উপকারিতা

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন
- সাশ্রয়ী এবং আরামদায়ক যাত্রা
- যাত্রার সময় প্রায় ২.৫ থেকে ৩ ঘণ্টা হ্রাস
- গতি ঘণ্টায় ১৮০ কিমি পর্যন্ত
- জীবানুনাশক প্রযুক্তিসম্পন্ন শৌচালয়

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
- যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস
- নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্ভরযোগ্য যাত্রা

মেল এক্সপ্রেস ট্রেন
- আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন
- পর্যটন এবং স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন

রেল লাইনের বৈদ্যুতিকরণ
- দ্রুততর এবং আরও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা
- উন্নত সময়ানুবর্তিতা এবং যাত্রার সময় হ্রাস
- পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব রেলযাত্রা

এনএইচ-২৭ সড়ক প্রকল্প
- গুরুত্বপূর্ণ চিকেন নেক করিডোর সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা বৃদ্ধি
- শিলিগুড়ি ও গুয়াহাটির মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় ১ ঘণ্টা হ্রাস

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

কর্তৃক

১৭ জানুয়ারি ২০২৬ | মালদা টাউন স্টেশন | সকাল ১১ টায়

গৌরবময় উপস্থিতি

ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

নীতিন জয়রাম গডকরী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেলমন্ত্রক, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

ডঃ সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ

খগেন মুর্মু
সাংসদ

ইশা খান চৌধুরী
সাংসদ

ভারতীয় রেলওয়ে

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৯ সংখ্যা, শনিবার, ৩ মাঘ ১৪৩২

হয়রানির ‘গণতন্ত্র’

নির্বাচন কমিশনের প্রচারে সবসময় বলা হয়, ভোটদানের হার যত বেশি হবে, তত গণতন্ত্রের হাত শক্ত হবে। নির্ভয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোটদান, ভোট প্রক্রিয়া অবাধ ও নিরপেক্ষ করার দায়িত্ব পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) প্রক্রিয়া দেখে কিন্তু স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

যাঁদের ভোটে গণতন্ত্র মজবুত হয়, সেই সাধারণ মানুষকে শুনানির নামে হয়রানি করার অভিযোগ উঠছে। লজিস্টিক ডিসক্রিপেন্সির নামে শুনানিতে ডাকায় সেই অভিযোগ আরও জোরালো হচ্ছে। ভারতকে গণতন্ত্রের জননী বলে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি ভোটারদের সন্দেহের চোখে দেখা হলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জাজনক বৈকি।

ভোটার তালিকাকে অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত করা দরকার। অবৈধ ভোটারের তালিকায় ঠাঁই হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেই যুক্তিতে জীবিত মানুষকে মৃত বলে দেখিয়ে দিলে কিংবা পারিবারিক তথ্যের মিল নেই কেন প্রশ্ন তুলে ভোটারের অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হলে তা নিঃসন্দেহে চিন্তার কথা। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরুর পর বহু সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছেন। বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের ভারত থেকে বের করে দেওয়া হবে- এই আতঙ্কে অনেকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আবার নির্বাচন কমিশনের নিত্যনতুন ফরমানের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক বিএলও আত্মঘাতী হয়েছেন বলেও অভিযোগ আছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি যেসব রাজ্যে এসআইআর চলছে সেখানেও বিএলও-দের আত্মহত্যার খবর পাওয়া গিয়েছে। এত মৃত্যু নিয়ে নির্বাচন কমিশন কিন্তু ভাবলেশহীন। অতীতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারদের নাম মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতেন। জ্ঞানেশ কুমারের আমলে সেই সুনাম হারিয়ে যাচ্ছে।

ভোট চুরি, ভোটার তালিকায় গরমিল, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত ইত্যাদি অভিযোগে কমিশনকে ঘিরে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এসআইআর-এর শুনানিতে হয়রানি বাড়তে থাকায় কমিশনের বিরুদ্ধে গণরোষ ক্রমশ বাড়ছে। ফরাক্কা, চাকুলিয়ার অশান্তি সেই রোষের বহিঃপ্রকাশ। এটা ঠিকই যে, হিংসা, অশান্তি কখনও বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নিত্যনতুন নিদানে সাধারণ মানুষের হতাশা, আশঙ্কা, বিরক্তি, ক্ষোভকে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না।

কমিশনের নতুন নিয়মে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড আর এসআইআর-এর বৈধ নথি নয়। এই ঘোষণার পর এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশন খামখেয়ালির অভিযোগে বিদ্ধ হচ্ছে। এলাকা বেছে নোটিশ পাঠানোর অভিযোগও আছে। এতে বিভ্রান্তি বাড়ছে। অথচ নির্বাচন কমিশন নির্বিকার। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে, যেখানে বহু পরিবারে শিক্ষার আলো পৌঁছোয়নি, আর্থিক বৈষম্য ভয়াবহ, দু’বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়া যেখানে স্বপ্ন, মাথার ওপর ছাদটুকুও যেখানে পাওয়া যায় না, সেই দেশে এই পরিস্থিতি নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকার আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে।

ভোটার তালিকা, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদি নথিতে নামধাম, বাবা বা স্বামীর নাম, বয়স, লিঙ্গের মতো ভুল সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় করেন না। কমিশনের মতো যে সমস্ত সংস্থা নথিগুলি তৈরি করে, তাদের গাফিলতির কারণেই ভুল থেকে যায়। অথচ এই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এসআইআর-এ ২০০২ সালের যে তালিকাকে নির্বাচন কমিশন মানদণ্ড বলে চিহ্নিত করেছে, সেখানে কোনও ভুল থেকে থাকলে তার দায় কমিশনেরই।

কিন্তু কমিশন সেই ভুল স্বীকার করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে মুখে কুলুপ এঁটে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। ফলে নোটবন্দি থেকে এসআইআর-এ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে আমজনতার হয়রানির ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। শুধু রূপভেদ হয়েছে, কিন্তু চরিত্রগত কোনও পরিবর্তন হয়নি। গণতান্ত্রিক দেশে এই ঘটনা লজ্জাজনক বৈকি।

অমৃতধারা

ভগবানকে আমরা চাচ্ছি, ডাকচি, দেখা দাও বলিয়া কত বলচি, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করা বড়ই দুর্লভ, বড়ই কঠিন। ভগবান জানেন, আমি অসময়ে দর্শন দিলে আমাকে চিনিতে পারিবে না, আমাকে বুঝিতেও পারিবে না। ঘনঘন দেখা দিলে ভক্তের ভালোও লাগিবে না, আর আমাকে দেখিতেও চাহিবে না। সেই আকুলতা, ব্যাকুলতা, ঐকান্তিকতাও থাকিবে না। ভগবান পরম দয়াল, তাঁর ইচ্ছা নয় যে জীব একটা অবস্থা লইয়াই চিরদিন থাকে। তাঁর ইচ্ছা-জীবকে সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া লন, সমস্ত অবস্থাগুলি ভোগ করাইয়া লন। ভক্ত প্রথমত ভগবানের উপের আত্মসমর্পন করে এবং তাঁর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করে। কিন্তু ভক্ত যখন ভাবের উচ্চস্তরে উঠিয়া যায়- তখন ভক্তই ভগবানের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে।

- শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সরস্বতী

গোলাপের দেশে শুধুই রক্তাক্ত সিনেমা

ইরানে শুরু হয়েছে খামেনেইয়ের লোহার দুর্গে ফাটল। হারানো স্বজনকে খোঁজা চলছে ডিজিটাল কফিনে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আব্বাস কিয়ারোস্তামির সিনেমার কাব্যময় বাস্তবতা নিয়ে লেখালেখি হয় প্রচুর। ঠিক এভাবেই আলোচনায় আসে আসগর ফারহাদির মানবিক দিক বা পারিবারিক সংঘাত। জাফর পানাহির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ততা। মজিদ মজিদির শ্রমিক শ্রেণি ও শিশুদের নিয়ে নিওরিয়ালিজমের কাব্য ভাবনা।

ইরানের বিশ্বকাঁপানো এই চিত্র পরিচালকরা সবাই মিলে একটি ছবি বানাতে চাইলেও এমন দৃশ্য কল্পনা করতে পারবেন না। ইরান এখন যা দেখছে বাস্তবে। গোলাপের দেশ ভেসে যাচ্ছে রক্তে, বারুদের গন্ধে। সাম্প্রতিক ইরানের যে কয়েকটা ভিডিও বিশ্বজুড়ে ভাইরাল, তার কয়েকটা দেখলে শিউরে উঠতে হয় বারবার। মনে হবে চারপাশের বিশ্ব সংসার সম্পূর্ণ অনিত্য। আমি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি এক অচেনা পৃথিবীর অভ্যন্তরে।

ডিজিটাল মর্গ বলে শুনেছেন কিছু? অজস্র স্বজনহারা মানুষ একটি লাশকাটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের সন্ধানে। কান্নায় ভরে গিয়েছে চারপাশের আকাশ। অথচ মৃতদের সরাসরি দেখার কোনও উপায় নেই। এত কাছে, শেষবারের জন্য ছোঁয়ারও আইন নেই। বড় পর্দায় মৃতদের ছবি দেখে বলতে হবে, ওটাই কি তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন, যে হারিয়ে গিয়েছে চিরকালের জন্য?

হারানো স্বজনকে চিনতে পারলে আবার অন্য সমস্যা। তাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া কঠিন। প্রথমত, আত্মীয়দের কাছে অর্থ চাওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, মানুষ যে পছন্দের জায়গায় তাঁকে কবর দিতে পারবে, তা নয়। পিছন পিছন তাড়া করবে মিলিটারি। তৃতীয়ত, কোনওমতে দ্রুত তাকে কবর দিতে বলা হবে। সেই কবর বেশিদিন থাকা কঠিন।

সোজা কথায়, সরকারি বিক্ষোভে মৃত মানুষের শেষকৃত্য করার পর্যন্ত উপায় নেই। ইরানের মৌলবাদী সরকার তা করতে দেবে না সহজে। বিস্ফোরক ইরানে অনেক শহরেই এখন এইরকম ব্যবস্থা। জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, ইন্টারনেট নেই সে দেশে। বহু বছর ধরে সেখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণের ভয়ে ইউরোপে পালিয়ে গিয়েছেন অনেক আত্মীয়কে ফেলে রেখে। তাঁরা এতদিন অন্তত খোঁজখবর পেতেন কাছের মানুষগুলোর। এখন সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ায় বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ইরানিরাও তীব্র সংকটে।

তাঁদের কাছের মানুষগুলো আদৌ বেঁচে আছেন কি না, সেটা তাঁরা জানতে পারছেন একবারই। যখন ইরানি আত্মীয়-স্বজন ইরাকের সীমান্তের কাছাকাছি শহর বা গ্রামে গিয়ে নেটের অস্তিত্ব পাচ্ছেন কিছুটা। ফোন করছেন। বলছেন, অমুকে চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছে।

তিন বছর আগে হিজাব বিরোধী বিক্ষোভে নেমে গ্রেপ্তার হন ২২ বছরের তরুণী মহসা আমিনি। জেলে থাকার সময় তাঁকে মেরে ফেলে পুলিশ। সেই সময় যেভাবে জনস্রোত বিক্ষোভে নেমেছিল, তা ইরানে ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের পর আর দেখা যায়নি। তবে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ সব অতীতকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

আগের বিক্ষোভ ছিল একান্তভাবেই শুধু মহিলাদের। সেখানে সঙ্গী হয়েছিল জেন জেড। এবার বিক্ষোভ শুরুই হয়েছে ব্যবসায়ীদের হাত ধরে।

আজকের ইরান ঠিক কী জায়গায়? নেটহীন দেশের আসল খবর সবসময়ই পাওয়া মুশকিল। বিবিসি, সিএনএন-এর মতো পশ্চিমী ওয়েবসাইটগুলো দেখলে একরকম খবর মিলছে। আল জাজিরার মতো পশ্চিম এশিয়ার নামী ওয়েবসাইট দেখলে আবার অন্য খবর। মৃত আর ধৃতদের সংখ্যা ফারাক হয়ে যাচ্ছে বিস্তর। এবং বিভ্রান্তিও বিস্তর।

আমরা যে মৃতদের খবর জানছি তা মূলত আমেরিকার এক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সির (এইচআরএএনএ) মাধ্যমে। বুধবার পর্যন্ত তাদের হিসেবে ইরানে লোক মারা গিয়েছে ২৬১৫। ইরানের সরকার আবার বলছে সংখ্যাটা অনেক বেশি করে দেখানো হচ্ছে। ইরানের সরকারি টিভির রিপোর্ট সত্যি ধরলে সংখ্যাটা তিনশোর কাছাকাছি। এত ফারাক হয় কী করে?

শুধু সংখ্যার হিসেব তো নয়, ইরানের পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকি সংক্রান্ত খবরও পালটে যাচ্ছে একেক জায়গায়। পশ্চিম মিডিয়ায় বলা হচ্ছে, ট্রাম্প ইরানকে হুমকি দিয়েছেন, হত্যালীলা না থামালে ইরানকে আক্রমণ করবে আমেরিকা। সৌদি আরব, কাতার, তুরস্ক এবং ওমান মিলে আমেরিকাকে অনুরোধ করেছে ইরানে হস্তক্ষেপ না করতে। এই খবরটাই আবার যখন পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ খবরের কাগজে বেরোচ্ছে, ‘অনুরোধ’টা হয়ে উঠছে ‘হুংকার’!

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অবশ্য, আলি খামেনেইয়ের এই দীর্ঘদিনের লোহার দুর্গ ভেঙে পড়ার মুখে কীভাবে? খামেনেইকে এখানে অনেকে ভুল করে ডাকেন খোমেইনি। খোমেইনি ছিলেন ইরানের মুসলিম বিপ্লবের নায়ক, দেশের প্রথম শীর্ষ নেতা। তিনি ইরানকে মুসলিম রাষ্ট্র করেছিলেন শাহ জমানাকে ভেঙে দিয়ে। খোমেইনির মৃত্যুর পর ১৯৮৯ সালে সেই দায়িত্বে আসেন খামেনেই। ৩৬ বছর রাজত্ব চলছে তাঁর। পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর চেয়ে দীর্ঘদিন শাসন কেউ করেননি।

খামেনেই আর খোমেইনির ছবি দেখতে পাওয়া যায় লখনউয়ের বিখ্যাত ভুলভুলাইয়ায়। গেটের মুখে লাগানো। গোটা বিশ্বের শিয়া মুসলিমদের কাছে তাঁরা ঈশ্বরের মতো। বলা হয়, দুজনের মধ্যে খামেনেই দারুণ ট্যাক্টিশিয়ান। পূর্বসূরির ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন অনেক। জানেন, কী করে বিরোধীদের চাপে রাখতে হয়। প্রত্যেকটা পদক্ষেপের পেছনে থাকে নিখুঁত সমীকরণ। যা খোমেইনির ছিল না।

প্রথমজন বরং একটু নমনীয় ছিলেন, দ্বিতীয়জন বেশ গোঁড়া। খোমেইনি মহিলাদের ভোটদানের ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন। খামেনেইয়ের আমলে অতটা স্বাধীনতা পাননি মহিলারা। সেই ক্ষোভ বিস্ফোরণ হয়ে ফেটে পড়েছে অনেকদিন পর। ১৯৮৮ সালে প্রথমজন তাঁর শিষ্যের সমালোচনাই করেছিলেন প্রকাশ্যে, শারিয়া আইন নিয়ে মন্তব্যের জন্য। তবে শেষপর্যন্ত তাঁকেই বেছে নিয়েছিলেন উত্তরসূরি হিসেবে।

আজকে ইরানের বিদ্রোহটা মূলত খামেনেই রাজের বিরুদ্ধেই। রাজনৈতিক ইস্যু ধরলে চারটি কারণ বলা যায়। ১) একনায়কতন্ত্র ২) রাজনৈতিক দুর্নীতি ৩) মানবাধিকার লঙ্ঘন করা ৪) ইন্টারনেট বন্ধ করে লোকের বলার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া।

অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মানুষের ক্ষোভের কারণ অনেক। ১) জিনিসপত্রের দাম লাগামহীন বেড়ে যাওয়া। ২) মুদ্রাস্ফীতি। ৩) জল এবং বিদ্যুতের হাহাকার। ৪) অর্থনীতির দিক দিয়ে একেবারে ফোঁপড়া হয়ে যাওয়া দেশ।

পশ্চিমী দুনিয়ার খবর বিশ্বাস করলে ইরানের ১৮০টা শহরে বিক্ষোভ চলছে। ৫১২টা জায়গায়। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশেরই দাবি, খামেনেইকে সরিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে ইরানের ক্রাউন প্রিন্স রেজা পাহলভিকে। ৪৬ বছর ধরে যিনি নির্বাসিত। কতটা আতঙ্কিত ও বীতশ্রদ্ধ হলে আজকের দিনে লোকে আবার রাজতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরতে চায়, সেটা ভাবলে অবাক লাগে।

এই ভদ্রলোকের কথা শুনলে অনেকেরই মনে পড়বে শেখ হাসিনার কথা। আমাদের সীমান্তের ওপারে হাসিনা যেমন নির্বাসিত, বাইরে থেকে বার্তা দিয়ে চলেছেন দেশবাসীকে, রেজা পাহলভির এক দশা। আমেরিকা থেকে বার্তা দিয়ে চলেছেন সমর্থকদের এবং আশায় আছেন ট্রাম্প কিছু একটা করবেন।

এভাবে কতটা কী হবে, যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে অবশ্য। বরং হিতে বিপরীতই হতে পারে। শাহ এখন চেষ্টায় আমেরিকার পাশাপাশি ইজরায়েলকেও রসেবশে রাখতে। দু’দিন আগেই দেখি তিনি বলেছেন, আমরা ক্ষমতায় ফিরলে প্রথমেই স্বীকৃতি দেব ইজরায়েলকে। এমন সব কথাবার্তা আরব দুনিয়ার পছন্দ হওয়ার নয়। যতই শিয়া-সুন্নির টানাপোড়েনে ইরান কিছুটা এক ঘরে হোক পশ্চিম এশিয়ায়।

যে কোনও নেতাই দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে তাদের ক্ষতবিক্ষত মুখ বেরিয়ে পড়বে। বেরিয়ে পড়বে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রক্তপাত, জনতার ক্রোধ। এভাবেই সিংহাসন থেকে চলে গিয়েছেন ইরানের চিরশত্রু সাদ্দাম হোসেন, বন্ধু সিরিয়ার বাশার আল-আশাদ, লিবিয়ার গদ্দাফি। এখন আফগানিস্তানে তালিবানদের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা বলছেন, ‘নিজেদের মতবিরোধের জন্য আমাদের ডুবতে হতে পারে।’

ইরানের বিশ্বখ্যাত পরিচালক জাফর পানাহি তাঁর শেষ ছবিটি তৈরি করেছেন ইরানের ভিতরে, একেবারে গোপনে। ওখানে ওই রকম ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও ভাগ্যিস কোনও স্বরূপ বিশ্বাস নেই যে দাদাগিরি দেখিয়ে সিনেমা তৈরি বন্ধ করবেন! বারকয়েক গ্রেপ্তার হওয়া পানাহির ছবির নাম ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট’, যার জন্য নিউ ইয়র্কে পুরস্কার পেয়ে তিনি উৎসর্গ করেছেন প্রতিবাদীদের।

ইরানে যা বর্বরতা চলছে, তা মোটেই একটা ‘অ্যাক্সিডেন্ট’ নয়। এটা একেবারে চরম বাস্তব। ইরান এক বিষাদসিন্ধু, যেখানে মৃতদের কোনও শেষকৃত্য নেই। তার মধ্যেই চলছে প্রতিবাদ। যার একটা ছবি মনে পড়ছে। এক তরুণী দাঁড়িয়ে তেহরানের রাস্তার মোড়ে। হিজাব নেই, বোরখা নেই। তার একটি হাতে ধরা খোমেনেইয়ের ছবির পোস্টার। মুখে কোনও কথা নেই, তরুণী ওই ছবিতে শুধু আগুন ধরিয়ে দেয় এককোণে। স্লোগান দেয় না কোনও। শুধু ওই আগুনের শিখা দিয়ে ঠোঁটে ধরা সিগারেটে আগুন ধরায়। দেখে, কীভাবে ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে খামেনেইয়ের পোস্টার। নীরবে।

বসরাইয়ের বিখ্যাত গোলাপ চাই না হাতে। তেহরান, ইস্ফাহান, মাশাদ, শিরাজ শহরের রাজপথে এমন আগুনই চাই নতুন প্রজন্মের।

আজ

১৯৪৫

কবি ও চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতারের জন্ম আজকের দিনে।

২০১০

আজকের দিনে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রয়াত হন।

আলোচিত

আমি মুসলিম হয়েও ‘রামায়ণ’ ছবিতে সুর দিয়েছি। আমার পড়াশোনা ব্রাহ্মণ স্কুলে। তাই রামায়ণ, মহাভারত জানি। এই মহাকাব্যগুলো উচ্চতর আদর্শের কথা বলে। মানুষ তর্ক করতেই পারেন, কিন্তু আমি সমস্ত ভালো জিনিসের মূল্য দিই। নবিও বলেছেন, জ্ঞান যে কোনও জায়গা থেকে পাওয়া যায়।

- এআর রহমান

ভাইরাল/১

সমস্ত ক্ষেত্রে ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন মেয়েরা। এই যেমন, হিমাচলপ্রদেশের নেহা ঠাকুর পেল্লাই ট্রাক নিয়ে দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত করেন। ভয়ডরের লেশমাত্র নেই। তাঁর দৈনন্দিন ‘ট্রাক-যাপন’ তুলে ধরেন সামাজিক মাধ্যমেও।

ভাইরাল/২

সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে দিল্লির এক বৃদ্ধার প্রাণ বাঁচাল ই-কমার্স সংস্থা ব্লিংকিট-এর অ্যাম্বুল্যান্স। বৃদ্ধার নাতি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে দুজন নার্স বাড়িতে এসে প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। নেটিজেনরা সংস্থার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন।

জনমন
জনমত

পুরোনো বাড়িগুলোকে বাঁচতে দেওয়া হোক

প্রাচীন বাড়িগুলো আর নেই। তাদের জায়গায় গড়ে উঠছে একের পর এক বিশাল অট্টালিকা। আমাদের পাড়ার বহু স্মৃতিবহ, জনপ্রিয় একটি বাড়িও সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে, সেখানেই শিগগিরই মাথা তুলবে বহুতল আবাসন।

যে বাড়িগুলোতে আমরা বছরের পর বছর ধরে থেকেছি, চারপাশে ঘর, মাঝখানে উঠোন, আলো-হাওয়ার মুক্ত ছোঁয়া- সেসব ছেড়ে আমাদের যেতে হচ্ছে চার দেওয়ালের বন্দিজীবনে। মানুষ যেন একাকিত্বের ভয়ে কিংবা আধুনিকতার মোহে, নিজের বহু বছর আগলে রাখা পৈতৃক বাড়িগুলো তুলে দিচ্ছে অন্যের হাতে। আর তার ফলেই জন্ম নিচ্ছে সারিসারি বহুতল অট্টালিকা।

কিন্তু এই উন্নয়নের দৌড়ে আমরা কি হারিয়ে ফেলছি আমাদের শিকড়? বড় বড় অট্টালিকার আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে পুরোনো দিনের বাড়িগুলো- যেগুলো আজ কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার ছবি বা পুরোনো খবরের কাগজের পাতায় স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে।

এই বাড়িগুলো যেন শুধু ছবি হয়ে ফিরে না আসে। পরবর্তী প্রজন্ম যেন ইট-কংক্রিটের ভিড়ে দাঁড়িয়ে কেবল গল্প না শোনে, নিজের চোখে দেখতে পায় পুরোনো দিনের জীবনের ঝলক।

তাই বলি- বাঁচতে দাও পুরোনো বাড়িগুলোকে/বাঁচতে দাও আমাদের স্মৃতি, আমাদের ইতিহাসকে।

অভীক দত্ত, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই–মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চাকরিপ্রার্থী নয়, এখন লক্ষ্য চাকরিদাতা

মধ্যবিত্তের ‘সরকারি চাকরি’র স্বপ্নে কি ফাটল ধরল? চাকরির লাইনে দাঁড়ানো নয়, দেশ এখন চাকরি তৈরির পথে।

পীযূষ গোয়েল

একটা সময় ছিল যখন ভালো ছাত্র মানেই ছিল—হয় ডাক্তার, নয় ইঞ্জিনিয়ার, আর নিদেনপক্ষে সরকারি অফিসের বড়বাবু। বাবা-মায়েরাও এর বাইরে কিছু ভাবতে ভয় পেতেন। ‘ব্যবসা’ বা ‘উদ্যোগ’ শব্দগুলো মধ্যবিত্ত ড্রয়িংরুমে খুব একটা জাতে উঠত না। কিন্তু হাওয়া বদলাচ্ছে এবং সেই বদলটা এতটাই জোরালো যে খোদ আন্তর্জাতিক দুনিয়াও নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের হাত ধরে ভারতে এক নতুন অর্থনীতির জন্ম হচ্ছে, যেখানে তরুণ প্রজন্ম আর ‘চাকরিপ্রার্থী’ নয়, বরং ‘চাকরিদাতা’ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’-এর যে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, তার আসল কারিগর কিন্তু এই ঝুঁকি নেওয়া তরুণ তুর্কিরাই।

বিশ্বের স্টার্টআপ মানচিত্রে ভারত এখন প্রথম সারির খেলোয়াড়। ২০১৫ সালে লালকেল্লা থেকে যখন স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন অনেকেই একে নিছক রাজনৈতিক চমক ভেবেছিলেন। কিন্তু এক দশক পর ফিরে তাকালে দেখা যাচ্ছে, দেশের প্রতিটি জেলা ও ব্লকে উদ্যোগের চারাগাছটি মহীরুহে পরিণত হতে শুরু করেছে। ২০১৬ সালে সরকারিভাবে এই প্রকল্পের সূচনার পর থেকে তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি থেকে নির্মাণ—সব ক্ষেত্রেই পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুনের আবাহন।

ভারত মানেই শুধু সস্তায় শ্রম—এই তকমা ঝেড়ে ফেলার সময় এসেছে। গত এক দশকে ‘ডিপ টেকনলজি’ এবং উদ্ভাবনে জোর দেওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারত ৮১ থেকে একলাফে ৩৮ নম্বরে উঠে এসেছে। ১৬,৪০০-র বেশি নতুন পেটেন্টের জন্য আবেদন জমা পড়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় স্টার্টআপগুলো এখন আর বিদেশিদের কপি-পেস্ট করছে না, বরং মৌলিক গবেষণায় মন দিয়েছে। কৃত্রিম মেধা বা এআই (AI) মিশনের হাত ধরে রোবোটিক্স, সেমিকনডাক্টর এবং মহাকাশ প্রযুক্তিতেও ভারতের নাম উজ্জ্বল হচ্ছে।

- এআই

স্টার্টআপ মানেই কি শুধু বেঙ্গালুরু, মুম্বই বা গুরুগ্রাম? এই ধারণাটা ভাঙাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এবং পরিসংখ্যানে স্বস্তির খবর—দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ স্টার্টআপ এখন উঠে আসছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শহরগুলি থেকে। শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ বা কোচবিহারের মতো ছোট শহরের ছেলেমেয়েরাও আজ গ্লোবাল মার্কেটে পাল্লা দেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে। ২০১৬ সালে যেখানে মাত্র ৪টি রাজ্যে স্টার্টআপ নীতি ছিল, আজ তা ছড়িয়েছে ৩০টিরও বেশি রাজ্যে। ২ লক্ষেরও বেশি স্বীকৃত স্টার্টআপ আজ ভারতের অর্থনীতির ইঞ্জিনে নতুন জ্বালানি। এর চেয়েও বড় কথা—নারীশক্তির উত্থান। স্বীকৃত স্টার্টআপগুলির ৪৫ শতাংশেই অন্তত একজন মহিলা ডিরেক্টর রয়েছেন।

সরকার এখানে চালক নয়, বরং সহায়কের ভূমিকায়। ‘অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স’ বিলোপ করা, কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়া এবং লাল ফিতের ফাঁস আলগা করার ফলে অক্সিজেন পেয়েছে নতুন কোম্পানিগুলো। ‘গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস’ বা জেম (GeM) পোর্টালে ৩৫ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ যুক্ত হয়েছে, যারা ৫১ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্ডার পেয়েছে। অর্থাৎ, সরকারি কেনাকাটায় বড় বড় কর্পোরেটের একচেটিয়া অধিকার ভেঙে ছোটদের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

চ্যালেঞ্জও আছে। বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে ব্রিটেনের বা ইজরায়েলের মতো দেশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে হবে। ২১টি আন্তর্জাতিক সেতু বা ‘ব্রিজ’ সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে। কিন্তু আসল লড়াইটা মানসিকতার। যে দেশে সরকারি চাকরির জন্য হাহাকার, সেখানে দাঁড়িয়ে এই ‘উদ্যোগী’ হওয়ার মন্ত্র কতটা স্থায়ী হবে, তা সময় বলবে। তবে একটা কথা স্পষ্ট—ভারতীয় যুবসমাজ আর শুধু নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নেই। তারা ঝুঁকি নিতে শিখেছে। ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি মানেই যে শুধু অন্যের অধীনে কাজ করা নয়, বরং নতুন কিছু তৈরি করা—এই বোধটা জাগছে। এই আত্মবিশ্বাসটুকুই আগামীর ভারতের আসল পুঁজি।

(লেখক কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ৩। ছোট বাড়ি ৫। বাদামের একটি প্রজাতি ৭। ভারতের প্রাচীন জাতি ৯। বস্ত্রাদিতে মোরগ ফুলের মতো বা পাতার মতো নকশা ১১। গবেষণার জন্য গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ঘর ১৪। বজ্র-এর আঞ্চলিক রূপ ১৫। প্রতিদিনের, রোজকার।

উপর-নীচ : ১। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ২। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র ৩। প্রবল সমর্থন ৪। সুতো জড়িয়ে রাখার জন্য কাঠের নাটাই ৬। অতি দুরন্ত বা অশান্ত ৮। মুখ, বর্ণনা, বিবরণ ১০। অন্য কাল বা যুগ, ১১। বসন্তকাল বা বৈশাখ মাস ১২। দেবালয়, উপাসনা গৃহ ১৩। মনসামঙ্গলের গান।

সমাধান ■ ৪৩৪৬

পাশাপাশি : ১। ভাতিজা ৩। নাশ ৫। নামী ৬। চাকলা ৮। উড়ানি ১০। হরজ ১২। ছিদাম ১৪। নাদ ১৫। নীপ ১৬। মরাল।

উপর-নীচ : ১। ভাদ্রবউ ২। জানাজানি ৪। শতক ৭। লাই ৯। লাছি ১০। হরদম ১১। জনবল ১৩। দামিনী।

বিন্দুবিসর্গ

দুই শহরে সেজেছে স্টেশন

পোস্টারে ধন্যবাদ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : রাত পোহালেই মালদা টাউন স্টেশন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে উদ্বোধন হবে রাধিকাপুর-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের। যার মধ্যে দিয়ে উত্তর দিনাজপুরের রেল মানচিত্রে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই এই ট্রেনের উদ্বোধনকে ঘিরে রাধিকাপুর থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত স্টেশনগুলি সেজে উঠেছে।

শুক্রবার দুপুরে রায়গঞ্জ স্টেশনের প্রবেশদ্বারে তৈরি করা হয়েছে মূল মঞ্চ। প্ল্যাটফর্মগুলি সাজিয়ে তোলা হয়েছে, বাইরের সমস্ত হকারদের সরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। কোচ রেস্তোরাঁর কাজও চলছে জোরকদমে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ও সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় টাঙানো হয়েছে পোস্টার। রায়গঞ্জের পাশাপাশি রাধিকাপুর ও কালিয়াগঞ্জ স্টেশনও সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।

আগামীকালের কর্মসূচিকে সামনে রেখে এদিন রেলমন্ত্রকের আধিকারিক, রেলের বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন সাংসদ। তিনি জানান, বেঙ্গালুরুর ট্রেন সাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। সেই ট্রেন প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল উদ্বোধন করবেন। রাধিকাপুর থেকে ছেড়ে কালিয়াগঞ্জ হয়ে তারপর রায়গঞ্জে আসবে। রেলের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে অনুষ্ঠান হবে রাধিকাপুর স্টেশনে। পাশাপাশি কালিয়াগঞ্জ ও রায়গঞ্জ স্টেশনেও অনুষ্ঠান হবে। ট্রেনকে স্বাগত জানাতে রায়গঞ্জ স্টেশনে জেলাবাসী উপস্থিত থাকবেন। তাঁর কথায়,

- ট্রেনটি শনিবার রাধিকাপুর থেকে দুপুর ১টা বেজে ৪৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে
- কালিয়াগঞ্জ থেকে ২টা বেজে ১৫ মিনিটে ছেড়ে রায়গঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেবে
- রায়গঞ্জ থেকে ট্রেনটি ছাড়বে ২টা বেজে ৫৫ মিনিটে

'মানুষের যাত্রাপথে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য ট্রেনটিতে পুরো আধুনিক ব্যবস্থা আছে। তবে আপাতত সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় ট্র্যাকের কাজ চলছে, রাধিকাপুরে লুপ লাইনের কাজ চলছে। সব কাজ শেষ হলে বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখা হবে।' রায়গঞ্জ স্টেশনের স্টেশনমাস্টার রাজু কুমার জানান, ট্রেনটি এখানে পাঁচ মিনিটের জন্য দাঁড়াবে, সেই সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করা হবে।

রায়গঞ্জ মহকুমার বাসিন্দারা স্বাধীনতার পর এই প্রথম দক্ষিণ ভারতের ট্রেন পাচ্ছেন। তাই ট্রেনটিকে ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে সকলের মধ্যে। এই ট্রেনে মোট ২২টি কোচ থাকছে। যারমধ্যে দুটি এসি টু টিয়ার, ছয়টি এসি থ্রি টিয়ার, আটটি স্লিপার এবং জেনারেল কোচ থাকছে চারটি। প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক রথীন্দ্রকুমার দেব বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগের দাবি জানিয়ে আসছিলেন এই অঞ্চলের মানুষ। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি সকলেই।'

ট্রেনটি শনিবার রাধিকাপুর থেকে সকাল ১টা বেজে ৪৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে। এরপর কালিয়াগঞ্জে এসে পৌঁছাবে ২টা বেজে ১০ মিনিটে। ২টা বেজে ১৫ মিনিটে কালিয়াগঞ্জ স্টেশন ছেড়ে রায়গঞ্জের দিকে রওনা দেবে। পৌঁছাবে দুপুর ২টা বেজে ৫০ মিনিটে। রায়গঞ্জ থেকে ট্রেনটি ছাড়বে ২টা বেজে ৫৫ মিনিটে। উদ্বোধন স্পেশাল ট্রেনটির শেষ গন্তব্য এসএমভিটি বেঙ্গালুরুতে পৌঁছাবে ১৯ তারিখে।

তৈরি প্যান্ডেল

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি : বহুদিনের প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রেল মানচিত্রে যুক্ত হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত বালুরঘাট-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস। শনিবার দুপুরে মালদা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ট্রেনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও উদ্বোধনের সময় উন্নতমানের এলএইচবি কোচযুক্ত ট্রেনটি উপস্থিত থাকবে বালুরঘাট রেলস্টেশনেই। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করার পরেই সেখান থেকে প্রথমবারের জন্য বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবে ট্রেনটি।

উদ্বোধনের আগে শুক্রবার সাজোসাজো চেহারা নিয়েছে বালুরঘাট রেলস্টেশন চত্বর। স্টেশন এলাকাকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে আলোকসজ্জা ও ফুল দিয়ে। পাশাপাশি প্যান্ডেল তৈরি করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ করা হয়েছে। উদ্বোধনের দিন উপস্থিত থাকতে পারেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের রিজিওনাল ম্যানেজার কিরেন্দ্র নারাহ, ভারত সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রকের অ্যাডিশনাল পার্সোনাল সেক্রেটারি অজয়কান্তি সরকার সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। শুক্রবার দুপুরে উদ্বোধনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে স্টেশন পরিদর্শনে আসেন কাটিহার ডিভিশনের অ্যাডিশনাল রিজিওনাল ম্যানেজার মনোজকুমার সিং সহ অন্য রেলকর্তারা। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে নিরাপত্তার দিকেও কড়া নজর রাখা হয়েছে। আরপিএফ ও জিআরপি থানার পক্ষ থেকে স্টেশন চত্বরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পরে বালুরঘাট থেকে সরাসরি দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে রেল যোগাযোগ

বালুরঘাট স্টেশনে মঞ্চ তৈরি। ছবি : মাজিদুর সরদার

স্থাপিত হওয়ায় খুশি জেলাবাসী। জেলার বহু মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ সহ দক্ষিণ ভারতের নানা শহরে যাতায়াত করেন। এতদিন তাঁদের কলকাতা থেকে ট্রেন ধরতে হত। প্রথম পর্যায়ে এই রুটে অমৃত ভারত ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা হলেও, তাতে বাতানুকূল কোচ না থাকায় পরে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোচযুক্ত দ্রুতগামী মেল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রেলযাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিশ্বর রায় বলেন, 'বহু বছর ধরে আমরা এই ট্রেনের দাবিতে রেলমন্ত্রী ও সাংসদের কাছে দরবার করেছি। প্রান্তিক এই জেলার জন্য এই ট্রেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। আজ তা বাস্তবায়িত হওয়ায় আমরা খুশি।' শিক্ষক অসিতকুমার সরকারকে বছরে দু'বার বাবাকে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়। তাঁর কথায়, 'এখন বালুরঘাটে ট্রেনে উঠেই সরাসরি বেঙ্গালুরু পৌঁছাতে পারব। এতে আমাদের মতো বহু মানুষ উপকৃত হবে।' প্রান্তিক জেলার রেল যোগাযোগে এই ট্রেন যে নতুন দিগন্ত খুলে দিল, তা নিয়ে একমত সকলেই।

পুর উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে। শুক্রবার গঙ্গারামপুরে। ছবি : চয়ন হোড়

রোশনাইয়ে উৎসবের প্রস্তুতি

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৬ জানুয়ারি : আলোয় সেজেছে শহর। ব্যস্ত রাস্তায় হাঁটলেই চোখে পড়ছে রঙিন আলোর ঝলকানি, মুখে মুখে শুধু উৎসবের কথা। এই আবহেই আগামী ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গঙ্গারামপুর পুর উৎসব। দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এই উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বাসে মেতেছে গোটা শহরবাসী।

এবারের উৎসবের মূল মঞ্চ থাকছে গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানে। সেখানেই দুইদিন ধরে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংগীত পরিবেশন ও নানা বিনোদনমূলক আয়োজন। তবে অনুষ্ঠান শুরুর আগেই শহরজুড়ে অভিনব ও নান্দনিক আলোকসজ্জা শহরবাসীর মন কেড়েছে। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধার দিয়ে এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ওপর দিয়ে তৈরি হয়েছে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা।

এবিষয়ে পড়ুয়া মানবী হালদার বলেন, 'এই ধরনের আলোকসজ্জা, এই ধরনের অনুষ্ঠান, এই ধরনের উৎসব, একমাত্র গঙ্গারামপুর পুরসভার পক্ষেই সম্ভব। পুর উৎসব এলেই শহর নতুন করে সেজে ওঠে। পুরসভাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন উৎসব করার জন্য।' উৎসবে অরুণিতা কাঞ্জিলাল, বিশ্বনাথ বসুদেরকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। এই উৎসবকে নিয়ে দু'দিনে তাঁর অনেক পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি জানান।

এবারের উৎসবের অন্যতম বড় আকর্ষণ হতে চলেছে সংগীতানুষ্ঠান। ১৮ জানুয়ারি উৎসবের মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী অরুণিতা কাঞ্জিলাল। তাঁর কণ্ঠের জনপ্রিয় গান ও আবেগঘন পরিবেশনা যে উৎসবের আমেজকে আরও একধাপ ওপরে তুলে নিয়ে যাবে, তা নিয়ে আশাবাদী সকলেই। অরুণিতার আগমনকে ঘিরে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। তাঁর সঙ্গে মঞ্চ মাতাবেন বিশিষ্ট অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু।

উৎসব সম্পর্কে গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র বলেন, 'রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ১৭ এবং ১৮ জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো গঙ্গারামপুর পুর উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৪ জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন খেলাধুলো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ১৭ এবং ১৮ তারিখে মূল প্রোগ্রাম রয়েছে, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে যার সূচনা হবে। সঙ্গে থাকছে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী অরুণিতা কাঞ্জিলাল সহ অন্য শিল্পীদের অনুষ্ঠান।' গঙ্গারামপুর পুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই পুর উৎসবের। পুরবাসীর দাবি মেনে গত বছর থেকে তাঁরা এই উৎসব চালু করেছেন বলে তিনি জানান।

দ্বিতীয়বারের এই গঙ্গারামপুর পুর উৎসব শুধু একটি অনুষ্ঠান নয় বরং শহরবাসীর আবেগ, মিলন ও আনন্দের প্রতিচ্ছবি। দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি ভুলে আলো, সংগীত আর সংস্কৃতির ছোঁয়ায় শহরবাসী আবার একত্রিত হচ্ছেন এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। সবমিলিয়ে গঙ্গারামপুর পুর উৎসব ২০২৬ হয়ে উঠতে চলেছে এক স্মরণীয় অধ্যায়। রোশনাই, মানুষের উচ্ছ্বাস আর অরুণিতার সুরে এই দু'দিন গঙ্গারামপুর এক আবেগের উৎসবের রূপ নেবে।

চায়ে উষ্ণতার খোঁজ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : শীতের দাপট গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা কমেছে। আবহাওয়া সংক্রান্ত মোবাইল অ্যাপ বলছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় তাপমাত্রার পারদ ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। এই ঠান্ডার প্রকোপ থেকে সামান্য স্বস্তি পেতে বইমেলা মজেছে মাটির ভাঁড়ের চায়ে। ন্যাশনাল বুক এজেন্সির কাউন্টারে প্রসেনজিৎ জোয়ারদার, রিনা মিত্র, কৌশিক মৈত্ররা চায়ে চুমুক দিয়ে যেন উষ্ণতা খুঁজছিলেন। ক্রেতাদেরও চা পানের আমন্ত্রণ জানাতে কার্পণ্য দেখাচ্ছেন না তাঁরা।

শুধু একটা বইয়ের কাউন্টারে নয়, বইমেলার সর্বত্র একই চিত্র। শুক্রবার ছিল ৩৭তম মালদা জেলা বইমেলা ও প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিন। এদিন বিকেল থেকেই কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছিল বইমেলা প্রাঙ্গণে। বন্দে মাতরম মঞ্চ, মহাশ্বেতা দেবী মঞ্চ এবং পরিমল ত্রিপাঠী মঞ্চজুড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধুর কণ্ঠ মুখরিত করে রেখেছিল বইমেলা প্রাঙ্গণ।

এবারের বইমেলার বিশেষত্ব হল, নন-বুক স্টল রাখা হয়েছে বইমেলা পরিসরের বাইরে। শুধুমাত্র মেলা পরিসরের ভিতরে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে চা বিক্রেতাদের। ৬টি চায়ের কাউন্টারে হাজার হাজার মাটির ভাঁড়। পাঠক থেকে ক্রেতা বিক্রেতা, সকলের ভিড় এই চায়ের কাউন্টারগুলিতে। এক কাপ চায়ের দাম ২০ টাকা! তবে বই বিক্রেতাদের জন্য সেই রেট ১০ টাকা। শীতের আমেজে চা পানে কার্পণ্য নেই কারও। অতসী ঘোষ নামে এক গৃহবধূ চায়ের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সপরিবার চা পান করছিলেন। বললেন, 'মাটির

মালদা বইমেলায় বইপ্রেমীরা। শুক্রবার।

ভাঁড় দেখেই চা পানের জন্য এগিয়ে এলাম। এমন ঠান্ডায় চা না খেলে বেশিক্ষণ খোলা ময়দানে থাকা যায় না।' বই বিক্রেতা কৌশিক মৈত্রর কথায়, 'এবছর যেন শীতের দাপট বেশি। এই ঠান্ডায় একটু গরম চা না খেলে ঠিক জমবে না।'

প্রায় ১৪ বছর পর ন্যাশনাল বুক এজেন্সি এবার বইমেলায় কাউন্টার পেয়েছে। কৌশিকরা প্রতিদিনই কাউন্টারে বসছেন। তাই চায়ের চুমুকে ভরসা রাখতেই হয়। বললেন, 'ঠান্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচতে নিজেরা তো চা পান করছিই, ক্রেতাদেরও চা অফার করছি।'

বিক্রি ভালো হওয়ায় গোপাল সাহার মতো চা বিক্রেতারা ভারী খুশি। বললেন, 'প্রথম দিন দেড় হাজার কাপ চা বিক্রি করেছি। কাগজের কাপও রয়েছে, তবে মাটির ভাঁড়ের চায়ের চাহিদা বেশি।'

শনিবারে বইমেলার থিম ছিল রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। এদিন বন্দে মাতরম মঞ্চে জেলার ও জেলার বাইরের বিভিন্ন সংগীতশিল্পীর রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রবীন্দ্র নাটিকা থেকে শুরু করে কোরাস গান দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করেছে।

বইমেলা লাইভ

আলোচনা

'গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃকের ভূমিকা' -এই নিয়ে শুক্রবার আলোচনা জমে উঠল বইমেলা প্রাঙ্গণের বিকেলের ব্যালকনি মঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ পান, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক প্রবীণ কারকি সহ অন্যরা। জেলা স্তরের লাইব্রেরিগুলির বর্তমান পরিস্থিতি এবং সেগুলিকে কীভাবে আধুনিক করা যায়, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সেলফি

মেলা হোক বা কোনও অনুষ্ঠান, সবেতেই থাকে সেলফি জোন। মালদা জেলার বইমেলা প্রাঙ্গণও তার ব্যতিক্রমী নয়। কমবয়সিদের মধ্যে যাঁরা মেলায় আসছেন, প্রায় প্রত্যেকেই একবার হলেও সেলফি জোনে গিয়ে ছবি তুলছেন।

বাইক চোর ধৃত

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : অবশেষে পুলিশের ফাঁদে ধরা পড়ল এক বাইক চোর। উদ্ধার হল তিনটি চুরি যাওয়া বাইক। বৃহস্পতিবার রাতে কালিয়াগঞ্জের ডালিমগাঁওয়ের নেহালিপাড়ার বাসিন্দা পবিত্র রায়কে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। তার বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হয় কুশমণ্ডি এবং রায়গঞ্জ এলাকা থেকে চুরি যাওয়া তিনটি বাইক। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'শুক্রবার পবিত্র রায়কে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতকে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

দুর্ঘটনায় মৃত

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : বিরিয়ানি কিনে অফিস যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃত তরুণের নাম সোমনাথ দাস (২৩)। বাড়ি হাওড়ার বাকসরা এলাকায়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তনু সাহানি বলেন, 'দুপুর আড়াইটে নাগাদ চায়ের দোকানে বসেছিলাম। ওই তরুণ মোটরবাইক নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর বাইকের পাশে একটি বেসরকারি বাস যাচ্ছিল। কোনওভাবে চাকা স্লিপ করে মোটরবাইকটি পড়ে যায়। বাসের পেছনের চাকার নীচে ওই বাইকচালক ছিটকে পড়েন। মাথার উপর দিয়ে বাসের চাকা চলে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে তরুণের মৃত্যু হয়।'

গোপন বার্তায় নতুনের অপেক্ষা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি : বাংলা ব্যান্ড মহীনের ঘোড়াগুলির একটি জনপ্রিয় গান রয়েছে, 'কখন তোমার আসবে টেলিফোন'। এখন অনেকটা সেরকমই দশা বালুরঘাটের তৃণমূল নেতৃত্বের। তবে টেলিফোন নয়, এক্ষেত্রে অপেক্ষা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ বা মুখবন্ধ খামে আসা চিঠির। শনিবার দুপুরে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান বেছে নেওয়ার কথা। সেই দুই পদে কারা বসবেন, তা শুক্রবার সন্ধ্যা অবধি স্পষ্ট নয়। একাধিক নাম ঘোরাফেরা করছে ঠিকই, তবে দলের উপরমহলের নির্দেশ আসবে নাকি শনিবার সকালেই। ওই হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে বা বন্ধ খামে। জেলা সভাপতির কাছেই ওই বার্তা পাঠাবে রাজ্য নেতৃত্ব।

রাজ্যের ওই বার্তায় কোন কাউন্সিলারের শিকে ছিঁড়বে, চেয়ারম্যান হিসেবে, এদিন সেই জল্পনা ছিল তুঙ্গে। শনিবার সকাল ১১টায় বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠকেই নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবে। ওই বৈঠকের আগেই কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করতে চাইছেন তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। তবে চেয়ারম্যানের নামে রাজ্য সিলমোহর না দেওয়া পর্যন্ত এনিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে সকলের মধ্যে।

তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ বলেন, 'রাজ্য থেকে বার্তা পাঠাবে। তারপর পুরসভার বৈঠকের আগেই সকল কাউন্সিলারদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন পদাধিকারীদের বেছে নেওয়া হবে।'

গত ১৯ ডিসেম্বর বালুরঘাট পুরসভার ১৪ জন কাউন্সিলার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে আসেন। তারপর থেকেই পুরসভার ভবনের চেয়ারম্যানের ঘরটি কার্যত অব্যবহৃত থেকে গিয়েছে। আর ভাইস চেয়ারম্যানের পদ তো প্রায় তিন বছর ধরে শূন্য রয়েছে বালুরঘাট পুরসভায়। ফলে ওই ঘরটিও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন। শনিবারের কথা ভেবে অবশ্য সেই দুটি ঘর পরিষ্কার-

বালুরঘাট পুরসভা

পরিচ্ছন্ন করে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শুক্রবার পুরসভার অফিসে গিয়ে সেই দৃশ্য দেখা গিয়েছে।

এদিকে, রাজ্যের নির্দেশেই চেয়ারম্যান বদল হলেও, রাজ্য কোন শিবিরের কাউন্সিলারকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেবে, এই নিয়ে জল্পনা রয়েছে। বিদ্রোহী কাউন্সিলারদের মধ্যে কাউকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হলে তা নিয়ে বিতর্ক তেমন হবে না। কিন্তু চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আন্দোলনে সঙ্গে না থাকা কাউন্সিলারদের মধ্যে রাজ্য কাউকে চেয়ারম্যান করার নির্দেশ দিলে, ওই বৈঠকে গোলমাল বাধার আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল। নতুন চেয়ারম্যানের নাম জানতে অপেক্ষায় রয়েছেন বালুরঘাটবাসীও।

পৃথিবীর পাঠশালা

নীল আগুনের আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরি মানেই টকটকে লাল লাভা— এই ছবিতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার ‘কাওয়াহ ইজেন’ আগ্নেয়গিরিতে রাতে গেলে মনে হবে আপনি পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনও গ্রহে এসে পড়েছেন। কারণ, সেখান থেকে বের হয় বৈদ্যুতিক নীল রঙের আগুন! আসলে এটি লাভা নয়। এই আগ্নেয়গিরির ফাটল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে সালফার বা গন্ধক গ্যাস বের হয়। বাতাসের সংস্পর্শে এসে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই গ্যাস দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে এবং উজ্জ্বল নীল শিখা তৈরি করে। সেই তরল সালফার যখন পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে নামে, মনে হয় যেন নীল লাভা বইছে। দৃশ্যটি যতটা সুন্দর, ততটাই বিষাক্ত। পর্যটকরা গ্যাস মাস্ক পরে এই অপার্থিব দৃশ্য দেখতে যান, আর স্থানীয় শ্রমিকরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেখান থেকে সালফার সংগ্রহ করেন।

পায়রা যখন মিসাইল

ড্রোন বা জিপিএস আসার আগে মিসাইল কীভাবে লক্ষ্যভেদ করত? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী বিএফ স্কিনার এক আজব সমাধান দিয়েছিলেন— ‘প্রোজেক্ট পিজিয়ন’ বা পায়রা চালিত মিসাইল! মিসাইলের সামনের অংশে তিনটি পায়রাকে বসিয়ে রাখা হত। তাদের সামনে একটি স্ক্রিন থাকত যেখানে লক্ষ্যের ছবি দেখানো হত। স্কিনার পায়রাদের শিখিয়েছিলেন স্ক্রিনে টার্গেট দেখলেই ঠোকর মারতে। পায়রা ঠোকর মারলে মিসাইলের দিক সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হত। শুনতে অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর লাগলেও, পরীক্ষায় এটি দারুণ কাজ করেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী শেষমেশ এই প্রোজেক্ট বাতিল করে দেয়, কারণ তারা ভেবেছিল মিসাইলের ভেতর জ্যান্ত পায়রা ভরে যুদ্ধ করাটা শত্রুপক্ষের কাছে হাসির খোরাক হবে।

শত্রু যখন বন্ধু হল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান এবং জার্মানরা ছিল একে অপরের জানের দুশমন। কিন্তু যুদ্ধের একেবারে শেষ লগ্নে, ১৯৪৫ সালে অস্ট্রিয়ার ‘ক্যাসেল ইটার’-এর যুদ্ধে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, যা সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। সেখানে আমেরিকান সৈন্য এবং জার্মান সেনাবাহিনীর সৈন্যরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল! তাদের প্রতিপক্ষ ছিল হিটলারের অনুগত খুনি বাহিনী ‘এসএস’। দুর্গের ভেতরে বন্দি ফরাসি ভিআইপিদের (যাঁদের মধ্যে টেনিস তারকা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা ছিলেন) বাঁচাতে এই দুই শত্রুপক্ষ একজোট হয়েছিল। ইতিহাসে এটিই একমাত্র ঘটনা যেখানে আমেরিকান ও জার্মানরা একই পক্ষে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে, মানবতার খাতিরে যুদ্ধের ময়দানেও অনেক সময় সমীকরণের আমূল বদল ঘটে।

বিশ্বের একলা গাছ

সাহারা মরুভূমির নাইজার অংশে মাইলের পর মাইল কেবল ধু-ধু বালি। তার ঠিক মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল একটিমাত্র অ্যাকাসিয়া গাছ, যার নাম ‘ট্রি অফ টেনেরে’। ৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে আর কোনও গাছপালা ছিল না। একে বলা হত বিশ্বের নিঃসঙ্গতম গাছ। শত শত বছর ধরে মরুযাত্রীদের কাছে এটি ছিল এক পবিত্র ল্যান্ডমার্ক বা দিকনির্ণয়ের চিহ্ন। কিন্তু ১৯৭৩ সালে এক মাতাল লিবিয়ান ট্রাক ড্রাইভার সেই ফাঁকা মরুভূমির মাঝখানেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে ওই একমাত্র গাছটিতেই ধাক্কা মারে! শতাব্দীপ্রাচীন গাছটি ভেঙে পড়ে। যে গাছটি প্রকৃতির রুক্ষতা সহ্য করে দিনের পর দিন বেঁচে ছিল, মানুষের মূর্খামির কাছে তাকে শেষমেশ হার মানতে হল। বর্তমানে সেই জায়গায় গাছটির স্মরণে একটি ধাতব ভাস্কর্য বসানো আছে।

সড়ক-রেলপথে অবরোধ, রাজনৈতিক তর্জা

পরিযায়ীর মৃত্যুতে উত্তপ্ত বেলডাঙ্গা

পরাগ মজুমদার

রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। শুক্রবার বেলডাঙ্গায়।

বেলডাঙ্গা, ১৬ জানুয়ারি : অগ্নিগর্ভ বেলডাঙ্গা। টানা ৫ ঘণ্টা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমসিম দশা প্রশাসনের। কোথাও টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ। কোথাও রেললাইনে অবরোধ। সেইসঙ্গে ভাঙচুর, আগুন। পরিণামে দীর্ঘসময় বন্ধ হয়ে থাকল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ। অচল হয়ে গেল শিয়ালদা-লালগোলা শাখায় ট্রেন চলাচল।

শেষপর্যন্ত মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া ও পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। মুর্শিদাবাদের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক বছর তিরিশের আলাউদ্দিন শেখকে ঝাড়খণ্ডে খুনের অভিযোগের কারণে এই উত্তপ্ত অবস্থা তৈরি হয়। আলাউদ্দিনের দেহ কফিনবন্দি হয়ে আসার পর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অবরুদ্ধ হওয়ায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের দু’দিকেই কয়েক কিলোমিটারজুড়ে তীব্র যানজট তৈরি হয়। কয়েকশো পণ্যবাহী ট্রাক ও বাস আটকে পড়ায় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। অ্যাম্বুল্যান্সে আটকে পড়েন রোগীরা। বেলডাঙ্গা স্টেশনের কাছে অবরোধ করে ট্রেনের ইঞ্জিনে মৃত শ্রমিকের ছবি ঝুলিয়ে বিক্ষোভ চলে। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হন।

নিহত আলাউদ্দিনের পরিবারের অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাঁর দেহ। শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে দমদম বিমানবন্দরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি রক্ষার আবেদন জানালেও বিক্ষোভের কারণ যুক্তিসংগত বলে মত দেন। তাঁর কথায়, ‘বেলডাঙ্গায় কাদের প্ররোচনা আছে, আপনারা জানেন। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। শুক্রবার সংখ্যালঘুদের জমায়েত চিরকালই হয়। আমাদের দুর্গাপুজো, শিবরাত্রিতেও হয়। আমি কি বারণ করতে পারি? ওদের ক্ষোভ সংগত।’

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পালটা বক্তব্য, ‘ঝাড়খণ্ডের মতো অবিজেপি রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে। তাহলে ট্রেন অবরোধ করে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কেন?’ শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে আইনি শাসন নেই। শাসকের আইন প্রতিষ্ঠিত। তার বেনজির দৃষ্টান্ত আবার দেখল পশ্চিমবঙ্গবাসী। মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলব, মানুষকে অশান্তির আগুন ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক রুটি সেঁকা বন্ধ করুন।’

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দোষীদের চিহ্নিত করার আবেদন করেন। অশান্তির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক পরিযায়ী শ্রমিক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করেন। কেউ চুরি-ডাকাতি করেন না। কেন তাঁদের পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে না? বাইরে গেলেই বাংলাদেশি বলা হচ্ছে এঁদের।

জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর অবরোধ তুলে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানোর আর্জি জানান। মৃতের মা সোনা বিবি বলেন, ‘আমার ছেলের বৌকে চাকরি দিক রাজ্য সরকার। তবে বিক্ষোভকারীদের বলব, কাউকে অসুবিধায় না ফেলে অবরোধ তুলে নিন।’ আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী বলেন, ‘পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর যেভাবে ভিনরাজ্যে অত্যাচার হচ্ছে, তাতে মানুষ বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামছে।’

রাস্তায় ফেলে মার মহিলা সাংবাদিককে

বহরমপুর, ১৬ জানুয়ারি : পেশার টানে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধকারীদের প্রাণঘাতী হামলার মুখে পড়তে হল সোমা মাইতিকে। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক সোমা বহরমপুরের বাসিন্দা। শুক্রবার সেই হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন তিনি। হামলার হাত থেকে বাদ যাননি সোমার সঙ্গে থাকা ক্যামেরাম্যান রঞ্জিত মাহাতোও। রাস্তায় ফেলে তাঁদের এলোপাতাড়ি মারধর করে বিক্ষোভকারীরা। হাত, পা সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে চোট পেয়েছেন। পরবর্তীতে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় সেই দুজনকে।

ঘটনার বেশ কয়েক ঘণ্টা পরেও হতভম্ব ভাব কাটেনি সোমার। নিজের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এর আগে কখনও হয়েছেন বলে মনে করতে পারেননি সোমা। কাঁদো কাঁদো গলায় নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলেন, ‘দীর্ঘ বছর ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। নানা চড়াই উতরাই দেখেছি। তা বলে এমন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়নি। দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন আমাকে টেনে এনে চুল ধরে টানাটানি করে। তারপর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। কুৎসিতভাবে স্পর্শ করে। আমার ক্যামেরাম্যানকেও ছাড় দেয়নি ওরা। মেরে ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এই ভয়ানক স্মৃতি ভোলার নয়।’

ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী আবুজার আলি বলেন, ‘প্রায় চার পাঁচশো লোক মিলে ঘিরে ধরেছিল ওই মহিলা সাংবাদিক ও তার সঙ্গে থাকা ক্যামেরাম্যানকে। পরে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে মারধর। আমরা কোনওরকমে ওদের উদ্ধার করি।’

সংখ্যা বাড়ল শুনানিকেন্দ্রের

নিউজ ব্যুরো

১৬ জানুয়ারি : এসআইআর-এর শুনানিকেন্দ্রে সাধারণ মানুষের হয়রানি লাঘবে উদ্যোগী প্রশাসন। ফরাক্কা ও চাকুলিয়ার বিডিও অফিসে তাণ্ডবের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তড়িঘড়ি মালদা জেলার একাধিক ব্লকে শুনানিকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার থেকেই ইটাহার ব্লকে মোট ৮টি শুনানিকেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। এতদিন কেবল বিডিও অফিসে এসআইআর-এর শুনানি চলছিল। শুক্রবার ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেন, বিডিও দিব্যেন্দু সরকার ও আইসি গৌতম চৌধুরী যৌথভাবে ওই শুনানিকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি তাঁদের সাধারণ মানুষকেও আশ্বস্ত করতে দেখা যায়।

বিডিও বলেন, ‘বিধায়ক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুরোধে মানুষের সুবিধার্থে ইটাহার ব্লকে মোট ৮টি জায়গায় শুনানিকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হল।’

মোশারফ বলেন, ‘মানুষের যাতায়াতের হয়রানি কমানোর জন্য প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে হিয়ারিং ক্যাম্প করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে। বিষয়টি নবান্নেও জানিয়েছিলাম। আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে ইটাহারে ৮টি ক্যাম্পে শুনানির ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।’ তিনি আরও বলেন, ‘ফরাক্কা বা চাকুলিয়ার মতো ঘটনা যাতে ইটাহারে না ঘটে সেজন্য আমরা সতর্ক রয়েছি। নিয়ম শিথিল করার দাবিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করব। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিতে দেব না।’

অন্যদিকে, চাকুলিয়া সংলগ্ন করণদিঘি ব্লকেও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে এসআইআর শুনানি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, ডালখোলা পুরসভা ও ডালখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধার্থে ডালখোলা হাইস্কুলে শুনানিকেন্দ্র খোলা হয়েছে। করণদিঘি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জন্য বিডিও অফিস এবং আলতাপুর-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের জন্য তিতপুকুর হাইস্কুলেও শুনানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- বৃহস্পতিবার থেকে ইটাহার ব্লকে মোট ৮টি শুনানিকেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন
- সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে করণদিঘি ব্লকেও শুনানিকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে
- রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ ব্লকে যথাক্রমে ৫টি ও ২টি নতুন শুনানিকেন্দ্র খোলা হয়েছে

এছাড়া বাকি প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকার জন্য আলাদা করে শুনানিকেন্দ্র খোলা হবে। শনিবার থেকে ওই ক্যাম্পগুলিতে শুনানি শুরু হবে বলে জানিয়েছেন করণদিঘির জয়েন্ট বিডিও বাপ্পাদিত্য রায়।

একই রকমভাবে এসআইআর শুনানিকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ ব্লকেও। রায়গঞ্জে শনিবার থেকে নতুন ৫টি কেন্দ্রে শুনানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কালিয়াগঞ্জ ব্লকে নতুন দুটি শুনানিকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্বোধন আজ

প্রথম পাতার পর

এদিন যাঁরা ভেতরে কাজ করছেন সিকিউরিটি পাস ছাড়া তাঁরা ঢোকার অনুমতি পাননি।

সকাল থেকেই সার্কিট বেঞ্চের মূল ভবনে আদিবাসী, রাভা, বৈরাতি সহ একাধিক নৃত্যশিল্পীদের দল দেখা গিয়েছে। এই শিল্পীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিকে নৃত্যের মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির গাড়ি কোন গেট দিয়ে কোথায় এসে দাঁড়াবে, নৃত্যশিল্পীরা কীভাবে অতিথিদের স্বাগত জানাবেন, প্রধান বিচারপতির গাড়ি সার্কিট বেঞ্চে প্রবেশের পরেই মঞ্চে কীভাবে ঘোষণা হবে, সব নিয়েই এদিন মহড়া চলে। মঞ্চের অনুষ্ঠান শেষ করে অতিথিরা সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত ভবনের মূল প্রবেশদ্বারের ফিতে কাটবেন।

এদিকে, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জেলার সমস্ত পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং এবং কালিম্পং থেকেও সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে আসা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে যে পুলিশকর্মীরা সাদা পোশাকে কর্মরত থাকবেন তাঁদের জন্য বিশেষ ড্রেসকোড করা হয়েছে।

শহরের মানুষ ও প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিজেপি এদিন সন্ধ্যায় মিছিল বের করে। অন্যদিকে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্থায়ী ভবনের সামনে টাঙানো তৃণমূল নেতাদের সমস্ত হোর্ডিং পুলিশ খুলে দিয়েছে।

তৃণমূল লিগ্যাল সেল এদিন তড়িঘড়ি জেলা তৃণমূল অফিসে সাংবাদিক বৈঠক ডাকে। লিগ্যাল সেলের সভাপতি গৌতম দাস বলেন, ‘স্টেশন রোডে সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী ভবন নির্মাণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। একইভাবে পাহাড়পুরের স্থায়ী ভবন নির্মাণেও রাজ্য সরকার ৫০১ কোটি টাকা খরচ করেছে।’

সেলের কার্যনির্বাহী সদস্য সোমনাথ পাল এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতিত্ব দিয়েছেন। বিজেপির লিগ্যাল সেলের সদস্য সৌজিৎ সিংহ সার্কিট বেঞ্চ সংক্রান্ত বিষয়ে জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সার্কিট বেঞ্চ আন্দোলনের বর্ষীয়ান আইনজীবী কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নিয়ে কোনও রাজনীতি চান না। উদ্বোধনী পর্ব ভালোয় ভালোয় মিটে এই ভবনে যাতে ভালোভাবে কাজ শুরু হয় সেটাকেই তাঁরা অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বলে জানান।

হুমায়ুনের ইঙ্গিত

ডোমকল, ১৬ জানুয়ারি : দুয়ারে কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। এহেন পরিস্থিতিতে জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের গলায় এবার নয়া চালের ইঙ্গিত। তৃণমূলকে চাপে রাখতে প্রয়োজনে সিপিএমের সঙ্গে আসন সমঝোতা করার ইঙ্গিত তিনি দিলেন শুক্রবার। বামেদের একসময়ের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল মুর্শিদাবাদ। সেখানে সিপিএম-কে জেলার ২২টি আসনের মধ্যে ৪টি ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন হুমায়ুন। তিনি বলেন, ‘তৃণমূলকে হারাতে সব ধরনের সমীকরণে যাওয়া সম্ভব। তাছাড়া আমরা ইতিমধ্যে পাঁচটা আসনে তো প্রার্থী ঘোষণা করেই ফেলেছি। প্রয়োজনে ৪টি আসন সিপিএম-কে দেওয়া যেতে পারে।’ রাজ্যে ৯০টি আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থী দাঁড় করানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। হুমায়ুন বলেন, ‘বাকি সিটগুলিতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষরা লড়বেন আমার দলের হয়ে।’

বিক্ষোভ

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে, এমন অভিযোগে শুক্রবার রায়গঞ্জ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সিপিএমের নেতা ও কর্মীরা। এদিন তাঁরা বিডিওকে স্মারকলিপি দেন। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা নীলকমল সাহা, উত্তম পাল, প্রদ্যুৎনারায়ণ ঘোষ প্রমুখ। উত্তমের অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে মানুষকে নানাভাবে হয়রান করা হচ্ছে। এটা বন্ধ না হলে তাঁরা আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন।

প্রতিযোগিতা

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : স্পেস অন হুইলসের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রায়গঞ্জের দেবীনগর মাড়াইকুড়া ইন্দ্রমোহন বিদ্যাপীঠে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। রায়গঞ্জের ১৫টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার রায়, মাড়াইকুড়া স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিশ্বজিৎ মণ্ডল প্রমুখ।

ব্যারিকেডের ফাঁক গলে যাতায়াতের চেষ্টা। শুক্রবার মালদা স্টেশনে। ছবি : অরিন্দম বাগ

কড়াকড়ির চক্রব্যূহে

প্রথম পাতার পর

আহ্লাদমণি হাইস্কুল, সাহাপুর হাইস্কুলের মতো দশটি স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার খাতিরে ওই স্কুলগুলিতে ঠাঁই নিয়েছেন সিভিক ও পুলিশকর্মীরা। তবে স্কুল ছুটিতে পড়ুয়ারা খুশি হলেও ক্ষুব্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কালাচাঁদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাহুলরঞ্জন দাসের বক্তব্য, ‘সবে নতুন শিক্ষাবর্ষের পড়াশোনা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে একবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরে পুলিশকর্মীদের জন্য স্কুল ছুটি দিতে হয়েছে। আর এবার প্রধানমন্ত্রী সফরের জন্য। সিলেবাস শেষ হবে কীভাবে?’

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য মালদার টাউন স্টেশনে এসে চরম বিপাকে পড়ছেন যাত্রীরা। শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ স্টেশন চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, স্টেশনের বেশ কিছুটা দূর থেকে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন এক দম্পতি। তাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক। এদিন বেঙ্গালুরু থেকে আসা ১২৫০৯ নম্বর ট্রেন এসে দাঁড়ায় পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। একে স্টেশনের অনেকটাই দূরে ওই দম্পতিকে নামিয়ে দিয়েছেন টোটোচালক। তারপর ট্রেন ধরার জন্য র‍্যাম্প ধরে অনেকটাই হাঁটতে হবে। মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতে গিয়ে চরম শীতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছেন তাঁরা। ওই ট্রেন ধরতে এসেছিলেন ষাটোর্ধ্ব মহিলা অনুপমা চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ি মালদা শহরের বুড়াবুড়িতলায়। বয়সজনিত কারণে হাঁটতে চলতে বেশ অসুবিধা হয়। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার অনুমতি নেই। তাই লিফট কিংবা এসকালেটার ব্যবহার করারও সুযোগ নেই। অগত্যা র‍্যাম্প দিয়ে হাঁটা শুরু করেন তিনি। চলতে চলতে বলতে থাকেন, ‘আগে জানলে আজ যেতাম না।’

প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য রেলমন্ত্রকের একের পর এক নির্দেশে কার্যত দিশেহারা মালদা ডিভিশনের রেলকর্মীরা। এই যেমন মালদা টাউন স্টেশনে প্রধানমন্ত্রীর সফর চলাকালীন ডিজেল শেডে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও ট্রেনের ইঞ্জিন চালু রাখা যাবে না। মাত্র ৩৫ মিনিটের প্রধানমন্ত্রী সফরের জন্য রেলকে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলে অভিযোগ। এক রেলকর্মী জানান, মালদার ডিজেল শেডে প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০টি ইঞ্জিন থাকে। সব ইঞ্জিনের ‘স্টার্ট’ বন্ধ করে রাখতে হবে। একটি ইঞ্জিন ফের চালু করতে হলে প্রায় ১২০০ লিটার করে তেলের অপচয় হবে। আর সেইজন্যই অন্য সময়ে সচরাচর ইঞ্জিনের ‘স্টার্ট’ বন্ধ করা হয় না। রেলকর্মীদের জন্যও জারি হয়েছে একাধিক নির্দেশিকা। রেলের কর্মীদের পরিচয়পত্র দু’দিনের জন্য বাতিল করা হয়েছে। স্থায়ী পরিচয়পত্র কোনও কাজে লাগবে না ওই দুইদিন। উলটে এই দুইদিনের জন্য দিল্লি থেকে বিশেষ কার্ড এসেছে। সেই কার্ড পাওয়ার জন্য রেলকর্মীদের পরিবারের সকলের তথ্য দিতে হয়েছে কেন্দ্রকে। দিতে হয়েছে প্রত্যেকের আধার কার্ড, মোবাইল নম্বর সহ নানা রকম তথ্য। মালদা টাউন স্টেশন চত্বর থেকে সামান্য দূরে রেল কলোনি। রেলের নিজস্ব লক্ষ্মণ সেন স্টেডিয়াম ও কালিন্দ্রী ফিল্ডে গড়ে তোলা হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। তাই রেল কোয়ার্টারে কারা থাকেন, তাঁরা এখন কোথায় আছেন, কোয়ার্টারে থাকলে পরিবারের সদস্যদের তথ্য সব সংগ্রহ করা হয়েছে। মোদির অনুষ্ঠান চলাকালীন কোনও ট্রেন বা মালগাড়িকে স্টেশনে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সব মালগাড়ি ও যাত্রীবাহী ট্রেন আগের স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। যে কারণে শনিবার এই সময়কালে একমাত্র কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের যাত্রীরা সমস্যায় পড়তে পারেন।

‘হামলা’র ভয়

প্রথম পাতার পর

দোষারোপ করতে শুরু করেন বিজেপি ও তৃণমূল নেতারা। এবার স্লিপার বন্দে ভারতের প্রথম দিনের যাত্রা নিয়ে মালদা ডিভিশনের আধিকারিকরা কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। প্রধানমন্ত্রী মালদা টাউন স্টেশন থেকে একাধিক ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী দুপুর সাড়ে বারোটায় মালদা টাউন স্টেশনে এসে পৌঁছাবেন। প্রথমে তিনি ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা বন্দে ভারত স্লিপারে বসে জেলার ১০ জন খুদে পড়ুয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। এছাড়াও স্টেশন চত্বরে ৩০ জন পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলবেন। ঠিক দুপুর পৌনে একটায় নতুন ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন। এরপর দুপুর একটা বেজে পাঁচ মিনিটে স্টেশন থেকে বেরিয়ে কপ্টারে চেপে সোজা চলে যাবেন সাহাপুর বাইপাসে সেতু সংলগ্ন ময়দানে।

অনটনে চা শ্রমিক, শুনুন শুধু পাঁচালি

প্রথম পাতার পর

তাহলে শ্রমিকরা কি পেটে খিল দিয়ে থাকবেন? প্রশ্নটা ডুয়ার্স উৎসবে কেউ তুললেন না পাছে সুখী জীবনের ছবি তুলে ধরার চেষ্টাটায় ছন্দপতন ঘটে।

ডুয়ার্স উৎসব সরকারি কর্মসূচি নয় বটে, কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের উদ্যোগে হয়ে থাকে। ডুয়ার্স উৎসব আয়োজনের ভাবনার পিছনে ছিল ডুয়ার্সের সংস্কৃতি, জীবন, প্রকৃতি, পর্যটন সম্ভাবনা তুলে ধরা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতি সংরক্ষণ। চা শিল্প ও চা শ্রমিকদের সমস্যাও সেই ডুয়ার্সের অংশ। ভুখা শ্রমিকদের হাহাকারের পাশে বহিরাগত শিল্পীদের এনে জলসার আয়োজন কি অমানবিক মনে হল না?

কোন ডুয়ার্সকে তুলে ধরা হল উৎসবে? অনটনক্লিষ্ট চা শ্রমিকরা কি ডুয়ার্সের বাইরের? উৎসবের অন্যতম শিল্পী ইমন চক্রবর্তীকে দিয়ে রাজ্য সরকার উন্নয়নের পাঁচালি রেকর্ড করিয়েছে সম্প্রতি। সেই পাঁচালিতে কিন্তু বন্ধ বাগান নেই। চা শ্রমিকের অনটন নেই। জীবন কত সুন্দর দেখানোর জন্য চারদিকে আরও নানা আয়োজন। মেলা-খেলা-উৎসব। কোথাও নেই শুধু চা শিল্পের অন্ধকার দিকের ছবি। যতটা আড়ালে রাখা যায়, ততই না ভালো।

তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু চা শ্রমিকের সমস্যা শুনতে এসেছিলেন গত মাসে। বললেন বেশি, মঞ্চে শুনলেন মাত্র সাতজনের কথা। তারপর আশ্বাস দিলেন। তবে শর্তসাপেক্ষ আশ্বাস- আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করুন। তারপর আপনাদের মজুরি বাড়বে। যদি পালটা প্রশ্ন করি, ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে কেন আপনার সরকার মজুরি বাড়াল না? উত্তরটা স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কাছে নেই।

অথচ অভিষেকের সফর ও সভার রাজকীয় আয়োজনে ও নিরাপত্তার বহরে লক্ষ লক্ষ টাকা মুড়িমুড়কির মতো খরচ হয়ে গেল। শিলিগুড়ির অদূরে মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দির প্রতিষ্ঠায় খরচ ধরা হয়েছে ৩৪০ কোটি টাকা। টাকা নেই শুধু বাগানগুলির অচলাবস্থা কাটানোর, শ্রমিক পরিবারগুলিকে অনটন থেকে মুক্ত করার।

এসব নিয়ে উচ্চবাচ্যের বদলে সব দলের কথা এখন মিশছে দুটি স্রোত- ভোট আর এসআইআর-এ। তাও যতটুকু দলীয় স্বার্থে প্রয়োজন ততটুকুই। নির্বাচন কমিশন সদ্য নিয়ম করেছে, আগে নির্ধারিত নথিগুলির কোনওটা না থাকলেও চলবে চা শ্রমিকদের। বাগানে তাঁদের কাজের রেকর্ড দেখালেই ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আর অসুবিধা হবে না। কিন্তু নিয়মই সার। অনেক বাগানের শ্রমিকরা সেই খবর জানেনই না। ফলে হয়রানির অন্ত নেই।

অথচ কমিশনের এই নিয়মের কৃতিত্ব দাবি করে বিবৃতি দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। চা বাগানের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা কতটা, সেটার উদাহরণ যেন কমিশনের নিয়ম প্রচারে তেমন আগ্রহ না থাকাটা। বীরপাড়ার কাছে লঙ্কাপাড়া বাগান ২০১৫ থেকে বন্ধ। রামঝোরা অচল দু’বছরেরও বেশি। নামে মধু, বাস্তবে জীবনের কোনও মিষ্টত্ব নেই হাসিমারার কাছে মধু চা বাগানে। অতীতে নামী বাঙালি চা শিল্পগোষ্ঠী রায় গ্রুপের মালিকানার বাগানটি এহাত ওহাত হয়ে বন্ধ হয়ে আছে গত মে মাস থেকে।

পাশেই হাসিমারায় বায়ুসেনার ছাউনিতে নানারকম কাজে দিনমজুরি না থাকলে এতদিনে হয়তো শ্রমিক পরিবারগুলি না খেয়ে মরে যেত। আরেক পুরোনো নামী সংস্থা বক্সা ডুয়ার্স টি কোম্পানির কালচিনি ও রায়মাটাং বাগান কয়েকবার মালিকানা বদলের পর এখন বন্ধ। গত বছরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বামনডাঙ্গা-টন্ডুর কঙ্কালসার হয়ে যাওয়া সবার জানা। কিন্তু কতজন জানেন, বামনডাঙ্গা-টন্ডু বাগানটাও অচল হয়ে পড়ে আছে।

রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর, ধরণীপুর বাগানগুলি দীর্ঘদিন থেকে চা শিল্পের হতশ্রী চেহারাটার মডেল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই অচলাবস্থায় কিন্তু শুধু সংশ্লিষ্ট বাগানগুলির শ্রমিকদের ধাক্কা নয়। সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের অন্তত চার জেলার অর্থনীতি মার খায়। এমনিতে উত্তরবঙ্গে শিল্প বলে কিছু নেই। তার ওপর একের পর এক বাগান বন্ধের পাশাপাশি কম উৎপাদন, চায়ের উপযুক্ত দাম না পাওয়ার সমস্যা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে চা শিল্পকে।

গয়েরকাটার ওই শিক্ষক বলছিলেন, ‘লক্ষণ ভালো দেখছি না। আপনারা সাংবাদিকরা বেশি করে তুলে না ধরলে কারও নজর পড়বে না।’ সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে না বলা ভুল। তবে বাগান মালিক বা সরকারের অবস্থা এখন- কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা

প্রথম পাতার পর

একটু পরে মাইকে স্বপ্নাকে মঞ্চে ডেকে নেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বপ্না এসে খাদা পরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নমস্কার করেন। মমতাও স্বপ্নাকে শাল পরিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে মঞ্চে কিছু কথাবার্তা হয়।

এতেই জল্পনা উসকে উঠেছে। স্বপ্না অবশ্য পরে বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আরও ভালোভাবে সমাজের জন্য কাজ করার কথা বললেন। আরও অনেক কথা হয়েছে, সেসব এখন বলছি না।’ কী কথা স্বপ্না বলতে চাইলেন না- যাবতীয় জল্পনা এখন তা নিয়ে। এটুকু বাদ দিলে শিলান্যাসের অনুষ্ঠান পুরোটাই ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ‘চাঁদমণির ১৭.৪১ একর জমিতে এই মন্দির হবে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মহাকাল মন্দির। এখানে বিশ্বের উচ্চতম মহাকালমূর্তি তৈরি হবে। যার মোট উচ্চতা হবে ২১৬ ফুট। এর মধ্যে শুধু ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তির উচ্চতা হবে ১০৮ ফুট এবং যে ভিতের ওপরে মূর্তি বসানো হবে, সেটি হবে ১০৮ ফুট দীর্ঘ। প্রতিদিন এখানে এক লক্ষ দর্শনার্থী আসতে পারবেন।’

সরকারিভাবে মন্দিরের নাম দেওয়া হয়েছে ‘মহাকাল মহাতীর্থ’। একটি ট্রাস্ট মন্দিরের দেখাশোনা করবে। মমতা বলেন, ‘কাজটা শেষ করতে আড়াই বছর মতো সময় লাগবে।’ মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ চলতে চলতে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গিয়ে মনে করিয়ে দেন, পঞ্জিকা অনুযায়ী শিলান্যাসের সময় ৪.১৫ মিনিট বেজে গিয়েছে। মমতা অবশ্য বলেন, ‘বক্তব্য শেষ হলেই শিলান্যাস করব।’

মমতা জানান, এই মন্দিরে দোতলা মহাকাল মিউজিয়াম এবং সংস্কৃতি হল থাকবে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি নন্দীগৃহ, মন্দির চত্বরে ১২টি অভিষেক লিঙ্গ মন্দির থাকবে। ভারতবর্ষের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপকেও ঠাঁই দেওয়া হবে। মন্দিরের দুটো প্রদক্ষিণ পথ থাকবে, যেখানে একসঙ্গে ১০ হাজার ভক্তের সমাগম হতে পারে। রীতি অনুযায়ী চার কোণে চার দেবতা থাকবেন। দু’দিকে দুটি সভামণ্ডপ থাকবে, যেখানে ছয় হাজার মানুষ একসঙ্গে বসতে পারবেন। এছাড়া প্রসাদ বিতরণকেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া, ডালা কমপ্লেক্স, পুরোহিতদের থাকার আলাদা ব্যবস্থা থাকবে।

হার্ভার্ড কি অতীত! গবেষণার বিশ্বযুদ্ধে চিন এগিয়ে, পিছিয়ে আমেরিকা

আমস্টারডাম, ১৬ জানুয়ারি : একটা সময় ছিল যখন উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত আমেরিকার নাম। হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড বা এমআইটি— নামগুলোই ছিল আভিজাত্য আর মেধার সমার্থক। কিন্তু সেই দিন কি তবে শেষ হতে চলল? উত্তরটা হয়তো 'হ্যাঁ'। শিক্ষার বিশ্বমঞ্চে এখন নতুন দাদাগিরি শুরু করেছে চিন। আমেরিকার তাবড় তাবড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিছনে ফেলে গবেষণার দুনিয়ায় এখন একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে ড্রাগন। আর এই লড়াইয়ে ভারত? দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা দূরবীণ দিয়েও এই রেসের ধারেকাছে নেই।

সদ্য প্রকাশিত এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। 'লেডেন র‍্যাঙ্কিং'-এর তথ্য অনুযায়ী, গবেষণাপত্র বা রিসার্চ পেপার প্রকাশের নিরিখে বিশ্বসেরার তকমা হারিয়েছে আমেরিকার গর্ব হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের হটিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছে চিনের ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি। শুধু তাই নয়, একদা যে তালিকার প্রথম দশে আমেরিকার একচেটিয়া আধিপত্য ছিল, আজ সেখানে চিনেরই জয়জয়কার। প্রথম দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সাতটিই এখন চিনের! হার্ভার্ড নেমে গিয়েছে তিন নম্বরে।

আমেরিকার পতন কেন?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বদল একদিনে হয়নি। একুশ শতকের শুরুতে গবেষণার জগতে আমেরিকার যে দাপট ছিল, তা এখন ম্লান। এর পিছনে বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার অনুদানে ব্যাপক কাটছাঁট করেছে। ফেডারেল ফান্ডের ওপর নির্ভরশীল আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ধুঁকছে। উলটোদিকে, চিন গত দুই দশক ধরে নিঃশব্দে অথচ আগ্রাসীভাবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঢেলেছে। তাদের লক্ষ্য পরিষ্কার— বিশ্বমঞ্চে মেধার লড়াইয়ে আমেরিকাকে হারানো। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কথায়, 'বৈজ্ঞানিক আধিপত্যের ওপরেই

নির্ভর করছে একটি দেশের প্রকৃত ক্ষমতা।' আজ সেই বিনিয়োগের ফল পাচ্ছে বেজিং।

'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা'

টাইমস হায়ার এডুকেশনের ফিল বাটি বিষয়টিকে দেখছেন 'গ্লোবাল এডুকেশন'-এর ক্ষমতার পালাবদল হিসেবে। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, 'আমেরিকার স্কুলগুলো যে খারাপ হয়ে গিয়েছে তা নয়, আসল ঘটনা হল চিন অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়েছে।' একটা সময় ছিল যখন প্রথম ২৫-এ চিনের মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকত। আর আজ? ঝেজিয়াং, সিংহুয়া কিংবা পিকিং ইউনিভার্সিটি এখন বিশ্বের গবেষণার অভিমুখ ঠিক করে দিচ্ছে। চিনা গবেষকরা এখন নিজেদের কাজ শুধুমাত্র মান্দারিন ভাষায় সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক ইংরেজি জার্নালে প্রকাশ করছেন, যা তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সাইটেশন বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

কোথায় দাঁড়িয়ে ভারত?

চিন যখন রকেটের গতিতে এগোচ্ছে, আর আমেরিকা নিজেদের গড় বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন আমাদের দেশের অবস্থান কী? এই প্রশ্নটা এখন খুব প্রাসঙ্গিক। আমরা প্রায়শই 'বিশ্বগুরু' হওয়ার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যান বড়ই রূঢ়। গবেষণার গুণমান এবং সংখ্যার নিরিখে এই এলিট ক্লাবে ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অদৃশ্য। যেখানে চিনের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম দশে জায়গা করে নিচ্ছে, সেখানে ভারতের আইআইটি বা আইআইএসসি-র মতো প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলোও এই তালিকার অনেক নিচে।

গবেষণায় বরাদ্দ অর্থের অভাব, পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি— ভারতের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনেক। চিনের মতো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা 'ভিশন' আমাদের উচ্চশিক্ষায় এখনও অনুপস্থিত। আমরা যখন ডিগ্রির সংখ্যা গুনতে ব্যস্ত, চিন তখন পেটেন্ট আর গবেষণাপত্র দিয়ে বিশ্বকে শাসন করার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে।

ভবিষ্যৎ কী?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিজ্ঞানের এই জগতটা নিষ্ঠুর। এখানে যে উদ্ভাবন করবে, সেই রাজত্ব করবে। আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রাফায়েল রেইফ অকপটে স্বীকার করেছেন, 'চিন থেকে যে মানের এবং যে সংখ্যার গবেষণাপত্র আসছে, তা আমাদের কাজকে ম্লান করে দিচ্ছে।'

আমেরিকা যদি এখনই তাদের নীতি পরিবর্তন না করে এবং গবেষণায় বরাদ্দ না বাড়ায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো নোবেল বিজয়ীদের তালিকায় পশ্চিমাদের চেয়ে প্রাচ্যের নামই বেশি দেখা যাবে। আর ভারতের জন্য এটা নিছকই এক সতর্কবার্তা নয়, বরং অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। বিশ্বসেরার দৌড়ে শামিল হওয়া তো দূর, আমরা যদি এখনই নিজেদের গবেষণাগারগুলোকে ঢেলে না সাজাই, তবে আগামী দিনে আমরা কেবল অন্যের তৈরি প্রযুক্তির ক্রেতা হয়েই থেকে যাব।

এখন দেখার, হার্ভার্ডের এই পতন আমেরিকার জন্য 'ওয়েক-আপ কল' হয় কিনা, নাকি চিনের এই উত্থান বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণটাই পুরোপুরি বদলে দেয়। তবে আপাতত এটুকু স্পষ্ট— জ্ঞানের মানচিত্রে মধ্যমণি এখন আর পশ্চিম নয়, পুবের দেশ চিন।

পট পরিবর্তনেও বদল হয়নি সিঙ্গুরের, জমি আন্দোলনের গেরোয় সব দল

মোদির সফরের আগে আক্ষেপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সিঙ্গুর, ১৬ জানুয়ারি : বছর কুড়ি আগে ২০০৬ সালের ২৮ মে সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়ায় টাটাগোষ্ঠীর কর্ণধার রবিকান্তকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। পরে সেই বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, সিঙ্গুর ছেড়ে টাটাগোষ্ঠী গুজরাটে সানন্দে পাড়ি দিয়েছিল। বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রোডে রতনপুর আলুগুদাম থেকে ডানদিকে বাজেমেলিয়া, গোপালনগর, সিংহেরভেড়ি, খাসেরভেড়ি হয়ে সোজা বেড়াবেড়ি রাস্তাটি ছিল মাটির। এখন সেই রাস্তা কংক্রিটের হয়ে গিয়েছে। সন্ধের পর রতনপুর মোড় থেকে বেড়াবেড়ি পর্যন্ত রাস্তা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওই রাস্তা এখন আলোয় ঝলমল করছে। কিন্তু সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের দাবি কি আদৌ মিটেছে? রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিঙ্গুরে আসছেন। তার আগে সিঙ্গুরের বাসিন্দাদের একটাই বক্তব্য, 'আর প্রতিশ্রুতি নয়, এবার বাস্তবায়ন চাই।'

সিঙ্গুরে টাটা কারখানার জন্য ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল রাজ্য সরকার। ২০০৮ সালে তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল আন্দোলনের মুখে পড়ে টাটারা এই রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই জমি অধিগ্রহণকে বেআইনি বলা হয়েছিল। কৃষকদের হাতে জমিও ফিরিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু কারখানার জন্য তৈরি হওয়া গোপালনগর মৌজার ৩৯৭ একর এবং খাসেরভেড়ি এবং সিংহেরভেড়ি

> মাত্র ৩০০ একর জমিতে চাষ হচ্ছে। আমরা শিল্পের বিরোধী নই। সরকারের পরিবর্তন হয়েছে সিঙ্গুরকে নিয়ে, তারা কেন কংক্রিটের জঙ্গলে শিল্প বানাবে না?
>
> -দুধকুমার ধারা

মৌজার ২০০ একর জমি টাটারা নিয়েছিল। প্রায় ৩০০ একর জমিতে টাটাগোষ্ঠী তাদের প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিল। সেই জমি আর চাষযোগ্য করা সম্ভব নয়। তাই এই ৬০০ একর জমি চাষযোগ্য করতে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে বারবার জানিয়েছেন স্থানীয় চাষিরা। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ৩০০ একর জমি চাষযোগ্য করেছে। কিন্তু বাকি জমি কেন চাষযোগ্য করা হবে না, তা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন তখনকার কৃষক আন্দোলনের নেতারা।

২০০৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর বাজেমেলিয়ার কাছে মাঠের ধার থেকে উদ্ধার হয়েছিল তাপসী মালিকের দেহ। তখন ছিল ধুলোভরা মাটির রাস্তা। এখন সেটি কংক্রিটের রাস্তা। তার সামনে রয়েছে তাপসী মালিকের একশহিদ বেদি। সেখান থেকে একটু এগিয়ে গেলে খাসেরভেড়ি এলাকা। তখন আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন দুধকুমার মণ্ডল। এখন রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকলেও তিনি বলেন, 'মাত্র ৩০০ একর জমিতে চাষ হচ্ছে। রাজ্য সরকার চাইলে বাকি ৩০০ একরও চাষযোগ্য করতে পারে।' রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আমাদের প্রায় ৮০০ একর জমি চাষযোগ্য হয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতারা আসছেন শুধু প্রতিশ্রুতি দিতে।'

কামারকুণ্ডু রেলস্টেশনের পাশে চায়ের দোকান। অনেক ঘটনার সাক্ষী। পুলিশের লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে পুলিশের গাড়িতে আগুন দেখেছে এই দোকান। ওই দোকানের মালিক রাজর্ষি সাহা বলেন, 'আন্দোলনের প্রথম থেকে দেখছি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। সিঙ্গুরের পরিবর্তন হয়নি।'

উত্থানই এখন গলার কাঁটা

ভোট-পাখি

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : যে মাটি একদা মমতাকে নবান্নের চাবি উপহার দিয়েছিল, দেড় দশক পর সেই সিঙ্গুরের মাটিই কি এবার তাঁর রাজনৈতিক দুর্গে ফাটল ধরাবে? রাজনীতি বড়ই নিষ্ঠুর, এখানে রাজা আর প্রজার স্থান বদল হতে সময় লাগে না। ২০০৬-২০০৮ সালে যে সিঙ্গুর ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পুনরুত্থানের 'লঞ্চপ্যাড', ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে বিজেপি তাকেই মমতার শাসনের কফিনে শেষ পেরেক হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। দৃশ্যপট এক, কিন্তু চিত্রনাট্য আজ সম্পূর্ণ উলটো। একসময় যে জমিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান উঠেছিল 'কৃষিজমি বাঁচাও', আজ সেখানেই প্রশ্ন উঠছে— 'শিল্প কোথায়?'

ফ্ল্যাশব্যাক ও বর্তমান

২০০৮ সালে মমতার তীব্র আন্দোলনের জেরে রতন টাটা বাংলা ছাড়েন, ন্যানো কারখানা চলে যায় গুজরাটে। সেদিন মোদি টাটাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আর আজ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেই মোদিই সিঙ্গুরের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন। আগামী ১৮ জানুয়ারি সেই সিঙ্গুরের মাটিতেই সভা করার কথা বিজেপির। স্থান—সিংহেরভেড়ি মৌজা, যা একসময় ন্যানো কারখানার জন্য চিহ্নিত ছিল। বিজেপির কৌশল পরিষ্কার—সিঙ্গুরকে তারা আর কৃষক আন্দোলনের পীঠস্থান হিসেবে দেখাতে চায় না, বরং দেখাতে চায় 'শিল্পের বধ্যভূমি' হিসেবে। তাদের বয়ান সহজ ও সোজা—'মমতার জেদের কারণে বাংলা থেকে টাটা বিদায় নিয়েছে, আর তার ফলেই আজ বাংলার যুবসমাজ বেকার।'

বাস্তব ছবিটা করুণ

সিঙ্গুরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে চায়ের আড্ডায় তর্ক চললেও বাস্তব ছবিটা বেদনাদায়ক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালে জমি ফিরলেও প্রায় ১০০০ একর জমির বড় অংশ আজও চাষযোগ্য হয়ে ওঠেনি। কংক্রিটের ধ্বংসাবশেষ আর আগাছায় ভরা সেই জমি না দিচ্ছে ফসল, না হয়েছে শিল্প। মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক চাষি জমি ফেরত পেয়েও অসহায়। বিজেপি ঠিক এই জায়গাটিতেই আঘাত করে বলছে, 'না হল শিল্প, না হল কৃষি'। যে স্বপ্নের ফানুস দেখিয়ে মমতা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তা আজ চুপসে যাওয়া বেলুন।

জটিল সমীকরণ

২০২৬-এর নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিজেপি প্রচার করছে যে, টাটা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থেকে বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাসও চলে গিয়েছে। রাজ্য বিজেপির মতে, সিঙ্গুর থেকেই শিল্পের শবযাত্রা শুরু হয়েছিল। সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, সেদিন মমতার পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ বিজেপির মঞ্চে। শুভেন্দু অধিকারী, যিনি নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন, আজ তিনিই মমতার প্রধান প্রতিপক্ষ। শোনা যাচ্ছে, ১৮ জানুয়ারির সভায় এমন অনেক কৃষককে সামনের সারিতে বসানো হবে, যাঁরা একসময় জমি আন্দোলনের সৈনিক ছিলেন, কিন্তু এখন শিল্প চান।

উলটোদিকে তৃণমূলের তূণে সবথেকে বড় বাণ— সুপ্রিম কোর্টের রায়। তাদের দাবি, জমি অধিগ্রহণ ছিল অবৈধ এবং তারা কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু একদশক আগের সেই 'জমি ফেরত'-এর নৈতিক জয় কি আজকের পেটের খিদের কাছে টিকবে? যখন পকেটে চাকরি নেই, তখন মানুষ কি আর পুরোনো আবেগে ভাসবে?

অর্থনৈতিক সংকটের প্রতীক

সিঙ্গুর আজ শুধু রাজনীতির দাবার ঘুঁটি নয়, রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকটের একটি ধ্রুপদি উদাহরণ: এক, বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট - সিঙ্গুর-পর্বের পর থেকে বড় শিল্পগোষ্ঠী বাংলায় বিনিয়োগ করতে ভয় পায়, রাজ্যের গায়ে 'লুজার্স ইমেজ' লেগে গিয়েছে। দুই, কর্মসংস্থান বনাম অনুদান - 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো অনুদানে গ্রামের মানুষ কিছুটা তুষ্ট হলেও ২০-২৫ হাজার টাকার চাকরির প্রত্যাশী শিক্ষিত যুবসমাজের কাছে সিঙ্গুর এক দগদগে ঘা। মোদির সভায় এই অংশটিই ভিড় জমাচ্ছে। তিন, স্থানীয় অর্থনীতি - কারখানা হলে এলাকার যে ভোলবদল হত, তা না হওয়ায় স্থানীয়দের মনে এখন শুধুই আক্ষেপ।

সিঙ্গুরের মাঠে এখন সর্ষেফুলের বদলে ফুটছে রাজনীতির বিষফুল। মমতা একসময় বলেছিলেন 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'— আজ বিরোধীরা প্রমাণ করতে চাইছে যে, তিনি ভিত্তিটাও নড়বড়ে করেছেন আর ভবিষ্যৎটাও অন্ধকার করে দিয়েছেন। রবিবারে মোদির সভা থেকে কী বার্তা আসে, সেটা দেখার বিষয়। তবে এটা পরিষ্কার, যে সিঁড়ি দিয়ে মমতা ক্ষমতায় উঠেছিলেন, তা আজ পিচ্ছিল। বিজেপি যদি চাষিদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে 'মমতা মানেই শিল্পের বাধা', তবে ২০২৬-এ নবান্ন রক্ষা করা তৃণমূলের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। শেষ উত্তর দেবে সময় আর ব্যালট বাক্স।

উপাচার্য নিয়োগে জট কাটার ইঙ্গিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে টানাপোড়েন অবশেষে মীমাংসার পথে। রাজ্য ও রাজ্যপালের সমঝোতার ইঙ্গিত মিলেছে সুপ্রিম কোর্টের শুক্রবারের শুনানিতে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে উপাচার্য নিয়োগ মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত এবং রাজ্যপালের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি জানান, আলোচনার মাধ্যমে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে দু-পক্ষ একমত হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, '৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জট কাটার পর এখন নজর দেওয়া হোক বাকি থাকা ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।' সেগুলির ক্ষেত্রেও আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান সূত্র বের করার নির্দেশ দেন তিনি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজি এবং নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত জট এখনও কাটেনি।

আদালত জানায়, উপাচার্য নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ অ্যান্ড সিলেকশন কমিটি ফের সক্রিয় হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতের নেতৃত্বাধীন এই কমিটিকেই পরবর্তী পদক্ষেপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।

হার নিশ্চিত জেনে দাঙ্গার ছক : মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : শুক্রবার দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্যু- 'এসআইআর'। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'ভোটে জেতা অসম্ভব জেনে এখন দাঙ্গা বাধানোর ছক কষছে বিজেপি।'

এসআইআর-এ মৃত্যু মিছিলে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় শোনা গেল শোক ও ক্ষোভের মিশেল। এসআইআর-এর নোটিশের চাপে বীরভূমের সিউড়ির ২ নং ব্লকের কোমা গ্রামের এক ৬৮ বছরের বৃদ্ধ, খেলা বেদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, নথি জমা দেওয়ার পরেও দ্বিতীয়বার তলবে মানসিক চাপ সইতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি।

মমতা প্রশ্ন তোলেন, 'এতদিন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে জন্ম শংসাপত্র হিসেবে মানা হলেও আচমকা তা কেন বাতিল করা হল?' আধার কার্ড বা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়েও বাংলার ক্ষেত্রে কেন আলাদা নিয়ম নিয়ে তিনি কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, মালদায় প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে, যা আদতে 'বাঙালি খেদানো'র নীল নকশা। নাম না করে কয়েকজন বিজেপি নেতাকে বিঁধে তিনি বলেন, 'যাঁদের জীবনের অর্ধেক সময় ইডি-সিবিআইয়ের হেপাজতে কেটেছে, তাঁরা আবার আমার জেল নিয়ে কথা বলছেন! আমি ফাঁসিকে ভয় পাই না।'

মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিককে ভিনরাজ্যে পিটিয়ে মারার ঘটনায় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা এসব করছে, তাদের গ্রেপ্তার করবই।' তাঁর বার্তা, 'বিজেপি প্ররোচনা দিয়ে দাঙ্গা বাধাতে চাইছে।' প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুর সফরের ঠিক আগে মমতার এই ঝাঁঝালো আক্রমণ বঙ্গ রাজনীতিতে যে নতুন মেরুকরণের জন্ম দিল, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, এই 'নথি যুদ্ধের' পালটা দিল্লি কী চাল দেয়।

স্থগিতাদেশ মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : দলত্যাগ বিরোধী আইনকে কেন্দ্র করে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ নিয়ে আইনি টানাপোড়েন নতুন মোড় নিল সুপ্রিম কোর্টে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর তাঁর বিধায়ক পদ বাতিলের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর আপাতত স্থগিতাদেশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত।

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়ে মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ছয় সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী গৌরব আগরওয়াল বলেন, 'মুকুল রায়ের হয়ে তাঁর পুত্রের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।' এই বক্তব্য খারিজ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট করে দেন, অসুস্থ ব্যক্তির হয়ে তাঁর পুত্র মামলা দায়ের করতেই পারেন।

নবান্নে ধর্নায় অনড় বিজেপি

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : নবান্নের সামনেই ধর্না দিতে অনড় বিজেপি। একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সোমবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন মামলা দায়ের করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আমরা যে জায়গাটি ধর্না কর্মসূচির জন্য চেয়েছিলাম, সেটা পাইনি। শান্তিপূর্ণভাবেই এই কর্মসূচি করতে চাই আমরা। তাই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছি।'

ট্রাম্পের হাতে মাচাদো'র নোবেল

ওয়াশিংটন, ১৬ জানুয়ারি : মার্কিন রাজনীতির অলিন্দে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। বহুদিনের স্বপ্নপূরণ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে খুশি করতে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের মেডেলটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো।

ঝটিকা অভিযান চালিয়ে দিনকয়েক আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন বাহিনী। এখন আমেরিকায় তাঁর বিচার চলছে। এদিকে মাদুরোর অবর্তমানে ভেনেজুয়েলায় শুরু হয়েছে ক্ষমতার লড়াই। সম্প্রতি মাচাদোর বদলে মাদুরোর ডেপুটি তথা অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজকে সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ট্রাম্প। যার জেরে ক্ষমতা দখলের দৌড়ে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েন মাচাদো। তারপরেই আমেরিকা সফরের কথা ঘোষণা করেন নোবেল জয়ী নেত্রী। এদিন হোয়াইট হাউসে গিয়ে ট্রাম্পের হাতে নিজের নোবেল পুরস্কার তুলে দেন।

নোবেল কমিটি অবশ্য আগেই এই সম্মান হস্তান্তর যোগ্য নয় বলে জানিয়েছিল। তবে ট্রাম্প বা মাচাদো, কেউই তাদের গুরুত্ব দেননি। মাচাদোর বক্তব্য, 'আমাদের স্বাধীনতার জন্য তিনি (ট্রাম্প) যা করেছেন তার কৃতজ্ঞতাবশত এই পুরস্কার তুলে দিলাম।' তিনি আরও বলেন, 'মুক্তির লড়াইয়ে ট্রাম্পের অনন্য প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি হিসেবে আমি তাঁকে এই মেডেল দিয়েছি।' সমর্থকদের আশ্বস্ত করে ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী বলেন, 'আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর ভরসা রাখতে পারি।' আর মাচাদোর হাত থেকে নোবেল নিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমার কাজের পুরস্কার পেয়েছিলেন মাচাদো। তাই এই পুরস্কার তিনি আমাকে দিয়েছেন।'

নিজের 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে মাচাদোর প্রশংসা করে তিনি লেখেন, 'তিনি একজন চমৎকার নারী, যিনি অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন।' এই মেডেল প্রদানকে ট্রাম্প 'পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক চমৎকার উদাহরণ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি নোবেল ইনস্টিটিউট এই হস্তান্তরকে স্বীকৃতি না দিলেও হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে যে, ট্রাম্প মেডেলটি নিজের কাছেই রেখে দেবেন।

নোবেল তৃপ্তি...হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প ও মাচাদো।

এই উপহারের নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণ। যেখানে কয়েক দিন আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'মাচাদোর পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া কঠিন। কারণ, দেশের ভিতর তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান বা সমর্থন নেই।' এরপরেই মাচাদোর নোবেল 'উৎসর্গ' ট্রাম্পের মন জয়ের মরিয়া চেষ্টা বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। হোয়াইট হাউসের বাইরে অপেক্ষারত জনতাও মাচাদোর হাত থেকে ট্রাম্পের নোবেল নেওয়ার দৃশ্য দেখে স্লোগান তোলে 'ধন্যবাদ, ট্রাম্প'। এই নাটকীয় মুহূর্তটি যে বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

তৃণমূলের দুর্নীতি, তোষণ শুভেন্দুর অস্ত্র

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : চাকদার সভা থেকে বৃহস্পতিবার শুভেন্দু বলেন, 'শুধু নবদ্বীপটা একটু হিলিয়ে দিতে হবে। এই লোকসভা ৭-০ করে দিন। বাকি অঙ্ক আমরা মেলাব।'

সভা থেকে হিন্দু ভোট একজোট করতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিন্দু নিধনকে ফের সামনে আনলেও, স্থানীয় স্তরে তৃণমূলের দুর্নীতি ও হুমকির রাজনীতিকেই তুলে ধরে ক্ষোভকে উসকে দিতে চেয়েছেন শুভেন্দু। সম্প্রতি মালদার মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের একটি ভিডিও ক্লিপের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৪০ লাখ বাড়ির জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন। কম দামে উজ্জ্বলা গ্যাস দিয়েছেন, ৭২ লক্ষ শৌচালয় দিয়েছেন। এর কোনওটার জন্যই মোদি বা বিজেপিকে ফোন করতে হয়নি। অথচ কাটমানিখোর তৃণমূল নেতারা হুমকি দিচ্ছেন বাড়ি পেতে হলে ফোন করতে হবে দিদিকে। এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। বিজেপিকে আনুন, ফোন করতে হবে না।'

চাকদায় গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ভোট শতাংশ ছিল ৪১। বিজেপির ৪৬। শতাংশের বিচারে এগিয়ে থাকলেও, মতুয়া ও তপশিলি, নমশূদ্র অধ্যুষিত এলাকায় এসআইআরে নাম বাদ পড়ার তালিকায় রয়েছে বহু হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবার। এদিন তাদের আশ্বস্ত করতে শুভেন্দু বলেন, '৬০-৭০ হাজার আবেদন পড়েছে। তার মধ্যে দু-তিন হাজার লোক শংসাপত্র পেয়ে গিয়েছেন, বাকিরাও পেয়ে যাবেন। চিন্তা করবেন না।' আশঙ্কা থেকে নজর ঘোরাতে শুভেন্দু বলেছেন, 'তৃণমূল এসআইআর ভন্ডুল করতে চাইছে, রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি মুসলমানদের নাম ভোটার তালিকায় রেখে দিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে জোট বাঁধুন। এটা সনাতনদের বেঁচে থাকার লড়াই।'

মহারাষ্ট্রের পুরভোটে ধরাশায়ী কংগ্রেস

উদ্ধবের হার পদ্মের দখলে বৃহন্মুম্বই

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : এশিয়ার সবথেকে ধনী পুরসভা বিজেপি-শিবসেনা-এনসিপির মহাযুতির দখলে এলেও মুম্বইকে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার কবল থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেরা। বৃহন্মুম্বই পুরসভায় (বিএমসি) ঠাকরে দুর্গের পতন ঘটল ঠিকই। কিন্তু দেশের বাণিজ্যনগরীতে শিবসেনা (ইউবিটি)-র প্রভাব এখনও যে খানিকটা টিকে রয়েছে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল শুক্রবার।

বিএমসি-তে বোর্ড গঠন করতে গেলে প্রয়োজন ১১৪টি আসনের। এদিন ২২৭ আসনের বিএমসি-তে যে ফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বশেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী বিজেপি ৮৮, একনাথ শিন্ডের শিবসেনা পেয়েছে ২৮টি আসন। অজিত পাওয়ারের এনসিপি ৩টি আসন জিতেছে। অপরদিকে শিবসেনা (ইউবিটি) পেয়েছে ৬৬টি আসন। মুম্বইয়ের দখল নিজেদের হাতে রাখতে অতীতের তিক্ততা ভুলে খুড়তুতো ভাই রাজ ঠাকরের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন উদ্ধব। কিন্তু রাজের দল এমএনএস-ও মাত্র ৬টি আসনে জিততে সক্ষম হয়েছে। শারদ পাওয়ারের এনসিপি পেয়েছে মাত্র ১টি আসন। এমভিএ ভেঙে আলাদা লড়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু তারা জিতেছে মাত্র ২৪টি আসনে। ২০১৭ সালে বিএমসি-র ভোটে অবিভক্ত শিবসেনা পেয়েছিল ৮৪টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ৮২টি আসন।

জয় পেলেও মুম্বইয়ের নতুন মেয়র কোন দল থেকে হবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি ফড়নবিশ এবং শিন্ডে। তবে এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, বৃহন্মুম্বই পুরসভার ১৩৭ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার মেয়র হতে চলেছেন পদ্মশিবির থেকেই। বালাসাহেব ঠাকরের আমলে শিবসেনার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে মেয়র পদটি শিবসৈনিকের জন্যই বরাদ্দ হত। কিন্তু এখন বিজেপি মহারাষ্ট্রের প্রধান শাসকদল তো বটেই, পুরসভাতেও একক বৃহত্তম দল। তাই মুম্বইয়ের মেয়র পদটি এবার নিজেদের জন্যই রাখতে চাইছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপির জয়ে উল্লাস সমর্থকদের। শুক্রবার মুম্বইয়ে।

শুধু বৃহন্মুম্বই নয়, মহারাষ্ট্রের বাকি ২৮টি পুরসভাতেও মহাযুতির জয়জয়কার। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ওই পুরসভাগুলির মোট ২৮৬৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৪২০, শিন্ডে সেনা ৩৭৪, এনসিপি ১৫৫টি আসন জিতেছে। অপরদিকে কংগ্রেস ৩৩০, শিবসেনা (ইউবিটি) ১৭৬, এনসিপি (এসপি) ৪১টি আসন জিতেছে। ফড়নবিশের দুর্গ নাগপুরেও নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে পদ্মশিবির।

মহারাষ্ট্রের পুরভোটে বিজেপির এই সাফল্যকে এনডিএ-র জনকল্যাণ এবং সুশাসনের জয় বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'ধন্যবাদ মহারাষ্ট্র। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা নির্বাচনের ফলে স্পষ্ট, এনডিএ এবং মহারাষ্ট্রের মানুষের বন্ধন আরও মজবুত হয়েছে। আমাদের পারফরমেন্সের অভিজ্ঞতা এবং উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে। আমি মহারাষ্ট্রের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।' বৃহন্মুম্বই সহ মহারাষ্ট্রের পুরভোটের জয়কে ঐতিহাসিক সাফল্য বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বিজেপির বিপুল জয়ের জন্য দলের রাজ্য সভাপতি ও কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ।

ছন্দোবদ্ধ।। *সৌহার্দ্য মালদার দ্বাদশ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।*

৪৯-এ জমজমাট ১৪

সম্প্রতি গাজোলে ৪৯তম বিষাণ নাট্যমেলা হয়ে গেল। পাঁচদিনে প্রদর্শিত ১৪টি নাটক জীবনের নানা অনুভূতিকে দর্শকদের সামলে তুলে ধরে হাসাল, কাঁদাল, নতুনভাবে ভাবাল। সাক্ষী থাকলেন গৌতম দাস।

জমজমাট।। *বিষাণ নাট্যমেলায় পরিবেশিত 'লজ্জা' নাটকের একটি মুহূর্ত। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

কিছুদিন আগে বিষাণ (একটি নাট্য সংস্থা)–এর নিজস্ব মঞ্চে গাজোলে হয়ে গেল ৪৯তম বিষাণ নাট্যমেলা। পাঁচদিনে মঞ্চস্থ হয় ১৪টি নাটক। প্রথম দিন মোট তিনটি নাটক উপস্থাপিত হয়। প্রথম দর্শন ছিল ইফটা, দমদম প্রযোজিত 'দালিয়া'। নির্দেশনা-দেবাশিস দত্ত। অভিনয়ের পাশাপাশি মঞ্চ ভাবনা ও আলো দর্শক মহলে খুব প্রশংসিত হয়। দ্বিতীয় নাটক সুশান্ত মজুমদারের নির্দেশনায় রানিকুঠি আঙ্গিক, কলকাতা প্রযোজিত নাটক 'বাতিঘর'। কলাকুশলীদের সাবলীল অভিনয় এবং নাটকের গল্প দর্শকমনে নাড়া দিয়ে যায়। প্রথম দিনের শেষ নাটক ছিল আলিপুরদুয়ার সমকণ্ঠ নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত নাটক 'কাঁথা', নির্দেশনা সিন্টু দত্ত। দ্বিতীয় দিনের প্রথম দর্শনে ছিল সুশান্ত বালো নির্দেশিত এবং বিষাণ নাট্য সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা 'লজ্জা'। বর্তমান সমাজ ও সময়ের এক জ্বলন্ত দলিল হিসেবে এই নাটকটি দর্শকদের বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় দর্শন ছিল নাট্যিক, কলকাতা প্রযোজিত নাটক 'দেবীগর্জন'। নির্দেশনায় সৃজিতা বান্টি ভদ্র। অভিনয়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ এবং গান দর্শকরা খুবই উপভোগ করেছেন। নাট্যমেলার তৃতীয় দিন শুরু হয় বিষাণ নাট্য সংস্থার শিশু বিভাগ প্রযোজিত নাটক 'ডাকঘর' দিয়ে। নির্দেশনায় প্রলয় সরকার। খুদে নাট্যশিল্পীদের সহজ-সরল, স্বাভাবিক অভিনয় দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। দ্বিতীয় নাটক ছিল বর্ধমানের মুক্তমনন স্পিড প্রযোজিত, অমিতাভ চন্দ্র নির্দেশিত নাটক 'অমানুষ'। নাটকটির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং মুখ্য চরিত্রে অভিনেতার অভিনয় দর্শক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। শেষ নাটক ছিল বুনিয়াদপুর অরণী প্রযোজিত, শুভাশিস চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক 'চোখের বাহিরে'।

নাট্যমেলার চতুর্থ দিনে প্রথম দর্শনে ছিল বিষাণ নাট্য প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি প্রযোজিত ও পবন পাল নির্দেশিত নাটক 'মন্দোদরী হরণ'। হাস্যরসাত্মক এই নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত দর্শকরা দারুণভাবে উপভোগ করেছেন। এদিনের দ্বিতীয় নাটক ছিল বহরমপুরের চুয়াপুর সুহৃদ প্রযোজিত এবং হরপ্রসাদ দাস নির্দেশিত নাটক 'তোতাকাহিনী'। নাটকের পোশাক পরিকল্পনায় নতুনত্ব দর্শকদের মুগ্ধ করে। চতুর্থ দিনের শেষ প্রযোজনা ছিল কালিয়াগঞ্জ অনন্যা থিয়েটার-এর 'ত্রিনয়নী'। নির্দেশনা বিভূতিভূষণ সাহা। এই নাটক প্রিয় দর্শকদের বেশ ভালো লেগেছে। নাট্যমেলার শেষ দিনের প্রথম নাটক ছিল ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ, নিশান মেদিনীপুর শাখা প্রযোজিত এবং পার্থ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত কৌতুক নাটক 'প্রস্তাব'। নাটকটি দেখে প্রাণ খুলে হেসেছেন দর্শকরা। দ্বিতীয় দর্শনে ছিল তিলজলা, রিতু (কলকাতা) প্রযোজিত চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি নির্দেশিত নাটক 'ডুবুরি'। আবেগঘন এই নাটকের শেষ দৃশ্যে আলোর ব্যবহার দর্শকমনে দাগ রেখে যায়। নাট্যমেলার শেষ নাটক কলকাতা অন্বেষক প্রযোজিত প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'আকাশটা আরো বড়ো হোক'। নাটকের কাহিনী এবং অভিনয় দর্শকমনে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে।

বইটই

পল্লিকবিদের সৃষ্টি

বছর ৩০ আগের কথা। সেই সময় উত্তরবঙ্গের পল্লিকবিরা বড় কবিতা লিখতেন আর হাটেবাজারে ঘুরে ঘুরে সেইসব পাঠ করে বিক্রি করতেন। কালের কোপে সেই সংস্কৃতিতে ভাটা। আজকাল হাটেবাজারে সেই সমস্ত কবিতা মোটেও শুনতে পাওয়া যায় না। ললিতচন্দ্র বর্মন সেই অভাব মেটালেন। উত্তরবঙ্গের ১৪ জন পল্লিকবির লেখা ৩৪টি পল্লিকবিতা নিয়ে তাঁর সংকলন উত্তরবঙ্গের পল্লী কবিতা। ললিত প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর নিয়েছেন। আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ নানা পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। সৃষ্টি যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য সবসময়ই সচেষ্ট। এই বইটি তাঁর সেই চেষ্টারই সাক্ষী।

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও

শালকুমারহাটের সুশীতল দল সৃজনে মগ্ন বরাবর। বাবা, মা ও স্ত্রীর মৃত্যুকে খুব সামনে থেকে দেখেছেন। সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেও হাল ছাড়েননি। সাহিত্যসেবা চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত 'জলদাপাড়া সাহিত্য পত্রিকা' উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার জগতে যথেষ্টই পরিচিত। বেশ কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে। ২৮টি কবিতা নিয়ে কবির আরেকটি কবিতা সংকলন প্রজাপতি সুখ কিছুদিন আগেই পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। সুশীতলের লেখা 'খুব সহজে সম্পর্ক বদলে যায়,/আবহাওয়া বদলে যায়/মুহূর্তের ইঙ্গিতে বদলে যায় জীবন'-তে পরিষ্কার, তিনি জীবনকে খুবই নিবিড়ভাবে দেখেছেন, আরও দেখতে চান।

নিবিড় অনুভূতি

'আমি বিশ্বাস করি/চৈত্রের প্রত্যেকটা উষ্ণ রাত্রির শেষে/একটা ভেজা শীতল ভোর আসবে।' প্রিয়দর্শী পালের লেখা কবিতা 'আকাশটাকে ছুঁতে পারব' এভাবেই শুরু হচ্ছে। আরও ১৬টি কবিতাকে সঙ্গী করে যা জুঁইফুল আর বাদল পোকারা কবিতা সংকলনের অংশ। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে প্রিয়দর্শী পশ্চিমবঙ্গের নানা এলাকাকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সেই চেনাজানার বিষয়টি নানা কবিতার মধ্যে উঠে এসেছে। এই সংকলনের প্রতিটি কবিতাই জীবনের বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে। সেই উপলব্ধির অঙ্গ হিসেবেই কবি লেখেন, 'শুকিয়ে যাওয়া জুঁইফুল একদিন জায়গা পায়/পোড়া দেশলাই কাঠির পাশে।'

নাচে-গানে মনোজ্ঞ সন্ধ্যা

শিল্প ও সংস্কৃতির সাধনাই তাদের পথ চলার প্রধান অনুপ্রেরণা, অনুষ্ঠানের মধ্যে জেলার বিশিষ্ট চারজনকে 'সৌহার্দ্য সূর্য সম্মাননা' প্রদান করে সৌহার্দ্য মালদা আবারও এই বিষয়টি প্রমাণ করল। শিক্ষাক্ষেত্রে জ্যোতিভূষণ পাঠক, সাহিত্যক্ষেত্রে তৃপ্তি সান্ত্রা, ললিতকলা ক্ষেত্রে রণজিৎ দেবভূতি এবং রক্তদান ও সমাজকল্যাণে পাকুয়াহাট সমবেত প্রয়াসের বরুণ সরকারের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি এবং আর্দ্র ও প্রণতির শ্রুতিনাটক 'পাকা দেখা'র মতো প্রতিটি পরিবেশনাই ছিল পরিমার্জিত ও প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানে সৌহার্দ্য মালদার সদস্যরা তাঁদের সৃজনশীল পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। সৌহার্দ্য মালদার দ্বাদশ বর্ষে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'মায়াবিনী সংস্কৃতিক সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি। মালদা বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলের মঞ্চে এই অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক, সৌহার্দ্য সূর্য সম্মাননা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয়। এছাড়াও গত ৫ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীদের মঞ্চে পুরস্কৃত করা হয়, যা অনুষ্ঠানে বাড়তি উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগ করে।

– সৌকর্য সোম

চার সংকলনের মোড়ক উন্মোচন

৫০০ কবির কবিতা সংকলন 'স্বপ্নের প্রতিধ্বনি'র মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষ্যে ক'দিন আগে শিলিগুড়িতে হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের কবি-সাহিত্যিকদের এক সাহিত্য সংস্কৃতি সমারোহ। শিলিগুড়ির এক হোটেলে এই সমারোহের আয়োজন করেছিল আন্তর্জাতিক স্বপ্নমায়া হিংলা সাহিত্যচর্চা পরিবার। এই অনুষ্ঠানে গল্প সংকলন 'আলোয় মোড়া স্বপ্ন', শিশুদের জন্য সংকলন 'অজানা এক স্বপ্ন' এবং রামকৃষ্ণ পালের 'কাব্যের অনুরণন' নামক সংকলনের মোড়ক উন্মোচন হয়।

উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৬৫ জন কবি-সাহিত্যিক লেখক এই সমারোহে যোগ দেন এবং তাঁদের রচনা পাঠ করেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী, কবি লেখক ও সাহিত্য অনুরাগী অলক চক্রবর্তী, অনিন্দকুমার মিশ্র, মিনতি দেব, ছন্দা দে মাহাতো, সুমন্ত্র সারথি প্রমুখ। সাহিত্যের এই অনুষ্ঠানে ধ্রুপদি মাত্রা যোগ করে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় উদ্বোধনী সংগীত। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অতিথিদের বক্তব্যে অস্থিরতামুক্ত একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ গঠনে সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। প্রকাশিত কবিতা সংকলনটির সম্পাদনায় রয়েছেন স্বপ্না প্রচ্ছদ পরিকল্পনা এবং অঙ্কনে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে এবং সুন্দরভাবে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কবি লেখক সমাজকর্মী কিরণ মজুমদার।*–নিজস্ব প্রতিবেদন*

ফিরে পাওয়া

কিছুদিন আগে হালকা শিশির ভেজা এক শীত সন্ধ্যা একটু অন্যভাবে কাটালেন রায়গঞ্জের নাট্যমোদীরা। তাঁরা দেখলেন ছন্দমের নতুন নাটক জীবনানন্দ দাশ স্মরণে প্রকৃতি পাঠ। হর ভট্টাচার্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী নাটকটির রূপায়ণে ছিলেন নাট্যজন গৌতম মুখোপাধ্যায়। দু'ঘণ্টার ওপরের এই নাটক দেখতে দেখতে দর্শকরা কোথায় যেন কবিকেই খুঁজে পেলেন ছন্দম মঞ্চে। অধ্যাপকের চরিত্রে স্মৃতিকণ্ঠ দত্তের ওপর চাপ অনেকটা থাকলেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। বিদিশার চরিত্রে থাকা শ্রাবণী দে ভালো চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ছাত্র নেতার চরিত্রে শুভঙ্কর দাসের স্বল্প সময়ের অভিনয় চমকিত করেছে। অন্যদিকে পার্শ্বচরিত্রে থাকা দেবব্রত দেবনাথ, বর্ণালি নন্দী এবং সায়শ্রী ভৌমিক যথাযথ অভিনয় করেছেন। মঞ্চ মানানসই। জীবনানন্দের কবিতায় যে প্রকৃতি চেতনা, গ্রামবাংলার নৈসর্গিক বর্ণনা এবং প্রকৃতিকে অনুভব করবার যে শক্তি নিহিত আছে এই নাট্য সন্ধ্যা তারই একটি প্রতিফলন। সব মিলিয়ে নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে বলে জানান নাটক দেখতে আসা বালুরঘাটের নাট্যকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডল। প্রকৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে বহু প্রতীক্ষার যথার্থ অবসান ঘটাল ছন্দম।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

দুই নাটকে সামাজিক বার্তা

এখনকার বাবাদের কেমন হতে হবে তার সার্থক উদাহরণ হলেন কুমুদরঞ্জন। আর সব হারানোর ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা আশালতাও যেন সর্বংসহা মায়েদেরই এক মডেল। জীবনের শেষলগ্নে তিন ছেলেমেয়ে বাড়ি বিক্রির টাকা বুঝে নেবার পর বাবা মায়ের দায়িত্ব নেবার প্রশ্নে লটারি করে। লটারিতে ঠিক হয় বাবা একজনের কাছে এবং মা আর একজনের কাছে থাকবেন। তখনই আশালতার মনে হয় এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাস্তববাদী কুমুদরঞ্জন কিন্তু কাঁদেননি। তিনি সকলকে শিখিয়ে দিলেন এখনকার দিনে কীভাবে সম্পত্তির ভাগাভাগি করতে হয়। আর এই শিক্ষাই ছিল কল্লোলের নাটকের মূল কথা। অনবদ্য দক্ষতায়, অসাধারণ অভিনয়ে বাবা-মাকে মঞ্চে জীবন্ত করে তুলেছেন কল্লোলের পরিচালক তথা অভিনেতা প্রণব হোড় রায় ও জয়া গুহ। দিনকয়েক আগে দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ির কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা এক সন্ধ্যায় দুটি নাটকের অভিনয় করে। এটি ছিল দ্বিতীয় পর্বের নাটক। মনোজ মিত্রের লেখা এই নাটকের নাম 'সন্ধ্যাতারা'। দলগত অভিনয়ে প্রায় সকলেই নিজের সেরাটি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অন্যদের মধ্যে মঞ্চে ছিলেন গণেশ মুস্তাফি, সায়ন চট্টোপাধ্যায়, সোমা জানা তালুকদার, সুচেতা দে চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ চন্দ, সংকল্প বোস, দীপুশংকর ভট্টাচার্য, গৌতম রায়, রিমঝিম পাল। আর নেপথ্য কণ্ঠস্বর দিয়েছেন ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়।

আবেগঘন।। *কল্লোলের 'সন্ধ্যাতারা' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

প্রথম নাটক ছিল স্বপন গাঙ্গুলির লেখা 'মে আই হেল্প ইউ'। সম্পাদনা ও পরিচালনায় ছিলেন প্রণব হোড় রায়। এটি একটি হাসির নাটক। কয়েকজন মহিলার ব্যবসা করা নিয়ে যে বিড়ম্বনা তা নিয়েই এই নাটক। অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন সুচেতা দে চট্টোপাধ্যায়, গোপা সেনগুপ্ত, সুকন্যা ভট্টাচার্য, শমিতা রায়, জয়ন্তী দে, শিপ্রা পাল, মৌসুমি রায় চৌধুরী, শিল্পী সাহা, গৌতম রায়। দলগতভাবে এই নাটকেও শিল্পীরা নিজ নিজ চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করেছেন। দুটো নাটকেই নেপথ্যে ছিলেন রূপসজ্জায়-শক্তিপ্রসাদ আইচ, আবহসংগীতে-সায়ন রায়চৌধুরী, আলো- শংকর চক্রবর্তী এবং মঞ্চ- রমেন রায়।

নাটক শুরুর আগে মঞ্চে মুখবন্ধ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি তুষার মিত্র ও স্থানীয় কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ। সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন অভীক মুখোপাধ্যায়।

-- ছন্দা দে মাহাতো

কর্মশালা

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে নবাঙ্কুর সংঘ ভবনে দু'দিনব্যাপী শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীতের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুরু বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। তবলা সহযোগিতায় ছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুরু সুবীর অধিকারী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচলনায় ছিলেন মধুমিতা দে সরকার। প্রায় ১৫০ জন প্রার্থী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সবাইকে শংসাপত্র ও মেডেল প্রদান করা হয়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

নাট্যমেলা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় কিছুদিন আগে হয়ে গেল পঞ্চবিংশ নাট্যমেলা। প্রতিটি নাটক দেখার পর দর্শকদের করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্র ভবন অডিটোরিয়াম। পাশাপাশি প্রতিদিনই দুটি করে নাটক মঞ্চস্থ হয়। *-অনসূয়া চৌধুরী*

গ্রন্থ প্রকাশ ও কবিতা সন্ধ্যা

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল কবি পবিত্র গায়েনের কাব্যগ্রন্থ 'সহজপাঠ ও সনেটগুচ্ছ'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ও কবিতা সন্ধ্যা। কাব্যগ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন প্রবীণ কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, গৌতম চৌধুরী, সৈয়দ কওসর জামাল ও সুব্রত সরকার। গ্রন্থ প্রকাশ পর্বে উপস্থিত ছিলেন অভিযান পাবলিশার্স-এর কর্ণধার মারুফ হোসেন এবং কবি পবিত্র গায়েন। বক্তৃতায় প্রবীণ কবিরা তাঁদের অভিজ্ঞতার নিরিখে সমকালীন বাংলা কবিতার প্রেক্ষিতে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এই কবিতা সন্ধ্যা আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কবি সুশীল মণ্ডল, কবি মৃণালেন্দু দাশ, কবি তড়িৎ চক্রবর্তী এবং লেখক মৃণাল ভট্টাচার্য সহ বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিতাপ্রেমীর উপস্থিতিতে। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

সমবেত।। *কবি সুকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। -গৌতম চাকী*

ডুয়ার্সের জল-মাটির গন্ধ মাখা

বৈচিত্র্য ও বহুত্বে অনন্য এক ভূখণ্ড। বহুমাত্রিক তার রূপ। যেমন নিসর্গে, তেমন প্রাণে। মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়েরই। যার প্রতি আকর্ষণ নতুন নয়। এখন অধিকাংশ লোক বেড়াতে যান। কেউ কেউ ভূখণ্ডের চরিত্র বুঝতেও চান। এই বোঝার চেষ্টা দিয়ে প্রথম ডুয়ার্সকে দুই মলাটের মধ্যে রাখার উদাহরণ স্যান্ডার্স রিপোর্ট। বাস্তবে ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট অফিসার ডিএইচই স্যান্ডার জমি জরিপ করতে এসে ডুয়ার্সের মানুষ, প্রকৃতি, বনভূমি, পশুপাখির জরিপ করে ফেলেছিলেন।

স্যান্ডার্স রিপোর্টের পর গত প্রায় ১৫০ বছরে আরও অনেকে ডুয়ার্সকে নানা চোখে দেখেছেন। কেউ নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন, কেউ এখানকার জনগোষ্ঠীর তত্ত্বতালাশ করেছেন,

কেউ বেড়ানোর জায়গা খুঁজেছেন। 'ডুয়ার্স সমগ্র' এই ভূখণ্ডকে দুই মলাটে বন্দি করার সুপরিকল্পিত প্রয়াসের প্রতিফলন দেখা গেল। ডুয়ার্সের সমস্ত মাত্রাকে ধরার চেষ্টা আছে ২৮০ পাতার বইটিতে। বইটির সম্পাদক প্রদোষরঞ্জন সাহা ডুয়ার্সের সামগ্রিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন।

তবে সৌম্যদ্বীপ দত্ত ছাড়া অন্য সকলের লেখায় মূলত ডুয়ার্সের পশ্চিম প্রান্তের ছবি। যে প্রান্ত ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স বা বেঙ্গল ডুয়ার্স বলে পরিচিত। সম্পাদক নিজেই জানিয়েছেন, ডুয়ার্স নামের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক উল্লেখ নেই। কিন্তু ডুয়ার্সকে প্রশাসন উপেক্ষাও করতে পারে না। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রশাসনিক ভবনের তাই নাম হয় ডুয়ার্সকন্যা। সরকার তৈরি করে তরাই-ডুয়ার্স উন্নয়ন পর্ষদ। প্রদোষের সম্পাদনায় 'ডুয়ার্স সমগ্র' এক অর্থে বাংলা ভাষায় এই ভূখণ্ডের হ্যান্ডবুক।

একনজরে বইটিতে ডুয়ার্সের প্রচুর তথ্য কমবেশি মজুত আছে। লেখকসূচিতে তাঁরাই আছেন, যাঁরা ডুয়ার্সের জল-হাওয়া গায়ে মেখে বড় হয়েছেন কিংবা দীর্ঘ বসবাসের সূত্রে এই মাটির গন্ধের সঙ্গে পরিচিত। দামি কাগজে ছাপা সুন্দর শক্ত বাঁধাই বইটির পাতায় পাতায় সেই গন্ধের ছড়িয়ে থাকা তাই স্বাভাবিক। বইটির আরেক আকর্ষণ প্রচুর ছবি যা ডুয়ার্সের নিসর্গ ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির নানা ভঙ্গি অত্যন্ত সুচারুভাবে তুলে ধরেছে। লিখনশৈলী এমন যে বইটি পড়তে পড়তে ডুয়ার্সের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানো, ভূপ্রকৃতি, বন্যপ্রাণ, স্থানীয় জনজাতি, তাদের সংস্কৃতির বহু বর্ণ, বহু তথ্যের উপলব্ধি হয়।

ডুয়ার্স সমগ্র
প্রকাশক : এখন ডুয়ার্স

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

বিরাট ভুল শুধরে নিল আইসিসি

দুবাই, ১৬ জানুয়ারি : ২০২১ সালের পর সদ্য ওডিআই ব্যাটিং ক্রমতালিকায় সিংহাসন দখল করেছেন। সতীর্থ রোহিত শর্মাকে সরিয়ে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে বিরাট কোহলি। যদিও কৃতিত্বের দিনেই কোহলিকে নিয়ে বিরাট ভুল আইসিসি-র। সমর্থকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে অবশেষে আজ যা শুধরে নিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।

বিরাটের শীর্ষস্থান দখলের সঙ্গে

মঞ্জরেকারকে তোপ হরভজনের

আইসিসি-র তরফে বলা হয়েছিল ভারতীয় 'চেজমাস্টার' সবমিলিয়ে ৮২৫ দিন র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বরে আছেন। সামগ্রিক তালিকায় দশম স্থানে রয়েছেন বিরাট। যদিও বাস্তবে পরিসংখ্যানটা ভুল। ৮২৫ নয়, আদপে বিরাট ১৫৪৭ দিন শীর্ষস্থানে থাকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে যা সর্বাধিক।

বিশ্ব তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট। সামনে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই কিংবদন্তি স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস (২৩০৬ দিন) ও ব্রায়ান লারা (২০৭৯ দিন)। বিরাটকে নিয়ে ভুল তথ্য দিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে আইসিসি। সমর্থকদের যে চাপের সামনে দ্রুত নিজেদের ভুল শুধরে নেয় তারা।

আইসিসি শুধরে নেওয়া তথ্যে জানিয়েছে, বিভিন্ন সময় ধরলে মোট ১১ বার শীর্ষস্থানে পা রেখেছেন বিরাট। প্রথমবার এক নম্বরে পৌঁছোন ২০১৩-র অক্টোবরে। ওডিআইয়ে টানা পাঁচ ইনিংসে পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোনোর সুবাদে ২০২১-এর পর আবারও র‍্যাংকিংয়ের মগডালে বিরাট।

এদিকে, সঞ্জয় মঞ্জরেকারের কটাক্ষের প্রতিবাদে বিরাটের পাশে দাঁড়ালেন হরভজন সিং। কয়েকদিন আগে মঞ্জরেকার দাবি করেন, টেস্ট, টি২০-কে বিদায় জানিয়ে বিরাট সহজ ফর্ম্যাটকে বেছে নিয়েছে। যার জবাবে হরভজনের দাবি, সহজ হলে সবাই সফল হত।

মঞ্জরেকারের মন্তব্যের সমালোচনা করে হরভজন বলেছেন, 'যদি ওডিআই সহজ হত, তাহলে তো সবাই রান করত। কে কোন ফরম্যাটে খেলছে, কেন, এই সবের মধ্যে ঢুকতে রাজি নই। আমি খেলাটা উপভোগ করতে চাই।

> যদি ওডিআই ফরম্যাট সহজ হত, তাহলে তো সবাই রান করত। কে কোন ফরম্যাটে খেলছে, কেন, এসবের মধ্যে ঢুকতে রাজি নই। আমি খেলাটা উপভোগ করতে চাই।
>
> -হরভজন সিং

ওরা ভালো খেলছে, রান করছে, দলকে জেতাচ্ছে। আর সব ফর্ম্যাটে খেলুক বা একটাকে, বিরাট দুর্দান্ত ক্রিকেটার, ম্যাচ উইনার।'

৮২৫ নয়, বিরাট কোহলি আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ১৫৪৭ দিন শীর্ষে থেকেছেন। শুক্রবার আইসিসি নিজেদের ভুল সংশোধন করে জানাল।

হরভজনের আরও মন্তব্য, 'বিরাট, রোহিতরা নিঃসন্দেহে পরবর্তী প্রজন্মের অনুপ্রেরণা। হয়তো সঞ্জয় মঞ্জরেকার নিজের মতো করে ভাবছে। তবে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তিগত সাফল্যে দলকে সাফল্যের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিরাট।'

অর্শদীপ কেন নেই, প্রশ্ন তুললেন অশ্বীন

ইন্দোর, ১৬ জানুয়ারি : ক্যালেন্ডারের পাতায় বছর ঘুরে গিয়েছে। শুরু হয়েছে ইংরেজির নতুন বছর।

কিন্তু টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে বিতর্ক থামেনি। বরং সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে বিতর্ক। আর সেই বিতর্কের আগুনে পুড়ছে ভারতীয় ক্রিকেট।

হাতে গরম উদাহরণ চলতি ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজ। যেখানে ভদোদরায় প্রথম ম্যাচে বিরাট কোহলি জয়ের ভিত গড়ে দেওয়ার পরও কষ্ট করে জিততে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। রাজকোটে দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতীয় দলের সার্বিক ব্যর্থতায় সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে নিউজিল্যান্ড। নায়ক হয়ে গিয়েছেন ড্যারিল মিচেল। প্রশ্ন এখন একটাই, রবিবার তিন নম্বর ম্যাচ কী হবে? ভারত কি জিতে সিরিজের দখল নিতে পারবে? নাকি প্রথমবার ভারতের মাটি থেকে একদিনের সিরিজ জিতে নেবে কিউয়িরা?

এমন অবস্থার মধ্যে গতকাল রাজকোট থেকে ইন্দোর পৌঁছানোর পর শুক্রবার বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিল ভারতীয় দল। আর সেই বিশ্রামের দিন আচমকাই ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর ইন্দোর থেকে উজ্জয়িনী পৌঁছে সেখানকার মহাকাল মন্দিরে পুজো দিলেন। হয়তো দলের সাফল্য কামনায় প্রার্থনাও করলেন তিনি। উজ্জয়িনী মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর টিম

উজ্জয়িনী মন্দিরে পুজো গম্ভীর-রাহুলের

ইন্ডিয়ার কোচ সেখানে হাজির সাংবাদিকদের বলেছেন, 'দারুণভাবে পুজো দিয়েছি মন্দিরে। দলের সাফল্য প্রার্থনা করেছি। আশা করছি, রবিবার আমরা আবার জয়ের সরণিতে ফিরব।'

টিম ইন্ডিয়া রবিবার শেষ একদিনের ম্যাচ জিতে সিরিজের দখল নিতে পারবে কিনা, কোচ গম্ভীরের প্রার্থনা সফল হবে কিনা—সময়ই তার জবাব দেবে। তার আগে কোচ গম্ভীরের প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংকে প্রথম দুই একদিনের ম্যাচে খেলানো হয়নি। কিন্তু কেন? ভারতীয় দলের তরফে দাবি করা হচ্ছে, অর্শদীপকে বিশ্রামে রাখার লক্ষ্যেই এমন সিদ্ধান্ত। যদিও এমন ভাবনা নিয়ে বিস্ময় তৈরি হয়েছে। তার মধ্যেই আজ ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন মুখ খুলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে অর্শদীপকে না দেখে তিনিও যে অবাক, স্পষ্টভাবে তিনি সেই কথা জানিয়েছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আজ বলেছেন, 'প্রথম একাদশে সুযোগের জন্য স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থাকা ভালো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অর্শদীপের মতো জোরে বোলারকে বসিয়ে রাখতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে হিট দ্য ডেক বোলার প্রয়োজন ছিল। হর্ষিত (রানা) ও প্রসিধ (কৃষ্ণা) খেলেছিল, বুঝলাম। কিন্তু নিউজিল্যান্ড সিরিজেও এমন

উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে গৌতম গম্ভীর (উপরে) ও লোকেশ রাহুল।

ভাবনা, পরিকল্পনার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি।'

কিউয়িদের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম দুই একদিনের ম্যাচেই ভারতীয় জোরে বোলাররা সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি। খুবই সাধারণ দেখিয়েছে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিতদের। তারপরও দলের বোলিং বৈচিত্র্যের কথা ভেবে কেন অর্শদীপের কথা ভাবা হচ্ছে না, প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বীন। তাঁর কথায়, 'আমি এখনও বুঝতে পারিনি কেন প্রথম দুই একদিনের ম্যাচে অর্শদীপকে খেলানো হল না। দলের বাকি পেসাররা দারুণ পারফর্ম করেছেন, এমন নয়। পরিস্থিতি ও দলের বোলিং বৈচিত্র্যের কথা ভেবে অর্শদীপকে খেলানো যেতেই পারত। জানি না শেষ একদিনের ম্যাচে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট অর্শদীপকে খেলাবে কিনা। কিন্তু আমি সবসময় চাইব, অর্শদীপকে সাদা বলের ক্রিকেটে খেলাতে।'

লোবেরার কোচিংয়ে কিবুকে খুঁজে পাচ্ছেন প্রাক্তন ছাত্ররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বর্তমান দলে এমন বেশ কয়েকজন ফুটবলার রয়েছেন যাঁরা সাম্প্রতিক অতীতে কিবু ভিকুনার অধীনে খেলেছেন। সবুজ-মেরুনের নতুন হেডকোচ সের্জিও লোবেরার কোচিংয়ে সেই কিবুর ছায়া দেখছেন তাঁরই দুই প্রাক্তন ছাত্র।

বাইরে থেকে দেখতে বেশ গুরুগম্ভীর। কিন্তু কথা বললেই বোঝা যায় তিনি মাটির মানুষ। ফুটবলারদের সঙ্গে আচরণ বন্ধুর মতোই। বাগান সাজঘরের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এই রসায়নেই অল্প সময়ের মধ্যে ফুটবলারদের কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছেন লোবেরা।

শুক্রবারই ৪৯-এ পা দিলেন তিনি। এদিন অনুশীলন শেষে সাজঘরেই কেক কেটে স্প্যানিশ কোচের জন্মদিন পালন করা হয়। মাঠ ছাড়ার সময়ই এক ফুটবলার বলে গেলেন, 'লোবেরা স্যর অনেকটা কিবুর মতোই।' আসলে অল্প সময় মোহনবাগানের আই লিগজয়ী কোচের অধীনে খেলেছেন ওই ফুটবলার। তিনিই বলছিলেন, 'কিবুর কোচিং পদ্ধতির সঙ্গে সের্জিওর কাজের বেশ মিল রয়েছে। দু-জনই পাসিং ফুটবল পছন্দ করেন। বলের দখল রেখে খেলতে বলেন। লোবেরা ও কিবুর আচরণেও অনেক মিল রয়েছে।' কিবুর আরেক প্রাক্তন ছাত্র,বর্তমানে লোবেরার দলের সদস্য বলেন, 'স্প্যানিশ কোচেদের কাজে মিল তো থাকবেই। তবে একথা ঠিক কিবু-লোবেরার ভাবনা সমান্তরাল। দু-জনের ফুটবল দর্শন একই।'

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ফুটবলার হিসাবে যথেষ্ট সফল। কোচ হিসাবেও সাফল্য এনে দিয়েছেন মোহনবাগানকে। তবে ফুটবলারদের 'প্রিয়' হয়ে উঠতে পেরেছিলেন কি? ফুটবলারদের কেউই মুখে কিছু না বললেও উত্তরটা যে নেতিবাচক হতে পারে তা অভিব্যক্তিতেই বোঝা যায়। এমনও শোনা যায়, ফুটবলারদের 'প্রোফাইল' ভেদে নাকি গুরুত্ব দিতেন মোলিনা। সেখানেও লোবেরা একেবারে ভিন্ন মেরুর মানুষ। মোহনবাগানের ফুটবলাররাই বলছেন এই কথা। এ যেন স্প্যানিশ কোচের জন্মদিনে উৎসর্গ করা তাঁর ছাত্রদের এক অনন্য উপহার।

সূর্য বিতর্কে ১০০ কোটির মামলা!

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে মন্তব্যের জের।

বাঙালি অভিনেত্রী খুশি মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ১০০ কোটির মানহানির মামলা। কিছুদিন আগে বলিউডের এই বাঙালি কন্যা দাবি করেন, সূর্য তাঁকে প্রায় মেসেজ করতেন। তবে কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে ডেট করার পক্ষপাতি ছিলেন না। অনেক ক্রিকেটারই চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চাননি কাউকে নিজের সঙ্গে জড়াতে।

চাপে বাঙালি অভিনেত্রী

ভারতের টি২০ অধিনায়ক সূর্য যদিও বিষয়টিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে রাজি নন। তবে সূর্যের হয়ে এই বিতর্কে ব্যাট ধরলেন সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সার ফয়জান আনসারি। তাঁর দাবি, এই ধরনের আলটপকা মন্তব্যে সূর্যের মতো ক্রিকেটারের মানহানি হয়েছে। শুধু অভিযোগ তোলা নয়, কড়া পদক্ষেপও করেছেন তিনি।

অভিনেত্রী খুশি মুখোপাধ্যায়কে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ১০০ কোটি টাকার মানহানির কেস দায়ের করেছেন। মুম্বইয়ের বাসিন্দা এই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ১৩ জানুয়ারি গাজিপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। দাবি, সূর্যর মতো ক্রিকেট ব্যক্তিত্বের যেভাবে সম্মানহানি করেছেন, এর জন্য খুশির অন্তত ৭ বছর জেল হওয়া উচিত।

নিজের পদক্ষেপ সম্পর্কে সাংবাদিকদের আনসারি বলেছেন, 'খুশি মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি। লিখিত অভিযোগে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছি। এই ধরনের বিষয়ে প্রতিবাদ করা উচিত মনে হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এই রকম না হয়, তাই আইনি পদক্ষেপ করেছি। এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

সূর্যকে নিয়ে মন্তব্যের ফলে তৈরি হওয়া বিতর্কের পর অবশ্য খুশি দাবি করেছিলেন, তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সূর্যের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে অতীতে কথাবার্তা হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। বর্তমানে তাঁদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই। আরও দাবি করেন, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে।

'সি' লাইসেন্স করলেন প্রীতম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : এখনই খেলা ছাড়ার কোনও প্রশ্নই নেই। তবে সময় নষ্ট না করে নিজের ভবিষ্যতের কাজের ক্ষেত্র তৈরির বিষয়টি এক ধাপ এগিয়ে রাখলেন প্রীতম কোটাল। গত এপ্রিল মাসে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শেষ হওয়ার পর সুপার কাপের তিন ম্যাচ ছাড়া আর কিছু খেলেনি চেন্নাইয়ান এফসি। ফলে বসে থাকতে হয়েছে প্রীতমদের। এখনও প্রস্তুতি শুরু করেনি চেন্নাইয়ান এফসি। তারই মধ্যে লাইসেন্সিংয়ের পরীক্ষা দিয়ে ফেললেন তিনি।

বহু টালবাহানা ও টানাপোড়েনের পর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপে অবশেষে জানা গিয়েছে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে এই মরশুমের আইএসএল। এই মাঝের সময়ে বসে না থেকে 'সি' লাইসেন্স কোর্স করে রাখলেন। নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যতে কোচিংয়ের আগ্রহ থাকছে এই বাঙালি ডিফেন্ডারের। যদিও জানালেন, এখন খেলা চালিয়ে যেতে চান। কিন্তু পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের রাস্তাও তৈরি করে রাখছেন।

মঙ্গলবার এসআইআর শুনানিতে হাজিরা সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : আগেই তাঁকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় বাংলা দলের সঙ্গে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার জন্য রাজকোটে ছিলেন মহম্মদ সামি। ফলে এসআইআর হাজিরায় সেই সময় হাজির হতে পারেননি তিনি।

বড় অঘটন না হলে এসআইআর শুনানির হাজিরায় আগামী মঙ্গলবার হাজির হতে চলেছেন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার। শুক্রবার বিকেলের দিকে জানা গিয়েছে, সোমবার কলকাতায় হাজির হচ্ছেন সামি। মঙ্গলবার এসআইআর শুনানিতে দক্ষিণ কলকাতার এক কেন্দ্রে হাজিরা দেবেন তিনি। শুধু এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেওয়াই নয়, সেদিনই তাঁর কল্যাণী পৌঁছানোর কথা। বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচ শুরু হচ্ছে বাংলা দলের। সেই ম্যাচেও সামি খেলবেন।

এদিকে, সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে জমে উঠেছে বাংলার অনুশীলন। গত তিন-চারদিন ধরেই অভিমন্যু ঈশ্বরণরা সেখানে অনুশীলন করছেন। আজ সকালের অনুশীলনে ছিল অভিনবত্ব। আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল—দলের তিন টেল এন্ডারকে দীর্ঘসময় ধরে নেটে ব্যাটিং করানো হয়েছে আজ। সঙ্গে প্লাস্টিক বলে বোলিংও সামলেছেন তাঁরা। কেন টেল এন্ডারদের এমন ব্যাটিং ক্লাস করানো হল? জানা গিয়েছে, সাদা বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর লাল বলের রনজিতে ভালো করতে মরিয়া বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। সফল হতে হলে ব্যাটারদের পাশে দলের টেল এন্ডারদেরও ব্যাট হাতে অবদান রাখতে হতে পারে। সেই লক্ষ্যেই এমন অনুশীলন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে প্রতিযোগিতায় ভালো করতে পারিনি আমরা। যদিও রনজির প্রথম পর্বের সময় শুরুটা ভালো হয়েছিল। সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। দলের প্রয়োজনে অনেক সময় শেষের দিকের ব্যাটারদের অবদান রাখতে হয়। তাই ওদের তৈরি রাখছি আমরা।'

রেসিংকে হারিয়ে শেষ আটে বার্সা

মাদ্রিদ, ১৬ জানুয়ারি : সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জয়। চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে বার্সেলোনা।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাতে কোপা ডেল রে-তে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে রেসিং স্যান্টানডার ক্লাবের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বার্সা। কাতালান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন ফেরান টোরেস ও লামিনে ইয়ামাল।

কয়েকদিন আগেই স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছিল বার্সা। সেই ছন্দ বজায় রেখে এদিন মাঠে নেমেছিল হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা। অবশ্য প্রথমার্ধে গোলের মুখ খুলতে পারেনি তারা। ৬৬ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় বার্সা। ফের্মিন

কোপা ডেল রে

লোপেজের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে যান ফেরান। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে ব্যবধান বাড়ান স্প্যানিশ 'বিস্ময় বালক' ইয়ামাল। এদিন অবশ্য রেসিংয়ের দুটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। এছাড়াও ম্যাচের শেষদিকে বার্সা গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়া একটি নিশ্চিত গোল বাঁচান।

ম্যাচের পর বার্সার তারকা ফেরান সতীর্থ হুয়ান গার্সিয়ার প্রশংসা করে বলেছেন, 'ভাগ্যিস আমাদের গোলের নীচে হুয়ান ছিল। না হলে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করতে হত। আমরা আশা করিনি ম্যাচটা এতটা কঠিন হবে। প্রতিপক্ষ দলে বেশ কয়েকজন উচ্চমানের খেলোয়াড় রয়েছে।'

এই ছবি পোস্ট করে হিরোশি ইবুসুকিকে বিদায় জানাল ইস্টবেঙ্গল।

সমর্থকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ হিরোশির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : তিক্ততা নয়, বরং বিদায়বেলায় সমর্থকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন হিরোশি ইবুসুকি।

ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে তেমন ছাপ ফেলতে পারেননি। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই লাল-হলুদে হিরোশির বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দিন-দুয়েকের মধ্যে আবার নতুন ক্লাবও পেয়ে গিয়েছেন এই জাপানি স্ট্রাইকার। অস্ট্রেলিয়ার 'এ' লিগের দল ওয়েস্টার্ন সিডনি ওয়ান্ডারার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন ইবুসুকি। তবে লাল-হলুদ জার্সিতে নিজেকে মেলে ধরতে না পারার আক্ষেপ নিয়েই ভারত ছেড়েছেন, বিদায়বার্তায় সেই কথাই লিখেছেন হিরোশি।

সমাজমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত সকলকে এবং সমর্থকদের আন্তরিক ধন্যবাদ। ভারতীয় ফুটবলে অনিশ্চয়তার মাঝেই আমাকে বাধ্য হয়ে ক্লাব ছাড়তে হল। তবে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কোনও গোল করতে না পারা আমার জন্য অত্যন্ত হতাশার। সমর্থকদের আমার সেরা পারফরমেন্সটা দেখাতে পারিনি। সেইজন্য দুঃখিত।' আলাদা করে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন হিরোশি। ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলকে।

নর্থইস্ট ছেড়ে জাকার্তায় আলাদিন

ছোট্ট বন্ধু অশ্বীনের সঙ্গে বিচ্ছেদে আবেগপ্রবণ ইকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : অমিল সর্বত্র। গোয়া এবং কলকাতাকে বোধহয় একমাত্র মিলিয়ে দিতে পারে ফুটবল। আর সেই ফুটবলকে ঘিরেই যেন কলকাতায় ঘটে যাওয়া এক টুকরো ছবি আবার গোয়ান ফুটবলে।

২০১১-'১২ সালে ইস্টবেঙ্গলে খেলে যান স্কটিশ ফুটবলার অ্যালান গাও। খুব অল্প সময়ে

> তোমার কাছ থেকেই সহৃয়তা শিখেছি, যা কোনও দেশ, ভাবনা, প্রতিযোগিতা, ধর্ম ও বিশ্বাসে বাঁধা থাকে না। তোমাকে বড় এবং অভিজ্ঞ হতে দেখা, আর এখন তুমি পরিবারের বড় ভাই।
>
> -ইকের গুয়েরচেনা

নিজের দুর্দান্ত ফুটবল স্কিলে মাতিয়েছিলেন এদেশের ফুটবল। তবে বেশিদিন তাঁকে রাখেনি ইস্টবেঙ্গল। তিনি ফিরে যান নিজের দেশে। কিন্তু চলে যাওয়ার দিনে তৈরি হয় এক আবেগঘন মুহূর্ত। নিয়মিত মাঠে আসত পাশের বস্তির ছোট্ট জ্যাকি। তার সঙ্গে কীভাবে যেন বন্ধুত্ব হয়ে যায় অ্যালানের। তাই যেদিন মাঝ মরশুমে দল ছাড়তে বাধ্য হন স্কটিশ তারকা, সেদিন কেঁদে ভাসিয়েছিলেন দুজনেই। সেদিনের সেই ছবি

মাঠকর্মীর ছেলে অশ্বীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ইকের গুয়েরচেনার।

আবার গোয়ার মাঠে। এদিন মাঠের ছোট্ট বন্ধু অশ্বীনকে সামাজিক মাধ্যমে চিঠি লিখলেন ইকের গুয়েরচেনা। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে গোয়া ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি যে কতটা কষ্ট পাচ্ছেন তার প্রমাণ এই চিঠিতেই। অশ্বীন গোয়ার এক মাঠকর্মীর ছেলে। যার সঙ্গে প্রথম মরশুম থেকেই বন্ধুত্ব ইকেরের। 'আমার ছোট্ট বন্ধু অশ্বীন', লিখে শুরু করেন এই চিঠি। পরে লেখেন, 'আমি পৃথিবীর সবাইকে জানাতে চাই যে, তুমি বিশ্বের সেরা হৃদয়ের অধিকারী। প্রতিদিন সকালে বা বিকেলে আমাদের যে দেখা হত, পাস বাড়াতাম কী কল্পনায় ফুট-টেনিস খেলতাম, আমার কাছ থেকে তোমার বল চুরি করার ব্যর্থ চেষ্টা বা আমাদের ভূগোল, যেখানে আমি বিভিন্ন দেশ, তাদের রাজধানী, শহর সম্পর্কে পড়া, আমাদের ফিজিওথেরাপির ক্লাস, যেখানে পেশি সম্পর্কে জানতাম আমরা, অঙ্ক কষা এবং সঙ্গে অনন্ত হাসি।' এরপর তিনি আরও অনেক কিছুর সঙ্গে লেখেন, 'তোমার কাছ থেকেই সহৃয়তা শিখেছি, যা কোনও দেশ, ভাবনা, প্রতিযোগিতা, ধর্ম ও বিশ্বাসে বাঁধা থাকে না। তোমাকে বড় এবং অভিজ্ঞ হতে দেখা, আর এখন তুমি পরিবারের বড় ভাই।' শেষ ছত্রে তিনি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লিখেছেন, 'এবার আমরা আলাদা হচ্ছি। আর তার জন্য আমি কাঁদছি। কিন্তু তুমি চিরকাল আমার জীবনের একটা অংশ হয়ে থাকবে। তোমার হৃদয়, তোমার মনুষ্যত্ববোধ এবং ত্যাগ যা তোমাকে সবার থেকে আলাদা করেছে সেই সব আরও বড় হোক।'

ইকের আবার কখনও এদেশে ফিরবেন কিনা তা সময়ই বলবে। যদি ফেরেন হয়তো এই ছোট্ট বন্ধুও হবে তার অন্যতম কারণ। আর অশ্বীনও হয়তো এই বিখ্যাত তারকা বন্ধুর জন্য অপেক্ষায় থাকবেন। ফুটবলের অনিশ্চতা যাঁদের আলাদা করে দিল, সেই দায়ভারই কি নেবেন এদেশের ফুটবল কর্তারা? যাঁদের দড়ি টানাটানিতে আলাদা হলেন তার দায় কি এবার নেবেন তাঁরা? ইকেরের মতোই এবারের আইএসএলে দেখা যাবে না আলাদিন আজারাইকেও। তাঁকে ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব পার্সিজা জাকার্তায় লোনে ছেড়ে দিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। সবমিলিয়ে এবারের লিগ হলেও নিশ্চিতভাবেই আকর্ষণ হারাতে চলেছে।

বাংলাদেশে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে আইসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৬ জানুয়ারি : বাংলাদেশ ক্রিকেটে ঘরোয়া কোন্দলে আপাতত ইতি। বোর্ডের আশ্বাসের পর বয়কট প্রত্যাহার করে নিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। সেই অনুসারে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ফের শুরু হয়েছে। এদিন একাধিক ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়।

টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে জট কিন্তু সেই তিমিরেই। ভিডিও কনফারেন্সে আইসিসি ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) শীর্ষ আধিকারিকরা আলোচনায় বসেছিলেন। যদিও দুই পক্ষ অবস্থানে অনড় থাকার ফলে সমাধান সূত্র মেলেনি। বিসিবি আধিকারিকদের সঙ্গে এবার সরাসরি কথা বলার জন্য বাংলাদেশে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে আইসিসি।

বয়কট ছেড়ে বিপিএল শুরু

সংবামাধ্যমকে বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছেন, 'আইসিসি-র আধিকারিকরা আলোচনা করতে বাংলাদেশে আসছেন। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেই কথা জানিয়েছেন।' তবে নতুন করে আলোচনা শুরুর আগেই ফের স্পষ্ট করে দিলেন, ভারতে বিশ্বকাপ না খেলা নিয়ে বর্তমান অবস্থান পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। শ্রীলঙ্কায় খেলার দাবি পুনরায় জানিয়ে রাখলেন। বিশ্বাস, আইসিসি শেষপর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য সেই ব্যবস্থা করবে। সূত্রের খবর, শনিবার কিংবা রবিবারের মধ্যেই বাংলাদেশে পৌঁছোবে প্রতিনিধিদল। তবে বিসিবি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি।

গত মঙ্গলবার আইসিসি-র সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বসেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সহ সভাপতি মহম্মদ শাখওয়াত সহ একাধিক আধিকারিক। আইসিসি-র তরফে নির্দিষ্ট সূচি মেনে ভারতে খেলার জন্য চাপ দেওয়া হয়। যদিও বিসিবি তৎক্ষণাৎ যা খারিজ করে দেয়। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরু। এখন দেখার তার আগে পরবর্তী বৈঠকে জট কাটে কিনা।

একদিনের বিরতির পর ফের শুরু হল বিপিএল। রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে আউট হলেন মুশফিকুর রহিম।

বিশ্বকাপ নিয়ে সমাধান সূত্র না মিললেও বাংলাদেশে ক্রিকেট বয়কট উঠে গেল। গতকাল ক্রিকেটারদের দাবি মেনে বোর্ডের আর্থিক কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে আসিফ নাজমুলকে বরখাস্ত করা হয়। ক্রিকেটারদের আরও দাবি ছিল নাজমুলকে ক্ষমা চাইতে হবে। রাতে ফের বৈঠকে বসে দুই পক্ষ, সেখানেই সুর নরম করে খেলার সিদ্ধান্ত ক্রিকেটারদের।

বাংলাদেশ ক্রিকেট সংগঠন কোয়াবের সভাপতি মহম্মদ মিঠুন বলেছেন, 'বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসু। দুই পক্ষ একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে। কোয়াবের সদস্য ক্রিকেটাররা বয়কট প্রত্যাহার করে মাঠে ফিরতে প্রস্তুত।' বোর্ডের তরফে ক্রিকেটারদের আশ্বস্ত করা হয়েছে বহিষ্কৃত আধিকারিকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তদন্ত হবে।

এদিকে, মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাতিল করা নিয়ে আইনি পদক্ষেপের কথা একসময় ভেবেছিল কোয়াব। কিন্তু মুস্তাফিজুর নিজেই তা চাননি বলে সেই রাস্তা থেকে সরে আসে তারা। সংস্থার সভাপতি মহম্মদ মিঠুন বলেছেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপের কথা ভেবেছিলাম। ক্রিকেটারদের বিশ্ব সংগঠনেও যাওয়ার ভাবনা ছিল। কিন্তু মুস্তাফিজুর নিজে তা না চাওয়ায়, সেই পদক্ষেপ করা যায়নি।' নিলামে ৯.২ কোটি টাকায় মুস্তাফিজুরকে নিয়েছিল কেকেআর।

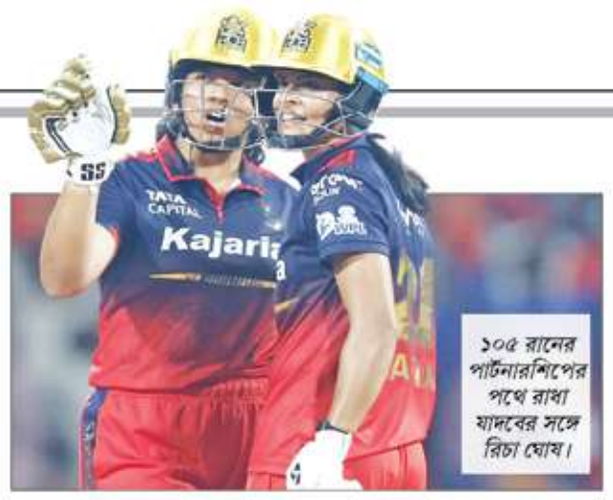

১০৫ রানের পার্টনারশিপের পথে রাধা যাদবের সঙ্গে রিচা ঘোষ।

রাধা-রিচার ব্যাটে লড়াইয়ে আরসিবি

নভি মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : শেষ বেলায় রিচা ঘোষ ও রাধা যাদবের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সম্মানজনক স্কোর করল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মহিলা ক্রিকেট দল।

শুক্রবার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে টস জিতে আরসিবি-কে শুরুতে ব্যাট করতে পাঠায় গুজরাট জায়েন্টস। রান পেলেন না রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। ৮ বলে ৫ রান করে আউট হন তিনি। এছাড়া প্রথম চার ব্যাটারের মধ্যে গ্রেস হ্যারিস ১৭, দয়ালান হেমালতা ৪ ও গৌতমী নায়েক ৯ রান করেন। ৪৩ রানে ৪ উইকেট খুইয়ে রীতিমতো চাপে পড়ে যায় আরসিবি।

কঠিন সময় ইনিংসের হাল ধরেন রাধা-রিচা। জুটিতে ১০৫ রান যোগ করেন দুজনে। ২৮ বলে ৪৪ রান করে আউট হন রিচা। ৪৭ বল খেলে ৬৬ রান করেন রাধা। শেষবেলায় নাদিনে ডি ক্লার্কের ২৬ রানের ইনিংস সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেয় আরসিবি-কে। ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান করে তারা। গুজরাট জায়েন্টসের হয়ে একাই ৩ উইকেট নেন সোফি ডিভাইন। জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গুজরাট ৭ ওভারে ২ উইকেটে ৪৬ রান তুলেছে।

ডব্লিউপিএলে আজ

ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
সময় : দুপুর ৩টা

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

বিশ্বকাপ ভাবনায় ঢুকে পড়লেন শ্রেয়সও

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষমাস।

তিলক ভার্মার চোট (তলপেটে) ভারতীয় টি২০ দলের দরজা খুলে দিল শ্রেয়স আইয়ারের জন্য। একই সঙ্গে নির্বাচক কমিটি, দলের থিংকট্যাংকের বিশ্বকাপ ভাবনাতেও ঢুকে পড়লেন পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক।

আইপিএলে ধারাবাহিক পারফরমেন্স করেও টি২০ দলের দরজা খুলতে পারেননি শ্রেয়স। যা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। অবশেষে আক্ষেপ দূর। চোট সারিয়ে চলতি নিউজিল্যান্ড ওডিআই সিরিজে প্রত্যাবর্তন ঘটে। এবার টি২০ ফরম্যাটেও ডাক। ২১ জানুয়ারি শুরু ৫ ম্যাচের আসন্ন টি২০ সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে তিলকের পরিবর্ত হিসেবে ডাক পেলেন শ্রেয়স।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের পরই বিশ্বকাপ। তার আগে শ্রেয়সের প্রত্যাবর্তনে বড় ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে। কুড়িকুড়ি ফরম্যাটে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছেন শ্রেয়স। সেক্ষেত্রে প্রথম তিন ম্যাচের সুযোগ কাজে লাগালে বিশ্বকাপের টিকিটও দূর নয়। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ছন্দে নেই। দীর্ঘদিন ধরে রান পাচ্ছেন না। চোট চিন্তা বাড়িয়েছে তিলককে নিয়ে। এহেন পরিস্থিতিতে মিডল অর্ডারে শ্রেয়সের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ হবে বিশ্বকাপের মতো আসরে বলে মনে করছে ভারতীয় থিংকট্যাংকও।

বিঞ্চোইয়ের সঙ্গে টি২০ সিরিজে ডাক

অপরদিকে, ওয়াশিংটন সুন্দরের (পাঁজরে চোট) পরিবর্তে টি২০ সিরিজে ডাক পেলেন রবি বিঞ্চোই। গোটা সিরিজের জন্য অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি তাঁকে বেছে নিয়েছেন। ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচেই চোট পান সুন্দর। বাকি দুই ম্যাচের জন্য ডাক পান আয়ুষ বাদোনি। টি২০ সিরিজে বিঞ্চোই। খবর, হয়তো বিশ্বকাপেও খেলতে পারবেন না তামিলনাড়ুর স্পিন-অলরাউন্ডার সুন্দর। সেই কথা মাথায় রেখেই বিঞ্চোইকে তৈরি রাখার ভাবনা।

তিলক, সুন্দরের চোট এবং পরিবর্ত হিসেবে শ্রেয়স ও বিঞ্চোইয়ের ডাক, নিশ্চিতভাবে ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ ভাবনায় নয়া সমীকরণ যোগ করল। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলের খবর, গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকাররা বিশেষ করে শ্রেয়সকে দেখে নিতে চাইছেন।

টি২০ সিরিজের পরিবর্ত দল : সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়স আইয়ার (প্রথম তিন ম্যাচ), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল (সহ অধিনায়ক), রিঙ্কু সিং, জসপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, ঈশান কিষান, রবি বিঞ্চোই।

ফের হার সৌরভের দলের

সেঞ্চুরিয়ন, ১৬ জানুয়ারি : ফের ধারাবাহিকতায় ছেদ। জয়ের হ্যাটট্রিকের পরের ম্যাচেই হার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের।

দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের ম্যাচে পারল রয়্যালসের কাছে ৬ উইকেটে ম্যাচ হারল প্রিটোরিয়া। ব্যাটিং ব্যর্থতার জেরেই ডুবল সৌরভের দল। নিজেদের নবম ম্যাচে শুরুতে ব্যাট করে ১৯.১ ওভারে ১২৭ রান করে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। পারলের পক্ষে সেরা বোলিং ওটনেইল বার্টমানের। হ্যাটট্রিক সহ ১৬ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নেন তিনি।

অল্প লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমেও ১৭ রানে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় পারল রয়্যালস। যদিও পরের দিকে রান তুলতে তাদের বিশেষ সমস্যা হয়নি। ম্যাচে ২৯ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেট হাতে রেখে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় পারল।

ফাইনালে বিদর্ভ-সৌরাষ্ট্র দ্বৈরথ

বেঙ্গালুরু, ১৬ জানুয়ারি : আগামী রবিবার চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি বিদর্ভ ও সৌরাষ্ট্র। গতকাল প্রথম সেমিফাইনালে কর্ণাটককে হারিয়ে খেতাবি যুদ্ধের টিকিট আদায় করে নিয়েছিল বিদর্ভ। আজ সৌরাষ্ট্রের পালা। বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে একপেশে দাপট দেখিয়ে শক্তিশালী পঞ্জাবকে হারাল সৌরাষ্ট্র।

বিজয় হাজারে ট্রফি

প্রথম ব্যাটিং করে পঞ্জাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৯১ রান তোলে। অধিনায়ক প্রভসিমরন সিং (৮৭) ও আনমোলপ্রীত সিংয়ের (১০০) দাপটে একসময় পঞ্জাবের স্কোর ছিল ২০০/২। যদিও ডেথ ওভারে ভালো শুরুর সুযোগ নিতে পারেনি পঞ্চনদের দল।

বাঁহাতি পেস ও সুইংয়ে চেতন শাকারিয়া (৬০/৪) ধস নামান প্রতিপক্ষের ইনিংসে। দুটি করে উইকেট নেন অঙ্কর পানওয়ার ও চিরাগ জানি। শেষপর্যন্ত ৯১ রানে শেষ ৮ উইকেট খুইয়ে তিনশোর মধ্যেই আটকে যায় পঞ্জাব। রমনদীপ সিং (৪২) তারমধ্যেই কিছুটা চেষ্টা চালান।

সৌরাষ্ট্রের জয়ের নায়ক বিশ্বরাজ জাদেজা।

ফাইনালে উঠতে দরকার ২৯২। খেলতে নেমে সৌরাষ্ট্রের টপঅর্ডার প্রথম থেকেই বুলডোজার চালায় প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর। অধিনায়ক হার্ভিক দেশাই (৬৪) ও বিশ্বরাজ জাদেজা ২৩ ওভারে ১৭২ রান যোগ করে জয়ের রাস্তা মসৃণ করে দেয়। হার্ভিক ফেরার পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে রানের মধ্যে থাকা প্রেরক মানকড়কে (অপরাজিত ৫২) নিয়ে বাকি কাজ সেরে নেন বিশ্বরাজ (অপরাজিত ১৬৫)। অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় উইকেটে ১২১ রান যোগ করেন দুজনে।

ম্যাচের নায়ক একান্তভাবেই বিশ্বরাজ। ১২৭ বলের ইনিংসে আগাগোড়া রাজত্ব চালান। সাতজন বোলার ব্যবহার করেও পঞ্জাব থামাতে পারেননি সৌরাষ্ট্র ওপেনারের দাপট। ১৮টি চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো ইনিংসে পঞ্জাবকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে দলকে ফাইনালে তুলে দেন বিশ্বরাজ।

সূর্য বিতর্কে ১০০ কোটির মামলা!

-খবর তেরোর পাতায়

জয়ী দিনহাটা

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ২২ দলীয় প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ৬ উইকেটে জিতেছে হরিণচওড়া প্রভাতি সংঘের বিরুদ্ধে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে হেরে প্রভাতি ৩৮.৫ ওভারে ১৩৫ রানে অল আউট হয়। রোহিত মণ্ডলের অবদান ৫১ রান। ম্যাচের সেরা শুভদীপ বসাক ৪ রানে ১ উইকেট নেন। জবাবে দিনহাটা ২৫.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৬ রান তুলে নেয়। শুভঙ্কর ভৌমিক ৬৪ রানে অপরাজিত থাকেন। আব্দুর রাজ্জাক মিয়াঁ ২৪ রানে ২ উইকেট নেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন শুভ্রদীপ বসাক। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

ব্যারেটোর দলকে হারাল নর্থবেঙ্গল

হাওড়া, ১৬ জানুয়ারি : ঘরের মাঠ কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি হেরে গিয়েছিল হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে। বেঙ্গল সুপার লিগে শুক্রবার অ্যাওয়ে ম্যাচে সেই হাওড়া-হুগলিকে হারিয়ে দিল নর্থবেঙ্গল। হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর দলের বিরুদ্ধে ৬২ মিনিটে গোলটি করেন অর্জুন। এদিন জিতে ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে নর্থবেঙ্গল উঠে এসেছে পঞ্চম স্থানে। সমসংখ্যক পয়েন্টে থাকলেও গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় চার নম্বরে আছে বর্ধমান ব্লাস্টার্স। হেরে গেলেও ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ব্যারেটোর দল।

আদর্শ গুরপ্রীত, ইস্টবেঙ্গলে খেলতে চান উত্তরের নিশান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির চা বাগান থেকে সরাসরি কলকাতা ময়দান। আরেক গুরপ্রীত সিং সাদ্ধু হওয়ার লক্ষ্যে ছুটছেন নিশান টোপ্পো।

শুক্রবার রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের প্রথম ম্যাচেই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নজর কেড়েছেন বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পসের নিশান টোপ্পো। যার বিশ্বস্ত গ্লাভসে প্রায় আটকেই গিয়েছিল ডেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান।

জলপাইগুড়ির করলাভ্যালি চা বাগানে বাড়ি নিশানের। বাবা সুমন ও মা নির্মলা চা বাগানে কাজ করেন। ছোটবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে স্থানীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে টাউন ক্লাবের কোচ বাদল কর্মকারের নজরে পড়েন তিনি। এরপর আইএফএ-এর উদ্যোগে তৈরি বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পসের ট্রায়াল দিতে এসেছিলেন নিশান। প্রথমদিনেই কোচ রাজীব

বাগের নজরে পড়ে যান উত্তরের এই গোলরক্ষক। তারপর প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অতিমানবীয় পারফরমেন্স।

এদিন ম্যাচের পর নিশান বলছিলেন, 'মা ও বাবা সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বিশেষ করে মা নিজে পরিশ্রম করে আমার খেলার খরচ চালান। মায়ের জন্যই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ভালো খেলেছি।' ছোট থেকে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক নিশান। দেশের একনম্বর গোলরক্ষক গুরপ্রীতকে আদর্শ মনে করেন তিনি। নিশান বলেছেন, 'গুরপ্রীত আমার আদর্শ। ভবিষ্যতে নিজের প্রিয় দল ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে খেলতে চাই।'

মোহনবাগানের কাছে ১-০ ফলে হেরে গিয়েছে ফিউচার চ্যাম্পস। গোলটি রোহিত সিংয়ের। অপর ম্যাচে সৌম্যজিৎ তরফদারের গোলে ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে ১-০ ফলে হেরেছে ইস্টবেঙ্গল।

জয়ী শিবশংকর অ্যাকাডেমি

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৮ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে শুক্রবার শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৮ রানে হারিয়েছে নিশিগঞ্জ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। পুন্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে শিবশংকর ২৮ ওভারে ৯৪ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা প্রিয়ম ঘোষের অবদান ৪০ রান। শুভদীপ দে ২৫ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে নিশিগঞ্জ ২৮ ওভারে ৭৬ রানে সব উইকেট হারায়। অরূপ তালুকদার ৩৮ রান করে। মৈনাক গুপ্তর শিকার ১৬ রানে ৩ উইকেট। শনিবার খেলবে বোজ্জার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও এমজেএন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরা হয়ে প্রিয়ম ঘোষ। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

TENDER NOTICE
Notice inviting e-Tender by the undersigned vide NIT No - 02/(e)/EGP/26, Dt- 09/01/26 of Enayetpur Gram Panchayat. For details visit www.wbtenders.gov.in
Prodhan
Enayetpur Gram Panchayat
Manikchak Dev. Block. Malda

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা অনুপ গোস্বামী - কে 14.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78J 25374 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জেতা জীবন বদলে দেয়। আমাদের উদ্বেগ হালকা হয়ে যায় এবং আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ বোধ হয়। এই অবিশ্বাস্য ভাগ্যের জন্য আমরা ডিয়ার লটারিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাতে পারি না।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন

* বিজ্ঞাপনীয় তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা নিত্যানন্দ বর্মন (বাঁয়ে) ও সায়ন রায়। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

জয়ী গ্রিনভিউ, নেতাজি

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে শুক্রবার গ্রিনভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট ৫ রানে হারিয়েছে বুনিয়াদপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে টসে হেরে গ্রিনভিউ ৩০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১০ রান তোলে। ময়ূখ সাহা ২৩ ও ম্যাচের সেরা সায়ন রায় ২২ রান করে। সৌমজিৎ কর্মকার ১৫ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বুনিয়াদপুর ২৬ ওভারে ১০৫ রানে অল আউট হয়। সৌমজিৎ রেখে এসেছে ৩১ রান। আবির রায় ও বিধান রায় ৩ উইকেট পেয়েছে। ভালো বোলিং করে সায়নও (১১/২)।

বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ১২ রানে হারিয়েছে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে। নেতাজি টসে জিতে ৩০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৩ রান তোলে। রোহিত ঘোষ করে ৪৪ রান। অমৃত মিত্র ২৪ রানে ও অজয় সরকার ১৮ রানে ৩ উইকেট পেয়েছে। জবাবে গঙ্গারামপুর ৩০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩১ রানে আটকে যায়। সুতীর্থ দাসের অবদান ২৯ রান। ম্যাচের সেরা নিত্যানন্দ বর্মন ২১ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

শ্রীলঙ্কায় ফুটবল প্রশিক্ষণে মুক্তাদির

তপন, ১৬ জানুয়ারি : রামপাড়া চঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাপতৈল গ্রামের মুক্তাদির আল আমান ফুটবলের প্রশিক্ষণ নিতে শুক্রবার শ্রীলঙ্কায় পৌঁছায়। কলম্বোতে পৌঁছে সে ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং সেখানে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তাঁর এই আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ সফরে খুশি এলাকার ক্রীড়াপ্রেমীরা।